ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ

"এই গ্রন্থে (কোনই) সন্দেহ নাই"



মুল আরবী ও উহার বাংলা উচ্চারণ ও তফছীরসহ

বঙ্গানুবাদ

কোর্‌আন শরীফ

১৫শ পারা—ছোব্‌হা-নাল্‌লাজী—

মোহাম্মদ নকীব উদ্দীন খাঁ

কর্ত্তৃক

অনুবাদিত, সঙ্কলিত ও প্রকাশিত

৫নং হাজী লেন, কলিকাতা—১৪।

আত্ম-কথা

এছলামের মূলগ্রন্থ কোরআন শরীফের তেলায়ৎ ও উহার মর্ম্ম অবগত হওয়া প্রত্যেক মুছলমান নর-নারীর প্রতি এজন্য ফরজ যে, উহার শিক্ষাগ্রহণ ব্যতিরেকে মানব কখনই মানব-পদবাচ্য এবং খোদার করুণালাভের অধিকারী হইতে পারে না।

বঙ্গীয় মুছলমান জনসাধারণের মধ্যে কোরআনের শিক্ষাপ্রচারের আবশ্যকতা যে কতখানি, জাতি ও ধর্ম্মের নামে বিগলিতপ্রাণ সুধী সজ্জন ছাড়া তাহা বুঝতে চেষ্টা করেন আর কয়জন? দীনাতিদীন আমরা, অতি ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া এহেন অসাধ্য-সাধনে অগ্রসর হইয়াছি—একমাত্র আল্লার করুণার প্রতি নির্ভরশীল হইয়া।

ইত্যাগ্রে কোরআনের দু-একখানি পূর্ণ-অপূর্ণ বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইলেও দরিদ্র দেশ-বাসীর পক্ষে উহার ক্রয় বাস্তবিকই সহজসাধ্য নহে। তাহা ছাড়া বাংলায় আরবী কোরআনের **"উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যের পরিচয়"** আমাদের অনুবাদিত কোরআন ভিন্ন আর কোনটীতেই নাই;—ইহা আবহমানকালের যে একটা গুরু অভাবের পূরণ, একথা কে অস্বীকার করিবে? দয়াময় আল্লার অনুগ্রহে ভবিষ্যতে ইন্‌শা-আল্লাহ্ এ-কার্য্যে আমরা দ্রুত অগ্রসর হইতে পারিব বলিয়া আশা করি।

হিন্দুস্থানের গণ্যমান্য মোহাদ্দেছ ও মোফাচ্ছেরগণের, বিশেষতঃ ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আলেম ও কামেল হজরত মওলানা হাজী হাফেজ ও কারী শাহ্ মোহাম্মদ আশরফ আলী থানবী এবং সামছোল ওলামা হাফেজ ডেপুটী নজীর আহ্‌মদ ছাহেবের উর্দ্দু তরজমার ভাব, মর্ম্ম ও ধারার এবং কুত্রাপি হজরত মওলানা শাহ রফীউদ্দিন ছাহেবের তরজমার সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

মানুষের ভ্রম, ত্রুটী ও বিচ্যুতি অস্বাভাবিক নহে। অতএব কোন সূক্ষ্মদর্শী হৃদয়বান বিবেচক ভ্রাতার চক্ষে উচ্চারণ, অর্থ বা টীকায় কোনও কিছু ভুল, ত্রুটী বা বিচ্যুতি পরিদৃষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা আমাদিগকে জানাইলে বিশেষ বাধিত ও সংশোধনের পক্ষে সচেষ্ট হইব। আমরা উচ্চারণ সম্বন্ধে সুহৃদবর্গের মূল্যবান অভিমতের দ্বারা উপকৃত হওয়ার একান্তই অভিলাষী।

মাদপুর,
পোঃ, সরিষা, ২৪-পরগণা

বিনীত—
মোহাম্মদ নকীব উদ্দীন খাঁ

PRINTED BY. ERSONS ART PRESS.
6 TANTI BAGAN LANE CALCUTTA

ছুরা-বানী-এছ্‌রা-য়ীল মক্কায় অবতীর্ণ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ বিছ্‌মিল্লা-হির্‌রাহ্‌মা-নির্‌রাহীম্‌। অতি দয়াবান পরম কৃপালু আল্লা'র নামে।	এই ছুরায় ১২ রুকু ও ১১১ আয়ত।

سُبْحٰنَ الَّذِيْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

ছোব্‌হা- নাল্‌লাজী— আছ্‌রা- বেআব্‌দেহী লায়লাম্‌ লেনাল্‌ মাছ্‌জেদেল্‌ হারা-মে

সেই খোদা (সর্ব্ব দোষ হইতে) পাক যিনি নিজের বান্দা(মোহাম্মদ)কে রাতারাতি মছজেদ হারাম (অর্থাৎ খানায়ে-কা'বা) হইতে

اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِيْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ

এলাল্‌ মাছ্‌জেদেল্‌ আক্‌ছাল্‌লাজী বা-রাক্‌না- হাও্‌লাহূ লেনোরেয়্যাহূ মেন্‌

মছজেদ আক্‌ছা-(অর্থাৎ বায়তুল মোকাদ্দছ) পর্য্যন্ত লইয়া গেলেন যাহার আশে-পাশে আমি (দুনিয়া ও দীনের) বরকত দিয়া রাখিয়াছি (১) (আর ইহার অর্থাৎ মোহাম্মদের যাত্রার মধ্যে) এই উদ্দেশ্য ছিল যে আমি উহাকে দেখাই নিজের (মহিমার) কতিপয়

اٰيٰتِنَا ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ۝ وَاٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ

আ-য়্যা-তেনা-, ইন্‌নাহূ হোওয়াছ্‌ছামীওল বাছীর। অআ-তায়্‌না- মূছাল্‌-কেতা-বা

নিশানী, (আর উহার কোন কোন গোপন-তত্ত্ব জানা হয়,) নচেৎ (প্রকৃত) শ্রোতা (ও) দর্শক (অর্থাৎ গুপ্ততত্ত্ব জ্ঞাতা) সেই খোদাই রহিয়াছেন। (২) আর আমি মূছাকে (তও্‌রাত) কেতাব দিয়াছিলাম

(১) দুনিয়ায় বরকত অর্থে মর্ম্ম এই হইতেছে যে, তথাকার মৃত্তিকায় উত্তম রকমের ভ্রমণ-তৃপ্তি সাধিত হইয়া থাকে, তথায় উত্তম হইতে উত্তম শস্যাদি উৎপাদিত হইয়া থাকে। আর দীনের বরকত অর্থে মর্ম্ম হইয়াছে—সেই স্থানের বৈশিষ্ট্য। কারণ, বায়তুল মোকাদ্দছ সমস্ত গ্রন্থধারী সম্প্রদায়ের কেব্‌লা, শত শত পয়গাম্বর এই পবিত্র ভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

(২) অত্র আয়তে انه هوالسميع البصير "ইন্‌নাহূ হোওয়াছ্‌ছামীওল্‌ বাছীরো"-এর সম্বন্ধ—পূর্ব্বগত পদ হইতে বিচার্য্যের বিষয়। আমাদের ত মনে হইতেছে, علم غيب "এল্‌ম-গাএব" মাত্র আল্লাহ্‌-ই জানেন। কিন্তু তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে তিনি 'এল্‌ম-গাএব' অর্থাৎ গোপন বিদ্যার কথঞ্চিৎ পয়গাম্বরদিগের প্রতিও প্রকাশ করিয়া দেন।

হজরত রছুলে-করীম (দঃ)-এর মক্কা হইতে রাতারাতি বায়তুল-মোকাদ্দছে উপনীত হওয়া সম্বন্ধে ত সকলেই একমত। কিন্তু ইহাতে ভাষ্যকারগনের মধ্যে নানাপ্রকার মতভেদ বিদ্যমান। ইঁহাদের কেহ কেহ বলেন ;—এই গমন স্বপ্নে, কেহ কেহ বলেন,—সশরীরে, কেহ কেহ বলেন,—মাত্র একবার, কেহ কেহ বলেন,—একাধিক বার, কেহ কেহ বলেন,—এই গমন বায়তুল মোকাদ্দছ পর্য্যন্ত। কিন্তু অধিকাংশের মতে, প্রথমতঃ বায়তুল মোকাদ্দছ পর্য্যন্ত, তৎপর আছমান পর্য্যন্ত। অতএব মে'রাজ সংঘটন এবং উহাতে হজরত রছুলে-খোদার প্রতি নব নব অবস্থার অভ্যুদয় সম্বন্ধে সকলেই একমত। কাজেই আয়তের মর্ম্ম দাঁড়াইতেছে এই যে, হজরত রছুলে-খোদার মে'রাজ লাভ ঘটিয়া ছিল, তাহার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, হজরত রছুলে খোদার কোন কোন গুপ্ততত্ত্ব জানা থাকে। কিন্তু তত্রাচও তাঁহার এই গুপ্ততত্ত্ব বিদ্যা সীমাবদ্ধ। প্রকৃত পক্ষে عالم الغيب "আ-লেমুল্‌ গায়্‌ব" অর্থাৎ গুপ্ততত্ত্বজ্ঞাতা আল্লাহ্‌ ই। প্রকাশ্য বা গুপ্ত বিদ্যা বলিতে যাহা যাহা তাহার সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌ ই জানেন।

وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَلَّا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِىْ

অজ্বাআল্‌না-হো হোদাল্‌-লেবানী—এছ্‌রা—য়ীলা আল্‌লা- তাত্তাখেজূ মেন্‌ দূনী

আর আমি করিয়াছিলাম সেই কেতাবকে হেদায়েত(এর দস্তরল আমল) বানী এছরায়ীলের জন্য (আর বানী এছরায়ীলকে বলিয়া দিয়াছিলাম) যে তোমরা আমার ছাড়া ধরিওনা কাহাকেও

وَكِيْلًا ۝ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ط اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا ۝

অকীলা-। জোর্রীয়্যাতা মান্‌ হামাল্‌না- মাআ নূহ্‌, ইন্নাহূ কা-না আব্‌দান্‌ শাকূরা-।

কারসাজ। (তোমরাও) তাহার বংশধর যাহাকে আমি নূহের সহিত (নৌকায়) ছওয়ার করিয়া ছিলাম, নিশ্চয় নূহ্‌ আমার শোকর গোজর বান্দা ছিল

وَقَضَيْنَآ اِلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ فِى الْكِتٰبِ لَتُفْسِدُنَّ

অক্বাদায়্‌না— এলা- বানী—এছ্‌রা—য়ীলা ফেল্‌-কেতা-বে লাতোফ্‌ছেদোন্না

আর আমি হুকুম করিয়াছিলাম বানী এছরায়ীলকে (তওরাত) কেতাবের মধ্যে যে তোমরা নিশ্চয়ই কলহ করিবে

فِى الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيْرًا ۝ فَاِذَا جَآءَ

ফেল্‌-আর্‌দে মার্রাতায়্‌নে অলাতা'-লোন্না ওলূওয়ান্‌ কাবীরা-। ফাএজা- জ্বা—আ

ভূলোকে দুইবার আর তোমরা (উভয় বারই লোকদিগের প্রতি) অতি বাড়াবাড়ি করিবে। অনন্তর যখন উপস্থিত হইল

وَعْدُ اُوْلٰىهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ اُولِىْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ

অ'-দো উলা-হোমা- বাআছ্‌না আলায়্‌কুম্‌ এবা-দাল্‌লানা— উলী বা'-ছেন্‌ শাদীদেন্‌

সেই দুই কলহের প্রথম (কলহ) এর সময় তখন আমি তোমাদের মোকাবেলায় নিজের এরূপ বান্দাকে পাঠাইলাম যাহারা অতি কঠোর পাকড়াওকারী ছিল

فَجَاسُوْا خِلٰلَ الدِّيَارِ ط وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُوْلًا ۝ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ

ফাজ্বা-ছূ খেলা-লাদ্‌দেয়্যা-রে, অকা-না অ'-দাম্‌ মাফ্‌উলা-। ছোম্মা রাদাদ্‌না-লাকোমোল্‌

অনন্তর উহারা (তোমাদের) শহরগুলির ভিতরে ছড়াইয়া পড়িল, আর (আল্লার) ওয়াদা (পূরা) হওয়ারই ছিল। তৎপর আমি তোমাদের (সু)দিন ফিরাইলাম

"আক্‌ছা" শব্দের আভিধানিক অর্থ হইতেছে—বহুদূরবর্ত্তী। বায়তুল মোকাদ্দছকে "মছ্‌জেদ আক্‌ছা"এ জন্য বলা হইয়াছে যে, উহা মক্কা হইতে বহুদূরে অবস্থিত। কিম্বা এ জন্য বলা হইয়াছে যে, অন্যান্য সাধারণ মছজেদ অপেক্ষা বায়তুল মোকাদ্দছ আল্লার মনোনয়নের দিক দিয়া শ্রেষ্ঠ।

الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَاَمْدَدْنٰكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَجَعَلْنٰكُمْ

কার্‌রাতা আলায়্‌হিম্‌ অআম্‌দাদ্‌না-কুম্‌ বেআম্‌ওয়া-লেঙ্‌ অবানীনা অজ্বাআল্‌নাকুম্‌

(তোমাদিগকে) শত্রুর উপর (বিজয়ী করতঃ) আর আমি সাহার্য্য করিলাম তোমাদিগকে মাল দ্বারা ও পুত্র সন্তান দ্বারা আর আমি বানাইয়া দিলাম তোমাদিগকে

اَكْثَرَ نَفِيْرًا ۝ اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ ۗ وَاِنْ اَسَاْتُمْ

আক্‌ছারা নাফীরা- । ইন্‌ আহ্‌ছান্‌তুম্‌ আহ্‌ছান্‌তুম্‌ লেআন্‌ফোছেকুম্‌, অইন্‌ আছা'-তুম্‌

বিপুল সৈন্যবিশিষ্ট। যদি (সে সময়ে) তোমরা ভাল কাজ করিয়া থাক তবে নিজেদেরই ব্যক্তিগত উপকারের) জন্য ভাল কাজ করিয়াছ, আর যদি তোমরা মন্দ কাজ করিয়া থাক

فَلَهَا ۭ فَاِذَا جَاۗءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ لِيَسُوْۗءٗا وُجُوْهَكُمْ

ফালাহা-, ফাএজা- জ্বা-আ অ'-দোল্‌ আ-খেরাতে লেয়্যাছূ—য়ো ভোজ্বূহাকুম্‌

তবে তাহা নিজেদেরই জন্য, অতঃপর যখন দ্বিতীয়(কলহ) এর সময় আসিল তখন পুনরায় আমি নিজের অন্য বান্দাকে উঠাইয়া দাঁড় করি (৩) যাহাতে (তোমাদের এত মার মারে যে) তোমাদের মুখ বিকৃত করিয়া দেয় (আর তোমাদের আকৃতি অচেনা করিয়া দেয়)

وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوْهُ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّلِيُتَبِّرُوْا

অলেয়্যাদ্‌খোলোল্‌ মাছ্‌জ্বেদা কামা- দাখালূহো আওঅলা মার্‌রাতেঙ্‌ অলেইয়োতাব্‌বেরূ

আর যাহাতে প্রথমবার যদ্রূপ (বায়তুল মোকাদ্দছ) মছজেদে ঢুকিয়া ছিল অনুরূপ (এ বারও ফের) উহাতে ঢুকিয়া যায় আর ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তাহা মেছমার করিয়া দেয়

وقف لازم

مَا عَلَوْا تَتْبِيْرًا ۝ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يَّرْحَمَكُمْ ۚ وَاِنْ عُدْتُّمْ عُدْنَا ۘ

মা- আলাও তাৎবীরা- । আছা- রাব্বোকুম্‌ আই-য়্যার্‌হামাকুম্‌ অইন্‌ ওত্তুম্‌ ওদ্‌না-,

যাহার উপর শক্তি পায়। (এখনও) অসম্ভব নহে যে তোমাদের পালনকারী তোমাদের প্রতি রহম করেন, আর যদি তোমরা পুনর্ব্বার (পূর্ব্ববৎ) অবাধ্যতা কর (তাহা হইলে) আমিও পুনর্ব্বার (তাহাই) করিব (যাহা অগ্রে করিয়াছিলাম অর্থাৎ সাজা দিব),

---

وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ حَصِيْرًا ۝ اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ

অজ্বাআল্‌না- জ্বাহান্নামা লেল্‌-কা-ফেরীনা হাছীরা- । ইন্‌না হা-জাল্‌ ক্বোর্‌আ-না

আর আমি কাফেরদিগের জন্য জাহান্নামকে কারাগার করিয়া রাখিয়াছি। (৪) নিঃসন্দেহ এই কোরআন

---

(৩) "তখন পুনরায় আমি নিজের অন্য বান্দাকে উঠাইয়া দাঁড় করি" এ অর্থ গ্রহণের হেতু এই যে, ইহা ছাড়া না-ত পদের যোগ ঠিক বসে, আর না-ত মর্ম্ম বোধগম্য হয়।

(৪) য়িহুদী অপেক্ষা অবাধ্য সমাজ দুনিয়ায় বোধ হয় আর হয় নাই। ইহারা যেরূপ দুষ্ট ছিল, আল্লার পক্ষ হইতে ইহাদের অনুরূপ শাস্তি মিলিত। এমন একদিন• ছিল—যখন ইহারা এক

يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ

য়্যাহ্‌দী লেল্লাতী হেয়্যা আক্‌ওমো অইয়োবাশ্‌শেরোল্ মো'-মেনীনাল্লাজীনা।

(দীনের) সেই পথ প্রদর্শন করে যাহা খুবই সরল আর সুসংবাদ দান করে মো'মেনদিগকে যাহারা

يَعْمَلُونَ الصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۙ وَأَنَّ الَّذِينَ

য়্যা'-মালূনাছ্ছা-লেহা-তে আন্না লাহুম্ আজ্‌রান্ কাবীরাঙ্‌—অআন্নাল্লাজীনা।

সৎকাজ করে নিঃসন্দেহ তাহাদিগকে মহা পুরস্কার মিলিবে। আর (কোরআর লোকদিগকে ইহাও বুঝায় যে) যাহারা

لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

লা- ইয়ো'-মেনূনা বেল্-আ-খেরাতে আ'-তাদ্‌না- লাহুম্ আজা-বান্ আলীমা-। ৫ ৫/১/৭ রুকু

পরকালের বিশ্বাস রাখেনা তাহাদের জন্য আমি ব্যথাদায়ক শাস্তি তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছি।

وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ ۖ وَكَانَ الْإِنْسَانُ

অয়্যাদ্‌য়োল্ এন্‌ছা-নো বেশ্‌শার্‌রে দোআ—আহূ বেল্-খায়্‌র, অকা-নাল্ এন্‌ছা-নো

আর লোক (নিজেদের সম্বন্ধে) কল্যাণ-আশীর্ব্বাদের অনুরূপ (মনের কষ্টে কখনও) অকল্যাণের আশীর্ব্বাদও করিতে করিতে লাগিয়া যায়, (৫) আর মানুষ

বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিল, কিন্তু এক্ষণ সারা দুনিয়ার কুত্রাপিও এক ইঞ্চি পরিমাণ ভূ-ভাগেরও উপর ইহাদের আধিপত্য নাই। ইহারা যেখানেই অবস্থান করিতেছে, সেখানেই অবিশ্বাস, অপদস্থ এবং নিঃপীড়ন জীবন যাপন করিতেছে।

এ স্থলে য়িহুদীদিগকে কেবলমাত্র দুইটী ঘটনার কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রথম সম্ভবতঃ বখ্‌ত নছর-এর ঘটনা এবং দ্বিতীয় শাহে রূমের ঘটনা। এই উভয় বারে লক্ষ লক্ষ য়িহুদীকে কৎল্ করা হয় ও হয়কল শরীফ অর্থাৎ বায়তুল মোকাদ্দছকে জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। এই সমস্ত ঘটনার কথা "কোতোবোৎ তাওয়ারীখ" এবং "আহ্‌দে আতীক"-এ বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ রহিয়াছে। এস্থলে আল্লাহ্ য়িহুদীগণকে বুঝাইতেছেন যে, "এই শেষ নবীর সহিত পূর্ব্বেকার মত ব্যবহার করিও না, নচেৎ তদ্রূপই বিপদে জড়িত হইবে।" কিন্তু য়িহুদীগণ সেই পূর্ব্ববৎই দুষ্টামী করিয়াছিল এবং তৎফলে পূর্ব্বেরই ন্যায় শাস্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

(৫) নিজের সম্বন্ধে বদ দোআ করার দুইটী দিক হইতে পারে। প্রথম দিক এই যে, মানুষকে ত এল্‌ম গাএব প্রদত্ত হয় নাই। কাজেই বহু সময়ে লোক কোন এক বিষয়কে বুঝিবার ভুলে নিজের সম্বন্ধ ফলপ্রদ মনে করিয়া আল্লাহ্ সমীপে উহার প্রার্থী হইয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা তাহার পক্ষে ক্ষতিকর। যথা—কোন নিঃসন্তান ব্যক্তি সন্তানের জন্য আল্লাহ্ সমীপে প্রার্থনা করে এবং আল্লাহ্ তাহাকে সন্তান দেন। সেই সন্তান বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া এরূপ কুলকলঙ্ক হইয়া দাঁড়ায় যে, তাহার পূর্ব্বপুরুষগণের নাম-নিশান, মান-সম্ভ্রম ও ধন-সম্পদ সমস্তই নষ্ট করিয়া ফেলে। দ্বিতীয় দিক এই হইতেছে যে, হজরত রছূলে-করীম কাফেরগণকে আল্লার আজাবের ভয়প্রদর্শন করিতেন, আর কাফেরগণ রছূলে-করীমের কথা মিথ্যা জানিয়া আজাবের জন্য দ্রুততা প্রকাশ করিত। যথাঃ—অত্র বানী এছরাঈল ছুরার ১০ম রুকুতে উক্ত হইয়াছেঃ—

عَجُوْلًا ٥ وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ اٰيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا

অজূ লা-। অজ্বাআল্নাল্লায়্লা অন্নাহা-রা আ-য়্যাতায়্নে ফামাহাও্না—
খুবই দ্রুততাপ্রিয়। আর আমি করিয়াছি রাত্র ও দিবসকে (নিজ মহিমায়) দুই নিশানী অপিচ আমি ছায়া নিক্ষেপ করিয়াছি

اٰيَةَ الَّيْلِ وَجَعَلْنَآ اٰيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوْا

আ-য়্যাতাল্লায়্লে অজ্বাআল্না— আ-য়্যাতান্নাহা-রে মোব্ছেরাতাল্ লেতাব্তাগূ
রাত্রের নিশানীতে আর দিবসের নিশানীকে আমি উজ্জ্বল রং করিয়াছি যাহাতে তোমরা অন্বেষণ কর

فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ؕ وَكُلَّ شَيْءٍ

ফাদ্লাম্ মের্রাব্বেকুম অলেতা'-লামূ আদাদাছ্ছেনীনা অল্-হেছা-বা, অকোল্লা শায়্এন্
তোমাদের পালনকারীর অনুগ্রহ (অর্থাৎ নিজেদের জীবিকা) আর যাহাতে তোমরা জানিতে পার বৎসরগুলির গণনা ও হিসাব, আর সকল বিষয়

فَصَّلْنٰهُ تَفْصِيْلًا ٥ وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ طٰٓئِرَهٗ

ফাছ্ছাল্না-হো তাফ্ছীলা-। অকোল্লা এন্ছা-নেন্ আল্যাম্না-হো তা—এরাহু
আমি (কোরআনে) বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছি। আর আমি প্রত্যেক মানুষের কল্যাণ ও অকল্যাণকে তাহার সাথে অকাট্য করিয়া

"আর (হে নবি! মক্কার কাফেরগণ তোমাকে) বলিয়া থাকে যে, আমরা তো সেই পর্য্যন্ত তোমার প্রতি ঈমান আনার পাত্র নহি যে-পর্য্যন্ত না তুমি আমাদের জন্য মৃত্তিকা হইতে কোন প্রবাহিত ঝরণা বাহির কর, কিম্বা তোমার খেজুর ও আঙ্গুরের কোন বাগান থাকে আর সেই বাগানের মধ্যে মধ্যে তুমি (অনেকগুলি) প্রণালী প্রবাহমান দেখাও, কিম্বা যদ্রূপ তুমি বলিতেছ—আছমানের একাধিক খণ্ড আমাদের উপর আনিয়া ফেলিয়া দাও, কিম্বা খোদা ও ফেরেশ্তাগণকে (আমাদের সম্মুখে) আনিয়া দাঁড় করাও, অথবা (বাস করিবার জন্য) (তোমার কোন কারুকার্য্য বিশিষ্ট গৃহ হয়, কিম্বা তুমি আছমানে চড়িয়া যাও। আর কখনই আমরা তোমার (আছমানে) চড়ারও বিশ্বাস করিব না যে-পর্য্যন্ত না তুমি আমাদের প্রতি (আল্লার নিকট হইতে একটী) কেতাব নাজেল করিয়া আন।"

আর ছুরা আন্ফা-লের চতুর্থ রুকুতে উক্ত হইয়াছে ঃ—

"আর (হে নবী! সেই সময়ের কথা স্মরণ কর) যখন এই কাফেরগণ দোআ করিয়াছিল যে, হে আল্লাহ্ যদি এই(দীন-এছলাম)ই হক (দীন) হয় (আর) তোমার দিক হইতে (নাজেল হইয়া থাকে), তাহা হইলে আমাদের উপর আছমান হইতে তুমি পাথর বর্ষাও অথবা আমাদের প্রতি (অন্য কোন) ব্যথাদায়ক শাস্তি নাজেল কর"।

আর ছুরা ছোয়াদ-এর দ্বিতীয় রুকুতে উক্ত হইয়াছে ঃ—

"আর (কাফেরগণ ঠাট্টাভাবে) বলে, হে আমাদের প্রতিপালক (যাহা কিছু) আমাদের অদৃষ্টের (লিখিত রহিয়াছে তাহা) হিসাব-দিবসের (অর্থাৎ কেয়ামতের) অগ্রে আমাদিগকে সত্বর দিয়া দাও"।

এভাবের বহু আয়ত কোরআনে প্রায় প্রত্যেক পয়গাম্বরের আলোচ্য বিষয়ে রহিয়াছে।

فِىْ عُنُقِهٖ ؕ وَنُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَّلْقٰهُ

ফী ওনোক্বেহী, ওনোখ্‌রেজো লাহু য়্যাওমাল্ ক্বেয়্যা-মাতে কেতা-বাই য়্যাল্‌ক্বা-হো
তাহার গলায় হার বানাইয়া দিয়াছি (অর্থাৎ প্রত্যেকেরই ভাগ্য প্রত্যেকেরই সাথে জড়িত রহিয়াছে),
আর কেয়ামত-দিবসে আমি বাহির করিব তাহার জন্য (তাহার আমল-)নামা তাহার সম্মুখে
(আর) সে উহা নিজে

مَنْشُوْرًا ۝ اِقْرَاْ كِتٰبَكَ ؕ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ۝

মান্‌শূরা-। এক্‌রা- কেতা-বাকা, কাফা- বেনাফ্‌ছেকাল্ য়্যাওমা আলায়্‌কা হাছীবা-।
সুস্পষ্ট দেখিয়া লইবে। (আর আমি তখন তাহাকে বলিব যে এই) তোমার (আমল)নামা পাঠ কর,
থাকে নিজের নিকাশ গ্রহণের জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট।

مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ

মানেহ্‌তাদা- ফাইন্‌নামা- য়্যাহ্‌তাদী লেনাফ্‌ছেহী, অমান্ দল্লা ফাইন্‌নামা- য়্যাদেল্‌লো
যে ব্যক্তি সোজা পথে চলিল তবে সেই ব্যক্তি নিজেরই (ব্যক্তিগত উপকারের) জন্য সোজা পথে চলিয়া
থাকে, আর যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট হইল তবে তাহার পথভ্রষ্ট হওয়ার কুফল

عَلَيْهَا ؕ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ؕ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ

আলায়্‌হা-, অলা- তাজেরো ওয়া--যেরাতোঙ্ ভেয্‌রা, ওখ্‌রা অমা- কোন্‌না- মোআজ্জেবীনা
তাহাকেই ভোগ করিতে হইবে, আর (গোনার) বোঝা নিজের উপর লইবে না কেহই (অন্য) কাহারও,
আর আমি (কাহাকেও তাহার গোনাহের) শাস্তি দান করি না

حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا ۝ وَاِذَآ اَرَدْنَآ اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا

হাৎতা- নাব্‌আছা রাছূলা-। অএজা—আরাদ্‌না— আন্‌নোহ্‌লেকা কার্‌য়্যাতান্ আমার্‌না
যে পর্য্যন্ত আমি রছুল পাঠাইয়া (হুজ্জৎ সমাপ্ত করিয়া) না লই। আর যখন কোন গ্রাম ধ্বংস করার
আমার ইচ্ছা জাগে আমি নির্দ্দেশ দান করি (তখন)

مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنٰهَا

মোৎরাফী-হা- ফাফাছাক্ব ফী-হা- ফাহাক্‌ক্বা আলায়হাল্ ক্বাওলো ফাদাম্মার্‌না-হা-
তাহার অবস্থাপন্ন লোকদিগকে (কোনও কিছুর) তখন তাহারা তাহাতে অবাধ্যতা করিতে থাকে তখন
উপযোগী হইয়া পড়ে সেই গ্রাম (শাস্তি-) নির্দ্দেশের অনন্তর আমি সেই গ্রামকে (অর্থাৎ সেই
গ্রামবাসীকে) মারিয়া

تَدْمِيْرًا ۝ وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ بَعْدِ نُوْحٍ ؕ وَكَفٰى

তাদ্‌মীরা-। অকাম্ আহ্‌লাক্‌না- মের্নাল্ কোরূনে মেম্ বা'-দে নূহ্, অকাফা-
ধ্বংস করিয়া দিই। (৬) আর আমি কত কত ওম্মতকে নিপাত করিয়াছি নূহের পরে, আর
(হে নবি!) যথেষ্ট

(৬) হয় তো ইহাই মর্ম্ম যাহা অনুবাদে প্রকাশ পাইতেছে যে, আল্লাহ্ এক নির্দ্দেশ দান করিয়াছেন আর সকলের অগ্রে ধনী লোকেরাই সেই নির্দ্দেশ ভঙ্গ করিতেছে। অর্থাৎ আল্লার অবাধ্যতা স্বচ্ছন্দ

بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۝ مَنْ كَانَ يُرِيدُ

বেরাব্বেকা বেজোনূবে এবা-দেহী খাবীরাম্ বাছীরান্ বাছীরা-। মান্ কা-না ইয়োরীদোল্

তোমার পালনকারী নিজের বান্দাগনের গোনাহ্ জানিতে (ও) দেখিতে। যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে

الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ

আ-জ্বেলাতা আজ্‌জ্বাল্‌না- লাহূ ফী-হা মা- নাশা—য়ো লেমান্ লেমান্ নোরীদো ছোম্মা

ছুনিয়ার শীঘ্রই দিয়া দিই আমি তাহাকে উহা (অর্থাৎ ছুনিয়া)তেই যাহা আমি ইচ্ছা করি (আর) যাহাকে আমি ইচ্ছা করি (কিন্তু) তৎপর

جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ۝ وَمَنْ أَرَادَ

জ্বা-আল্‌না- লাহূ জ্বাহান্নামা, য়্যাছ্‌লা-হা- মাজ্‌মূমাম্ মাদ্‌হূরা-।° অমান্ আরা-দাল্

আমি তাহার জন্য দোজখ ধার্য্য করি, উহাতে প্রবেশ করিবে সেই ব্যক্তি দুর্দ্দশাগ্রস্ত (এবং আল্লার দরগাহ্ হইতে) বিতাড়িত অবস্থায়। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছা রাখে

الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ

আ-খেরাতা অছাআ- লাহা- ছা'-য়্যাহা- অহোওয়া মো'-মেনোন্ ফাউলা—একা কা-না

পরকালের আর পরকালের জন্য যদ্রূপ চেষ্টার প্রয়োজন তদ্রূপ চেষ্টাও করে অথচ সেই ব্যক্তি মো'মেনও হয় তবে এই (শ্রেণীর) লোকই

سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ۝ كُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ

ছা'-য়্যোহুম্ মাশ্‌কুরা-। কোল্লান্ নোমেদ্দো হা—উলা—এ অহা—উলা—এ মেন্

যাহাদের চেষ্টা (আল্লার নিকটে) সমানযোগ্য। (হে নবি!) আমি সাহায্য দান করি সেই (ছুনিয়ার অন্বেষী) আর এই (পরকালের অন্বেষী) সকলকেই

عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ۝ انْظُرْ كَيْفَ

আতা—এ রাব্বেকা, অমা- কা-না আতা—য়ো রাব্বেকা মাহ্‌জূরা-। ওন্‌জোর্ কায়্‌ফা

তোমার পালনকারীর (অর্থাৎ আমার নিজের) করুণা হইতে, আর (হে নবী!) তোমার পালনকারীর (অর্থাৎ আমার সাধারণ:) করুনা (কাহারও প্রতি) বন্ধ নাই।। (হে নবি!) দৃষ্টি সঞ্চালন কর তো কি ভাবে

অবস্থার লোকদিগেরই দ্বারা শুরু হয়! তৎপর ধনী দরীদ্র নির্ব্বিশেষে সকলেই অবাধ্যতার শাস্তিতে জড়িত হয়। আর প্রকৃত প্রস্তাবে এইরূপই দৃষ্টিগোচর ও হইয়া থাকে যে, প্রায়ই ধনীলোকেরা বেশীর ভাগ বদ চাল-চলনে ঢলিয়া পড়ে, অথবা যেহেতু আল্লাহ্ বান্দার এবং তাহার কার্য্যাবলীর কর্ত্তা, অর্থাৎ বান্দা ভাল মন্দ যাহা কিছুই করিয়া থাকে, আল্লাহ্-ই তাহাকে তাহা করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন, তজ্জন্যই আল্লাহ্ ফর্ম্মিয়া চুকিয়াছেন যে, আমি ধনীদিগকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকি আর তাহারা অবাধ্যতা করিয়া বসে। কাজেই ইহা, ان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء "আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট আর যাহাকে ইচ্ছা পথপ্রদর্শন করেন"-এর মতই কথা দাঁড়াইল।

فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ وَلَلْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجٰتٍ

ফাদ্দাল্না- বা'দা হুম্ আলা- বা'-দ্, অলাল্ আ-খেরাতো আক্বারো দারাজা-তেঙ্

আমি শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছি (দুনিয়ায়) কাহাকেও কাহাকেও কাহারও কাহারও উপর, আর নিশ্চয়ই পরকালের দর্জা অতি মহান

وَّاَكْبَرُ تَفْضِيْلًا ○ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ

অআক্বারো তাফ্‌দীলা-। লা- তাজ্‌আল্ মাআল্লা-হে এলা-হান্ আ-খারা

আর (সে-দিনের) পদ-মর্য্যাদা(ও) অতি মহান। (৭) (হে নবি!) তুমি আল্লার সাথে অন্য কোন মা'বূদ স্থির করিও না

فَتَقْعُدَ مَذْمُوْمًا مَّخْذُوْلًا ع وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ

ফাতাক্‌ওদা মাজ্মূমাম্ মাখজূলা-। ৪ অকাদা- রাব্বোকা আল্লা- তা'-বোদূ— ইল্লা— ৪ ২ ২ রুকু

নচেৎ তুমি এরূপ (দুরবস্থায়) রহিয়া যাইবে যে (আল্লাহ্ ফেরেশ্‌তা ও মো'মেনগণ) সকলেই তোমাকে ঘৃণা করিবে (আর তোমাকে একা নিরাশ্রয়) ছাড়িয়া বসিবে) আর (হে নবি!) তোমার পালনকারী হুকুম করিয়াছেন যে (হে লোক সকল) তোমরা কাহারও এবাদত করিওনা কিন্তু

اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ؕ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ

য়ীয়্যা-হো অবেল্ ওয়া-লেদায়্নে এহ্‌ছা-নান্, এম্মা- য়্যাব্‌লোগান্না এন্দাকাল্ কেবারা

কেবল তাঁহারই আর মাতা-পিতার সহিত উত্তম ব্যবহার করিবে, যদি তোমার সম্মুখে বার্দ্ধকে পৌছিয়া যায়

اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا

আহাদো হোমা- আও্ কেলা-হোমা- ফালা- তাক্বোল্ লাহোমা- ওফ্‌ফেঙ্ অলা-

উভয়ের একজন কিম্বা উভয়েই তবে উহাদের উদ্দেশে উহ্ শব্দটুকু বলিবেনা আর না

تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ○ وَاخْفِضْ لَهُمَا

তান্‌বার্ হোমা- অক্বোল্ লাহোমা- ক্বাওলান্ কারীমা-। অখ্‌ফেদ্ লাহোমা-

উহাদিগকে ধমক দিবে আর উহাদের সাথে কথা বলিবে আ দবের সাথে। আর নত করিয়া রাখিবে উহাদের সম্মুখে

جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ

জানা-হাজ্‌জোল্লে মেনার্ রাহ্‌মাতে অক্বোর্ রাব্বের্‌হাম্ হোমা- কামা- রাব্বায়্যা-নী

নম্রতার মস্তক ভালবাসার সহিত আর (উহাদের সম্বন্ধে) দোয়া করিবে যে হে আমাদের পালনকরী ইঁহাদের প্রতি (নিজের) তদ্রূপ রহম প্রদর্শন করুন যদ্রূপ ইঁহারা আমাকে পালন করিয়া আসিতেছেন

(৭) অর্থাৎ পার্থিব সম্মান-পরকালের সম্মান-সম্ভ্রমের মোকাবেলায় কিছুই মূল্য রাখে না। আর এ-অর্থও হইতে পারে যে, দুনিয়ায় যদ্রূপ লোকদিগের অবস্থা ভিন্ন প্রকারের, পরকালে ইহা অপেক্ষাও অবস্থার বিভিন্নতা দাঁড়াইবে।

صَغِيْرًا ۞ رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِيْ نُفُوْسِكُمْ ط اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ

ছাগীরা-। রাব্বোকুম আ'-লামো বেমা- ফী নোফূছেকুম্, ইন্ তাকূনূ ছা-লেহীনা

শিশুকাল হইতে। (হে লোক সকল!) তোমাদের মনের কথা তোমাদের পালনকারী বিশেষরূপ জানেন, যদি তোমরা (প্রকৃতপক্ষে) পুণ্যবান হও (আর তোমাদের দ্বারা মাতা-পিতার সম্বন্ধে ভুলক্রমে কোন দোষ ঘটিয়া থাকে)

فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا ۞ وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ

ফাইন্নাহূ কা-না লেল্-আও্ওয়া-বীনা গাফূরা-। অআ-তে জাল্-কোর্‌বা' হাক্‌কাহূ

তবে (তিনি তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন, কারণ) তিনি তওবাকারীগণের (দোষ) ক্ষমাকারী। আর তুমি পৌঁছাইতে থাকিবে নিকট-সম্পর্কীয় ব্যক্তিকে তাহার প্রাপ্য

وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ۞ اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ

অল্-মেছ্‌কীনা অব্‌নাছ্‌ছাবীলে অলা- তোবাজ্জের্ তাব্‌জীরা-। ইন্নাল্ নোবাজ্জেরীনা

এবং মিছ্‌কীন ও মোছাফেরকে আর তুমি (ধনকে) অযথা উড়াইও না। কারণ (ধনের) অযথা ব্যয়কারীগণ

كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ط وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ۞

কা-নূ— এখ্‌ওয়া-নাশ্‌শায়্যা-তীনে, অকা-নাশ্‌শায়্‌তা-নো লেরাব্বেহী কাফূরা-।

শয়তানগণের ভ্রাতা। আর শয়তান নিজের পালনকারীর ঘোরতর অকৃতজ্ঞ। (৮)

وَاِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ تَرْجُوْهَا

অএম্মা- তো'-রেদান্না আন্‌হোমোব্‌তেগা—আ রাহ্‌মাতেম্ মের্‌রাব্বেকা তার্‌জূহা-

আর যদি তোমার নিজের পালনকারীর দয়ার প্রতীক্ষায় যাহার তোমার আশা থাকে (নাচারীক্রমে) উহা(অর্থাৎ ঐ গরীব)দের হইতে মুখ মুড়িতে হয়

فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُوْرًا ۞ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى

ফাকোল্ লাহুম্ ক্বাও্লাম্ মায়্‌ছূরা-। অলা- তাজ্‌আল্ য়্যাদাকা মাগ্‌লূলাতান্ এলা-

তবে শান্তভাবে উহাদিগকে বুঝাইয়া (বিদায়) দিবে। (৯) আর তুমি নিজের হাত না-ত এতটা সঙ্কুচিত কর যে (যেন)

(৮) ইব্‌লীছ (শয়তান) ফেরেশ্‌তাগণের দলে ছিল; কিন্তু সে এ-নেয়ামতের কদর না জানিয়া আল্লার না-ফর্মানী করিল। ঠিক অনুরূপই ধন-সম্পদও আল্লার নেয়ামত, অতএব যে ব্যক্তি উহা অযথা ব্যয় করিল, সেই ব্যক্তি উহার কদর করিল না। কাজেই সে নেয়ামতের কদর না জানাতে শয়তানের ভ্রাতা হইল। আর যখনই ধন অযথা ব্যয় করা হয়, তখনই প্রায়শই শয়তানী প্ররোচনায় এবং শরিয়ত-বিরুদ্ধ অনুষ্ঠানেই ব্যয়িত হইয়া থাকে। কাজেই এ-দিক দিয়াও ধনের অযথা ব্যয়কারী শয়তানের ভ্রাতা গণ্য হইতেছে।

৯৫ (৯) প্রায়ই এরূপ দেখা যায় যে, আবশ্যক সময়ে লোকের কাছে টাকা পয়সা থাকে না আর কোথা হইতেও কিছু আসিবার আশা থাকে অথচ তাহা আসিতে বিলম্ব থাকে, আর লোক নিজের দরকারের

مُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا ○

ওনোকেকা অলা- তাব্‌ছোৎহা- কোল্লাল্ বাছ্‌তে ফাতাক্‌ওদা মালুমাম্ মাহ্‌ছুরা-।

নিজের গরদানে বাঁধিয়াছ আর না-ত উহাকে সম্পূর্ণ লম্বা করিয়া দাও (যদি এরূপ কর) তাহা হইলে তুমি এরূপ বসিয়া থাকিয়া যাইবে যে লোকে তোমাকে ভৎর্সনাও করিবে (আর তুমি) অনুতপ্তও হইবে। (১০)

اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ط اِنَّهٗ

ইন্‌না রাব্বাকা য়্যাব্‌ছোতোর্ রেয্‌কা লেমাই-য়্যাশা—য়ো অয়্যাক্‌দেরো, ইন্‌নাহু

(হে নবি!) তোমার পালনকারী যাহার ইচ্ছা রুজী স্বচ্ছল করেন আর (যাহার ইচ্ছা রুজী) বন্ধ করেন, নিশ্চয় তিনি

كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًا ۢ بَصِيْرًا ع وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ

কা-না বেএবা-দেহী খাবীরাম্ বাছীরা- ৫ অলা তাক্‌তোলু— আও্‌লা-দাকুম্

নিজের বান্দাগণ(-এর অবস্থা) সম্বন্ধে অবহিত (আর তাহাদের আবশ্যকগুলির) দর্শনকারী। আর (হে লোক সকল!) তোমরা বধ করিও না তোমাদের সন্তানগণকে

৫
৩
৩
রুকু

خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ط نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ ط اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ

খাশ্‌য়্যাতা এম্‌লা-ক্, নাহ্‌নো নার্‌যোকোহুম্ অয়ীয়্যা-কুম্, ইন্‌না ক্বাৎলাহুম্ কা-না

দরিদ্রতার ভয়ে, আমিই আহার দিয়া থাকি তাহাদিগকে ও তোমাদিগকে, সন্তানগণকে জীবনে বধ করা অতি

خِطْئًا كَبِيْرًا ○ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ط وَسَآءَ

খেৎআন্ কাবীরা-। অলা- তাক্‌রাবোয্‌যেনা— ইন্‌নাহু কা-না ফা-হেশাহ্, অছা—আ

বড় গোনাহ্। আর তোমারা ব্যভিচারের নিকটবর্ত্তী হইও না কারণ উহা হইতেছে নির্লজ্জতা, এবং (খুবই খারাব)

سَبِيْلًا ○ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ط

ছাবীলা-। অলা- তাক্‌তোলোন্ নাফ্‌ছাল্‌লাতী হার্‌রামাল্‌লা-হো ইল্‌লা- বেল্-হাক্‌কে,

চলন। আর তোমরা বধ করিও না (সেই) জীবনকে যাহা আল্লাহ্ হারাম করিয়া দিয়াছেন কিন্তু হকের সহিত,

আগে অযথা তাকাদা করিতে থাকে। তজ্জন্যই আল্লাহ্ ফর্মাইতেছেন, এরূপ অবস্থায় তোমরা লোকের মন ভাঙ্গাভাঙ্গি করিও না, বরং সরলতার সহিত বুঝাইয়া দিবে।

(১০) অত্র আয়তে মধ্যম চলনের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। অর্থাৎ মানুষ সৎকাজে না-ত এতটা কৃপণ সাজে যে, হস্ত মুষ্টিবদ্ধই রাখিয়া দেয়, আর না-ত ডান-হস্ত এতটা প্রসারিত করে, যৎফলে নিজেকে কষ্টের সম্মুখীন হইতে হয়, এবং লোক উল্টা ভৎর্সনা করে ও তদ্রূপ দানকে "অযথা ব্যয়" বলিয়া অভিমত প্রকাশ করে।

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطٰنًا فَلَا

অমান্ কোতেলা মাজ্লুমান্ ফাকাদ্ জ্বাআল্না- লেঅলীয়্যেহী ছোল্‌তা-নান্ ফালা-

আর যে ব্যক্তি নিহত হইবে জুলুমের দ্বারা তাহা হইলে আমি তাহার অভিভাবককে অধিকার দিয়াছি (নিহতকারীর কেছাছ লওয়ার) অতএব (অভিভাবক) বাড়াবাড়ি

يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوْرًا ۝ وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ

ইয়োছ্‌রেফ্ ফেল্-কাৎলে, ইন্নাহু কা-না মান্‌ছুরা-। অলা-তাক্‌রাবূ মা-লাল্

না করে খুন-এর (প্রতিশোধ লওয়ার) বিষয়ে কারণ, উহা (অর্থাৎ ওয়াজেবী প্রতিশোধ লওয়ার মধ্যেও) তাহার জিত। (১১) আর তোমরা নিকটবর্ত্তী হইওনা এতীমের

الْيَتِيْمِ إِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ أَشُدَّهٗ ۖ وَأَوْفُوْا

য়্যাতীমে ইল্লা- বেল্লাতী হেয়্যা আহ্‌ছানো হাৎতা- য়্যাব্‌লোগা আশোদ্দাহু, অআওফূ

মালের কিন্তু এ-সংকল্পে যে (এতীমের প্রতি) উপকার হয় এ পর্য্যন্ত যে এতীম তাহার সাবালকত্বে পৌছায়, আর তোমরা পূর্ণ করিবে

بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا ۝ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا

বেল্-আহ্‌দে, ইন্নাল্ আহ্‌দা কা-না মাছ্‌উলা-। অআওফোল্ কায়্‌লা এজা-

চুক্তিকে, কারণ (কেয়ামত-দিবসে) চুক্তি সম্বন্ধে (তোমাদিগকে) জিজ্ঞাসা করা যাইবে। আর তোমরা ভর্ত্তি করিয়া দিবে মাপ-পাত্রকে যখন

كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّأَحْسَنُ

কেল্‌তুন্ অযেনূ বেল্-কেছ্‌তা-ছেল্ মোছ্‌তাকীমে, জা-লেকা খায়্‌রোঙ অআহ্‌ছানো

তোমরা (কোন কিছু) মাপিবে আর (ওজন করিয়া যদি দিতে হয় তবে) দাঁড়ী সোজা করিয়া ওজন করিবে, ইহা উত্তম (পন্থা) আর উত্তম

تَأْوِيْلًا ۝ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۗ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ

তা'-ভীলা-। অলা- তাক্‌ফো মা- লায়্‌ছা লাকা বেহী এল্‌ম্, ইন্নাছ্‌ছাম্‌আ অল্-বাছারা

(ইহার) পরিণামও। আর তুমি পশ্চাতে লাগিও না (তাহার) যে বিষয়ের তোমার জ্ঞান নাই, নিশ্চয়ই কান ও চোখ

(১১) এ-স্থলের মর্ম্ম এই যে, যথাঃ—এক ব্যক্তি এক ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে বধ করিল। কাজেই নিহত ব্যক্তির পক্ষ দুর্ব্বল ছিল বুঝিতে হইবে; নচেৎ সেই ব্যক্তি মারা-ই বা যাইবে কেন। এক্ষণ প্রতিশোধ গ্রহণের সময় আসিল, অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির পক্ষকে আল্লাহ্ ক্ষমতাবান করিলেন। আর প্রতিশোধ (কেছাছ) গ্রহণের নিয়ম প্রবর্ত্তন করাতে আল্লার সাহায্যের জন্য ত নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদিগের ওয়াজেবী প্রতিশোধের প্রতি ছবর করা উচিত। তাহারা যেন ইহা বুঝে যে, ওয়াজেবী প্রতিশোধ তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট নহে।

وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ۝ وَلَا تَمْشِ

অল্-ফোআ-দা কুল্লো উলা—একা কা-না আন্‌হো মাছ্‌উলা-। অলা- তাম্‌শে

ও অন্তঃকরণ এ-সমুদয় হইতে (কেয়ামত-দিবসে) জিজ্ঞাসা করা হইয়া থাকে। (১২) আর চলিও না

فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ

ফেল্-আর্‌দে মারাহান্, ইন্নাকা লান্ তাখ্‌রেকাল্ আর্‌দা অলান্ তাব্‌লোগাল্

ভূলোকে গর্ব্বভরে, কারণ (এই গর্ব্বভরের চলাতে) তুমিত মাটিকে ফাড়িয়া ফেলিতে পারিবে না আর পৌঁছিতে পারিবে না

الْجِبَالَ طُولًا ۝ كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ۝ ذَٰلِكَ

জেবা-লা তূলা- কুল্লো জা-লেকা কা-না ছায়্যেওহু এন্দা রাব্বেকা মাক্‌রুহা-। জা-লেকা

পাহাড়ের দৈর্ঘ পর্য্যন্ত। (হে নবি!) এই সকলের যাহা যাহা খারাব সমস্তই ত তোমার পালনকারীর নিকটে না-পছন্দ। (আর হে নবি!) ইহা(ও)

مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ۗ وَلَا تَجْعَلْ

মেম্মা— আওহা— এলায়কা রাব্বোকা মেনাল্ হেক্‌মাতে, অলা- তাজ্‌আল্

সেই জ্ঞানের কথারই মধ্যেকার যাহা অহী করিয়াছেন তোমার দিকে তোমার পালনকারী, আর তুমি স্থির করিও না

مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا ۝

মাআল্লা-হে এলা-হান্ আ-খারা ফাতোল্‌কা- ফী জাহান্নামা মালুমাম্ মাদ্‌হুরা-।

আল্লার সাথে অন্য কোন মা'বুদ নচেৎ তোমাকে দোষী (ও দরগাহে বিতাড়িত) বানাইয়া জাহান্নামে অবনমিত করিয়া দেওয়া হইবে।

أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ

আফাআছ্‌ফা-কুম্ রাব্বোকুম্ বেল্-বানীনা অত্তাখাজা মেনাল্ মালা—একাতে

(-হে মোশ্‌রেকগণ!) তোমাদের পালনকারী কি তোমাদিগকে পুত্রগণেরই জন্য খাছ করিয়াছেন আর (আল্লাহ্) নিজে গ্রহণ করেন ফেরেশ্‌তাকে

(১২) মানবীয় শিক্ষাজ্ঞানের সহায়ক হইতেছে—বাহ্যিক ও গোপন বোধ। আর ইহারই দ্বারায় মানুষের কোনও বিষয়ের বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে। কিন্তু ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত লোকেরা এ-নীতির ধার মোটেই ধারে না, তাহারা নিজেদের শয়তানী খেয়ালই চালনা করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, মৃত্যুর পরে মানুষের সম্মুখে যে যে অবস্থা দেখা দিবে, তৎসম্পর্কে মোশরেক ও অন্যান্য মোনকেরগণ মানব-জ্ঞানের সীমা অতিক্রম করতঃ সেই সেই বিষয়ে নিজেদের চিন্তাকে দৌড় করাইয়া থাকে, যাহা তাহাদের চিন্তার বহির্ভূত। অত্রস্থ আয়তে এই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে যে, মানুষ যেন মানব-জ্ঞানের সীমা অতিক্রমের চেষ্টা না করে—প্যাচকোঁচের কথায় আস্থা না রাখে, অর্থাৎ শরা-শরিয়তের পা-বন্দ থাকে।

৫
৪/৪ রুকু

إِنَاثًا ط إِنَّكُمْ لَتَقُوْلُوْنَ قَوْلًا عَظِيْمًا ٤ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا

এনা-ছান্, ইন্নাকুম্ লাতাকূলূনা কাও্লান্ আজীমা-। ৫ অলাক্বাদ্ ছার্রাফ্না-

কন্যা, (ইহা) তোমরা তো খুব(ই) কঠিন কথা বলিতেছ। আর আমি (লোকদিগকে) নানাপ্রকারে বুঝাইয়াছি

فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِيَذَّكَّرُوْا ط وَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلَّا نُفُوْرًا ○ قُلْ

ফী হা-জাল্ কোর্-আনে লেয়্যাজ্জাক্কারূ, অমা- য়্যাযীদো হুম্ ইল্লা- নোফূরা-। কোল্

এই কোরআনে যাহাতে উহারা বুঝে, কিন্তু ইহা (অর্থাৎ কোরআন) হইতে উহাদের ঘৃণা-ই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। (হে নবি ! ইহাদিগকে) বল যে

لَّوْ كَانَ مَعَهٗٓ اٰلِهَةٌ كَمَا يَقُوْلُوْنَ اِذًا لَّابْتَغَوْا اِلٰى

লাও্ কা-না মাআহূ— আ-লেহাতোন্ কামা- য়্যাকূলূনা এজাল্ লা-ব্তাগাও্ এলা-

যদি আল্লার সহিত (অন্য) মা'বুদ(ও) হইত যদ্রূপ (ইহারা) বলিতেছে তবে তদবস্থায় সেই সকল মা'বুদ (কত আগে)

ذِى الْعَرْشِ سَبِيْلًا ○ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَقُوْلُوْنَ عُلُوًّا

জেল্-আর্শে ছাবীলা-। ছোব্হা-নাহূ অতাআ-লা- আম্মা- য়্যাকূলূনা ওলূওয়ান্

আরশের মালিক (অর্থাৎ আল্লাহ্) পর্য্যন্ত (পৌছানোর) পথ খুঁজিয়া বাহির করিত। (১৩) যদ্রূপ (যদ্রূপ খারাব) কথা ইহারা (আল্লার সম্বন্ধে) বলিয়া থাকে তাহা হইতে তিনি পবিত্র

كَبِيْرًا ○ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ

কাবীরা- তোছাব্বেহা লাহোছ্ছামা-ওয়া-তোছ্ছাব্য়ো অল্-আর্দো অমান্

এবং বহু উর্দ্ধে। তাঁহার তছ্বীহ্ তে লাগিয়া আছে সাত আছমান ও জমীন আর যাহা (অর্থাৎ যে সকল ফেরেশ্তা ও যে সকল মানুষ)

فِيْهِنَّ ط وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ

ফী-হেন্না, অইন্ মেন্ শায়্এন্ ইল্লা- ইয়োছাব্বেহো বেহাম্দেহী অলা-কেঁল্

আছ্মানে ও জমীনে রহিয়াছে, আর যত কিছু রহিয়াছে সমস্তই তাঁহার হাম্দের সাথে তাঁহার তছ্বীহ পড়িতেছে কিন্তু

(১৩) মর্ম্ম হইতেছে এই যে, একদেশে যদ্রূপ দুইটী রাজার থাকা বা হওয়া সম্ভব নহে, তদ্রূপ এক দুনিয়ায় দুই খোদার থাকা বা হওয়াও সম্ভব নহে। উহাতে উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ সুনিশ্চিত। খোদা একের অধিক হইলে, কবে লড়ানড়ি করিয়া মরিয়া যাইত। পক্ষান্তরে ঝুটা মা'বুদগণ যদি কিছু ক্ষমতা রাখিত, তবে তাহারা সর্ব্বশক্তিমান প্রকৃত আল্লাকে আক্রমণ করিয়া বসিত।

لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ۝ وَاِذَا قَرَاْتَ

লা- তাফ্কাহুনা তাছ্বীহাহুম্, ইন্নাহু কা-না হালীমান্ গাফুরা-। অএজা- কারা'তাল্
তোমরা তাহাদের তছ্বীহ্কে বুঝনা, (১৪) নিঃসন্দেহ তিনি অতি ধৈর্য্যশালী (এবং) মহা ক্ষমাকারী। আর (হে নবি!) যখন তুমি পড়িতে থাক

الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ

কোর্-আনা জ্বাআল্না- বায়্নাকা অবায়্নাল্লাজীনা লা- ইয়্যো'মেনূনা বেল্-আ-খেরাতে
কোরআন তখন আমি তোমার মধ্যে ও তাহাদের মধ্যে যাহাদের পরকালে বিশ্বাস নাই

حِجَابًا مَّسْتُوْرًا ۙ وَّجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ

হেজ্বা-বাম্ মাছ্তূরা-। অজ্বাআল্না- আলা- ক্বোলূবেহীম্ অকেন্নাতান্ আই-য়্যাফ্কাহুহো
একটী গাড় পর্দ্দা (করিয়া) দিই যাহাতে উহারা হকপথ দেখিতে পায়। আর আমি উহাদের অন্তঃকরণের উপর চাদর নিক্ষেপ করি যাহাতে উহারা কোরআন না বুঝিতে পারে

وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ؕ وَاِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِى الْقُرْاٰنِ

অফী— আ-জা-নেহিম্ অক্‌রান্, অএজা জাকার্‌তা রাব্বাকা ফেল্-কোর্‌আ-নে
আর উহাদের কানে (একপ্রকার) বোঝা (তৈয়ারী করিয়া দিই যাহাতে শুনিতে না পায়), আর যখন তুমি জেকের কর কোরআনের মধ্যে তোমার পালনকারী

وَحْدَهٗ وَلَّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِهِمْ نُفُوْرًا ۝ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا

অহ্‌দাহু অল্লাও আলা— আদ্‌বা-রে হিম্ নোফূরা-। নাহ্‌নো আ'-লামো বেমা
অদ্বিতীয়ের তখন নিজেদের পিঠ ফিরিয়া পালাইয়া যায় (কাফেরগণ) ঘৃণাভরে। আমার খুবই জানা আছে যে নিয়তে

يَسْتَمِعُوْنَ بِهٖٓ اِذْ يَسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ وَاِذْ هُمْ نَجْوٰٓى

য়্যাছ্‌তামেউনা বেহী— এজ্ য়্যাছ্‌তামেউনা এলায়্কা অএজ্ হুম্ নাজ্‌ওয়া—
ইহার শ্রবণ করে ইহা যখন ইহারা তোমার দিকে কান লাগাইয়া থাকে আর যখন ছেরকশী অবস্থায়

اِذْ يَقُوْلُ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا ۝ اُنْظُرْ

এজ্ য়্যাকূলোজ্জা-লেমূনা ইন্ তাত্তাবেউনা ইল্লা- রাজ্বোলাম্ মাছ্‌হূরা-। ওন্‌জোর্
(এই) জালেমেরা (একে অন্যের সহিত) থাকে যে তোমরা তো (এমন) এক (পাগল) লোকের পিছনে পড়িয়া আছ যাহার প্রতি কেহ যাদু করিয়াছে। (হে নবি!) দেখ ত

(১৪) মর্ম্ম হইতেছে এই যে, দুনিয়াতে যত সৃষ্ট রহিয়াছে, তাহারা তাহাদের সৃজনকারীর বিদ্যমান থাকার সাক্ষী। আর সৃষ্টি সমূহের বিদ্যমানতা সম্বন্ধে জ্ঞানে ইহাই বলে যে, সেগুলি আপনা-আপনি মওজুদ হইতে পারে নাই, বরং কেহ তাহাদিগকে সৃজন করিয়াছেন। আর যিনি সৃজন করিয়াছেন, তিনিই অদ্বিতীয় খোদা।

ع ৫ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ○ وَقَالُوا

কায়্ফা দারাব্ লাকাল্ আম্ছা-লা ফাদাল্লূ ফালা- য়্যাছ্তাতীউনা ছাবীলা-। অক্বা-লূ—

কিরূপ কিরূপ কথা বানাইতেছে তোমার সম্বন্ধে অপিচ (এই সকল কথারই জন্য) ইহারা পথভ্রষ্ট হইয়াছে আর এক্ষণ (হক) পথ পাইতে পারে না। আর বলিয়া থাকে

ءَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا ءَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ○

আএজা- কোন্না- এজা-মাঙ্ অরোফা-তান্ আএন্না- লামাব্উছূনা খাল্কান্ জাদীদা-।

যখন কি (মৃত্যু পরে পচিয়া-সড়িয়া) আমরা হাড় ও গলিত হইয়া যাইব তদ্রূপ অবস্থায়ও কি আমাদিগকে (কেয়ামত-দিবসে)) নূতন করিয়া সৃজন করতঃ উঠাইয়া দাঁড় করানো হইবে।

قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ۙ أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ

কোল্ কূনূ হেজ্বা-রাতান্ আওহাদীদান্,— আও্ খাল্কাম্ মেম্মা- য়্যাক্বোরো

(হে নবি!) তুমি (ইহাদিগকে) বল যে তোমরা (মৃত্যুর পরে) প্রস্তর কিম্বা লৌহ,—অথবা (অন্য) কোনও কিছু হইয়া যাও যাহা গুরু (কঠিন বোধ) হয়

فِي صُدُورِكُمْ ۚ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا ۖ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ

ফী ছোদূরেকুম্, ফাছায়্যাকূলূনা মাই-ইয়োয়ীদোনা-, কোলেল্লাজী ফাতারাকুম্

তোমাদের খেয়ালে (আর তাহার জীবিত হওয়া তোমাদের কাছে অসম্ভব বোধ হয় তত্রাচও তোমরা জীবিত হইয়া উঠিবে), অপিচ (হে নবি! ইহারা তোমাকে) জিজ্ঞাসা করিবে যে (এ-অবস্থায়) আমাদিগকে (পুনর্ব্বার) কে (জীবিত করিয়া) লইয়া আসিবে, (হে মোহাম্মদ, তুমি ইহাদিগকে বল যে সেই (খোদা)ই যিনি তোমাদিগকে সৃজন করিয়াছেন

أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ

আওআলা মার্রাতেন্, ফাছাইয়োন্গেদূনা এলায়্কা রোউছাহুম্ অয়্যাকূলূনা- মাতা-

প্রথম বার, তখন ইহারা তোমার সম্মুখে নিজেদের মাথা নাড়িতে লাগিবে (১৫) এবং (তোমাকে) জিজ্ঞাসা করিবে যে কবে আসিবে

هُوَ ۖ قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ○ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ

হোওয়া, কোল্ আছা-- আই-য়্যাকূনা ক্বারীবা-। য়্যাও্মা য়্যাদ্উকুম্ ফাতাছ্তাজ্বীবুনা

কেয়ামত, (তুমি ইহাদিগকে) বলিও আশ্চর্য্যের নয় যে শীঘ্রই উপস্থিত হয়। যে দিবস (আল্লাহ্) তোমাদিগকে ডাক দিবেন তখন তোমরা তাঁহার হুকুম তা'মীল করিবে (অর্থাৎ কবর হইতে বাহির হইয়া চলিয়া আসিবে)

---

(১৫) মাথা হেলানো একাধিক প্রকারের হইয়া থাকে। কখনও তছলীম অর্থাৎ ছালাম জানাইতে মাথা হেলান হইয়া থাকে। আর কখনও অস্বিকৃতি জানাইতে মাথা হেলানো হইয়া থাকে। এ-স্থলে অস্বীকৃতিরই মাথা হেলানো।

بِحَمْدِهٖ وَتَظُنُّوْنَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا ع وَقُلْ لِّعِبَادِىْ

বেহাম্‌দেহী অতাজোনন্‌না ইল্‌লাবেছ্‌তুম্ ইল্‌লা- ক্বালীলা-। ع অক্বোল্ লেএবা-দী

ع ৫/৫ রুকু

তাঁহার প্রসংসা করিতে করিতে আর তোমরা খেয়াল করিবে যে (মৃত্যুর পরে) তোমরা সামান্য দিনই (কবরে) ছিলে। (১৬) আর (হে নবি!) বুঝাও আমার বান্দা(অর্থাৎ মুছলমান)গণকে যে

يَقُوْلُوا الَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ط اِنَّ الشَّيْطٰنَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ط اِنَّ

য়্যাক্বূলোল্‌লাতী হেয়্যা আহ্‌ছানো, ইন্‌নাশ্‌শায়্‌তা-না য়্যান্‌যাগো বায়্‌নাহুম্, ইন্‌নাশ্

(উহারা যদি বিরুদ্ধবাদীদিগের সহিত কোনও কথা বলেও তবে যেন) উহারা এরূপ কথা বলে যাহা (নৈতিক দিক দিয়া) উত্তম (কথা) হয়, কারণ শয়তান (রূঢ় কথা বলাইয়া) লোকদিগের মধ্যে ঝগড়া লাগাইয়া দিয়া থাকে, নিঃসন্দেহ

الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ○ رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِكُمْ ط

শায়্‌তা-না কা-না লেল্-এন্‌ছা-নে আদূঅম্ মোবীনা-। রাব্বোকুম্ আ'-লামো বেকুম্,

শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। (হে লোক সকল!) তোমাদের পালনকারী তোমাদের অবস্থার বিষয় বিশেষরূপ জানেন,

اِنْ يَّشَاْ يَرْحَمْكُمْ اَوْ اِنْ يَّشَاْ يُعَذِّبْكُمْ ط وَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ

এই-য়্যাশা'- য়্যার্‌হাম্‌কুম্ আও্ এই-য়্যাশা'- ইয়্যোআজ্জেব্‌কুম্, অমা— আর্‌ছাল্‌না-কা

তিনি ইচ্ছা করিলে (দয়ারপাত্র মনে করিয়া) তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন আর ইচ্ছা করিলে (শাস্তির যোগ্যপাত্র মনে করিয়া) তোমাদিগকে শাস্তি প্রদান করেন, আর (হে নবি!) আমি ত পাঠাই নাই তোমাকে

عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا ○ وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِمَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط

আলায়্‌হিম্ অকীলা-। অরাব্বোকা আ''-লামো বেমান্ ফেছ্‌ছামা-ওয়া-তে অল্-আর্‌দে,

লোকদিগের ঠিকাদার করিয়া। (১৭) আর (হে নবি!) তোমার পালনকারী (তাহার অবস্থা বিষয়ে) বিশেষরূপ জানেন (ফেরেশ্‌তা, জেন ও মানুষ এবং অন্যান্য) যাহা কিছু আছমানগুলিতে এবং জমীনে রহিয়াছে,

وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيّٖنَ عَلٰى بَعْضٍ وَّاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ○

অলাক্বাদ্ ফাদ্দাল্‌না- বা'-দান্ নাব্‌বীয়্যানা আলা- বা'-দেঙ্ অআ-তায়্‌না-দাঊদা যাবূরা-।

আর নিশ্চয়ই আমি পদমর্য্যাদা দান করিয়াছি কোন কোন নবীকে কোন কোন নবীর উপর আর আমি দান করিয়াছি দাউদকে জবুর (গ্রন্থ)।

(১৬) আর এ-অর্থও হইতে পারে যে, দুনিয়াতে সামান্য দিনই ছিলে। ফলকথা, জীবিত থাকা অবস্থায় লোক মৃত্যু ও পরকাল হইতে অসতর্ক—যদিও একথা মুখে না বলে, কিন্তু তাহার কার্য্যকলাপে ইহাই প্রকাশ পায় যে, সে যেন মরিবে না, সে যেন চিরকাল বাঁচিবে—খোদার নিকট হইতে এইরূপ সার্টিফিকেট লইয়া আসিয়াছে। কিন্তু মৃত্যুর পরে সে বুঝিতে পারিবে, দুনিয়ায় সে অতি সামান্য সময়ই ছিল।

(১৭) অর্থাৎ আল্লার নির্দ্দেশ পৌছিয়া দেওয়াই হইতেছে—পয়গাম্বরের কার্য্য। লোকদিগের ঈমান আনার জেম্মাদার পয়গাম্বর নহেন।

قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ فَلَا يَمْلِكُوْنَ كَشْفَ الضُّرِّ

কোলেদ্‌ওল্‌লাজীনা যাআম্‌তুম্‌ মেন্‌ দূনেহী ফালা- য়্যাম্‌লেকূনা কাশ্‌ফাদ্দোর্‌রে

(হে নবি ! ইহাদিগকে) বল যে (আবশ্যক সময়ে) তোমরা তাহাদিগকে ডাকিয়া দেখ আল্লার ছাড়া যাহাদিগকে তোমরা (আল্লার) শরিক জ্ঞান কর অপিচ (তাহারা) না-ত কষ্ট দূর করিতে পারিবে

عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيْلًا ۝ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ اِلٰى

আন্‌কুম্‌ অলা- তাহ্‌ভীলা-। উলা—একাল্‌লাজীনা য়্যাদ্‌উনা য়্যাব্‌তাগূনা এলা-

তোমাদের আর না-ত (সেই কষ্টের) পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম হইবে। ইহারা (অর্থাৎ মোশ্‌রেকগণ) যাহাদিগকে (হাজৎ-রাওয়া জ্ঞানে) ডাকিয়া থাকে তাহারা ত অন্বেষণ করিয়া থাকে তাহাদের

رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهٗ وَيَخَافُوْنَ

রাব্বেহেমোল্‌ অছীলাতা আয়্যুহুম্‌ আক্‌রাবো অয়্যার্‌জূনা রাহ্‌মাতাহূ অয়্যাখা-ফূনা

পালনকারীর দিকে উপলক্ষ যে কে তাহাদের অধিকতর (খোদার) নিকটবর্ত্তী আর তাহারা আশাধারী থাকে তাঁহার কৃপার এবং ভয় করিতে থাকে

عَذَابَهٗ ؕ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوْرًا ۝ وَاِنْ مِّنْ قَرْيَةٍ

আজা-বাহ্‌, ইন্না আজা-বা রাব্বেকা কা-না মাহ্‌জূরা-। অএম্‌ মেন্‌ কার্‌য়্যাতেন্‌

তাঁহার আজাবের, নিঃসন্দেহ তোমার পালনকারীর আজাব ভয়ের জিনিষ। (১৮) আর (অবাধ্য লোকের) কোন আবসভূমী নাই

اِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوْهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ اَوْ مُعَذِّبُوْهَا

ইল্‌লা-নাহ্‌নো মোহ্‌লেকূহা- ক্বাব্‌লা য়্যাও্‌মেল কেয়্যা-মাতে আও্‌ মোআজ্জেবূহা-

বরং আমি কেয়ামত-দিবসের অগ্রে (অবাধ্যতার শাস্তিতে হয়) তাহাকে ধ্বংস করিয়া দিব কিম্বা তাহাকে (অর্থাৎ আবাসভুমির বাসিন্দাগণকে অন্য কোন) শাস্তি দান করিব

عَذَابًا شَدِيْدًا ؕ كَانَ ذٰلِكَ فِى الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا ۝ وَمَا مَنَعَنَآ

আজা-বান্‌ শাদীদা, কা-না জা-লেকা ফেল্‌-কেতা-বে মাছ্‌তূরা-। অমা- মানাআনা—

কঠোর শাস্তি, একথা (লাওহে-মাহ্‌ফুজ) গ্রন্থে লিখিত হইয়া গিয়াছে। আর আমার কোন প্রতিবন্ধক নাই

(১৮) ইহা তাহাদেরই কথা, যাহারা পয়গাম্বর অথবা বোজর্গ অথবা জেন অথবা ফেরেশ্‌তাকে কোন না কোন রকমে আল্লার শরীক বানাইত। উহাদিগকেই আল্লাহ্‌ ফর্মাইতেছেন—যাহাদিগকে তোমরা মা'বূদ স্থির করিতেছ, তাহারা ত নিজেরাই আল্লার সন্তুষ্টি সাধনের উপলক্ষ খুঁজিয়া থাকে আর
১৫ আল্লার আজাবের ভয় করে। ফলকথা, তাহারা আল্লার বান্দা, আর বান্দা মাবুদ হইতে পারে না।

اَنْ نُّرْسِلَ بِالْاٰيٰتِ اِلَّاۤ اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ ؕ

আন্ নোর্‌ছেলা বেল্-আ-য়্যা-তে ইল্লা—আন্ কাজ্জাবা বেহাল্ আওঅলুনা,
(ফরমায়েশী) মো'-জেযাহ্ সমুহ প্রেরণ করিতে কিন্তু (কথা হইতেছে) এই যে পূর্ব্ববর্ত্তী লোকেরা সেগুলিকে মিথ্যা জানিয়াছে, (১৯)

وَاٰتَيْنَا ثَمُوْدَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوْا بِهَا ؕ وَمَا نُرْسِلُ

অআ-তায়না- ছামুদান্ না-ক্বাতা মোব্‌ছেরাতান্ ফাজালামূ বেহা-, অমা- নোর্‌ছেলো
যথা—আমি দান করিয়া ছিলাম ছমুদ(-এর কওম)কে উষ্ট্রী(-এর স্পষ্ট) মো'-জেযাহ্ তত্রাচও লোকেরা (না মানিয়া) তাহাকে কষ্ট দিয়াছিল (এ-পর্য্যন্ত যে তাহাকে বধ করিয়াছিল) আর (এই) যাহা আমি প্রেরণ করিতেছি

بِالْاٰيٰتِ اِلَّا تَخْوِيْفًا ۝ وَاِذْ قُلْنَا لَكَ اِنَّ رَبَّكَ

বেল্-আ-য়্যা-তে ইল্লা- তাখ্‌ভীফা-। অএজ্ ক্বোল্‌না- লাকা ইন্না রাব্বাকা
মো'জেযাহ্ তাহা কেবলমাত্র ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে। (২০) আর (হে নবি ! সেই সময়ের কথা স্মরণ কর) যখন আমি তোমাকে বলিয়া ছিলাম যে তোমার পালনকারী (অর্থাৎ আমি)

(১৯) কাফেরগণ হজরত রছুলে-খোদা (দঃ)-এর নিকট এরূপ এরূপ অসঙ্গত মো'জেযার ফরমাএশ করিত, যাহা মঞ্জুরের সম্পূর্ণ অযোগ্য। এ-ভাবেরই মো'জেযাহ্ সম্বন্ধে আল্লাহ্ ফরমাইয়াছেন যে, আমি পূর্ব্ববর্ত্তী লোকের মিথ্যা জানার কথা মনে করিয়া এ ভাবের মো'জেযাহ্ প্রেরণ বন্ধ করিয়া দিয়াছি এবং সেই ফরমাএশী মো'জেযারই মেছাল উল্লেখ করিয়াছি—যাহা ছামুদ সম্প্রদায় হজরত ছালেহ্-এর নিকট দরখাস্ত করিয়াছিল যে, পাহাড় হইতে উষ্ট্রী সৃজিত হয়। তাহাই হইয়াছিল, তত্রাচও লোক ছালেহ্ নবীকে মানে নাই। আর আমাদের প্রিয় নবীর সমসময়ের লোকেরাও অনুরূপই ছিল যে, তাহাদের ফরমাএশী মো'জেযাহ্ সচক্ষে দেখা সত্ত্বেও মানিত না, নচেৎ অন্যান্য মো'জেযাহ্ অপেক্ষা স্বয়ং কোরআনই ত এক মহা মো'জেযাহ্ বিদ্যমান !

(২০) অর্থাৎ মো'জেযাহ্ সমূহের দ্বারা ইহার ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য আদৌ নাই। কোরআনের শিক্ষার ত খোলাসা এই যে, লোক দুনিয়ায় মামুলী ঘটনাসমূহ, আছমান, জমীন, দিবস, রাত্রি, বাতাস, মেঘ, বৃষ্টি, বজ্র, পোকা, মাকড় ইত্যাদি হইতে আল্লাহ্ ও তাঁহার কোদ্‌রত সমূহকে মানিতে বাধ্য হয়। হজরত রছুলে-আকরমও বহু মো'জেযাহ্ দেখাইয়াছেন, কিন্তু তিনি মো'জেযার উপর কখনও জোর দেন নাই। আর যেহেতু মো'জেযাহ্ সমূহের সংঘটন এক বিশেষ সময়ে, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির সম্মুখে ঘটিয়া থাকে, অথচ উহাতেও বিরুদ্ধবাদীগণ প্রায়শঃই সন্দেহ সৃষ্টি করিয়া থাকে, কাজেই মো'জেযাহ্ এরূপ কোন অকাট্য দলীল হইতে পারে না যাহার উপর জোর দেওয়া যাইতে পারে। মামুলী ঘটনাগুলি এ-ভাবের মো'জেযাহ্ যাহা সকল সময়ে ঘটিতে থাকে, সেগুলিতে কাহারও এন্‌কারের সুযোগ থাকিতে পারে না। তাহারা এক ভিন্নপ্রকৃতির লোক যাহারা মো'জেযার ভিখারী। ইহাদের প্রকৃতি এ-ভাবের যে, ইহারা মো'জেযার প্রতিও ঈমান আনিয়া থাকে খুব মুশকিলে। ইহারা কোন বিশেষ ঘটনা দেখিবার সাথে সাথেই মাতিয়া যায়। কিন্তু যেমনই এদিকে ভয় ঢুকিয়া যায়, অমনি ওদিকে ইহাদের প্রাকৃতিক সন্দেহ পুনর্ব্বার ইহাদিগকে ঘুরাইয়া দেয়। তখন ইহারা যাদু ইত্যাদির আসক্ত হইয়া পড়ে।

أَحَاطَ بِالنَّاسِ ط وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا

আহা-তা বেন্না-ছ, অমা- জ্বাআল্নারুরো'-য়্যাল্লাতী— আরায়্না-কা ইল্লা-

ঘিরিয়া রাখিয়াছে লোকদিগকে (সর্ব্বদিক হইতে যাহাতে তাহারা তোমার প্রতি হাত উঠাইতে না পারে), আর স্বপ্ন যাহা আমি তোমাকে দেখাইয়াছি তাহাকে ত মাত্র

فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ ط وَنُخَوِّفُهُمْ

ফেৎনাতাল্লেন্না-ছে অশ্শাজ্বারাতাল্ মাল্উনাতা ফেল্- কোর্আ-ন, অনোখাওভেফোহুম্

লোকদিগের (ঈমানের) পরীক্ষা (রূপে) স্থির করিয়াছি আর (এইরূপ সেই) বৃক্ষ যাহার উপর কোরআনে লা'নৎ করা গিয়াছে, ফলকথা, আমি (নানাপ্রকারে) ভয় দেখাইতেছি উহাদিগকে,

ع ৬|৬ রুকু

فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ع وَإِذْ قُلْنَا

ফামা- য়্যাযীদো হুম্ ইল্লা- তোগ্য়্যা-নান্ কাবীরা-। ع অএজ্ কোল্না-

কিন্তু আমার ভয় দেখানো উহাদের দুষ্টামীকে আরও বৃদ্ধি করিয়া দিতেছে। (২১) আর (সেই এক সময় গিয়াছে) যখন আমি হুকুম করিয়াছিলাম

لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ط قَالَ

লেল্-মালা—একাতেছ্জোদূ লেআ-দামা ফাছাজ্বাদূ— ইল্লা— এব্লীছ, ক্বা-লা

ফেরেশ্তাগণকে যে তোমরা আদমকে ছেজ্দাহ্ কর তখন (উহারা) সকলেই (আদমকে) ছেজ্দাহ্ করিল কিন্তু ইবলীছ,—লাগিল হুজ্জৎ করিতে যে

(২১) কথার ধারাবাহিকতা ত এ-ভাবেই চলিয়া আসিতেছে যে, মো'জেযাহ্ সমূহ পয়গাম্বরদিগকে প্রদত্ত হয় কেবল লোকদিগকে ভীতি প্রদর্শনার্থই, কিন্তু যাহাদের প্রকৃতি যুক্তির ধার ধারে না, তাহারা মো'-জেযাকেও ভয় করে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ছমুদ সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। কোরাএশ সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেদেরও এই অবস্থা ছিল। ইহাদিগে ভয় দেখাইতেও কম করা হয় নাই, কিন্তু যাহারা মানিবার পাত্র ছিল না, শেষ পর্য্যন্ত তাহারা মানেই নাই। এ-স্থলে দুইটি ভীতির উল্লেখ আসিয়াছে। একটী দুনিয়ার ভীতি, অর্থাৎ বদর-যুদ্ধের ঘটনা, দ্বিতীয়টী পরকালের শাস্তি। বদর-যুদ্ধের কাছা-কাছি সময়ে হজরত রছুলে-খোদা (দঃ) উহার সম্বন্ধে এক সুস্পষ্ট স্বপ্ন দেখান। আর রছুলে-খোদার স্বপ্ন বরাবরই অহী ছিল। এই স্বপ্নে হজরত রছুলে-করীম এ-পর্য্যন্ত দেখেন যে, অমুক কাফের, অমুখ স্থানে মৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। হজরত রছুলে খোদা তাঁহার স্বপ্ন কথা লোকদিগকে শুনান এবং মুছলমান সৈন্যদের উপনীত হওয়ার স্থলে যাইয়া দেখাইয়া দেন যে, এই স্থলে অমুক শত্রুর লাষ পড়িয়া ছিল। হজরত রছুলে-খোদার এই স্বপ্ন কথা শুনিয়া লোক ভয় পাইল এবং যুদ্ধে যোগদান করিতে পশ্চাৎপদ হইল। তখন হুজুর (দঃ) স্বপ্ন বিত্তান্তকে হাসিয়া উড়াইয়া দেন।

দ্বিতীয় ভীতি—পরকালের শাস্তি। অর্থাৎ থোহড় বৃক্ষের উল্লেখ আসিয়াছে। কোরআনের এক স্থানে আল্লাহ্ ফর্ম্মাইয়াছেন যে, "দোজখীদিগের খাদ্য থোহড়ের গাছ হইবে"। এই কথা শুনিয়া কোথায় ভয় করিবে, না অপত্তি উত্থাপন করিল যে, দোজখে অন্যান্য শ্যামল গাছের কথা কি তবে মিথ্যা ?—ইহা হইতেই পারে না। ফলকথা, যদি শুধু মো'জেযাতেই ভয় না করা হয়, তাহা হইলে সকল বিষয়েই ভয় করা উচিত। আর যদি কেহ একেবারেই নির্ভয় হয়, তবে তদ্রূপ ব্যক্তি কি শুনিবে আর কি মানিবে।

ءَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ۝ قَالَ أَرَءَيْتَكَ هَـٰذَا الَّذِى

আআছ্‌জোদো লেমান্‌ খালাক্‌তা তীনা-। ক্বা-লা আরাআয়্‌তাকা হা-জাল্‌লাজী

(হে খোদা) আমি কি এরূপ ব্যক্তিকে ছেজদাহ্‌ করিব যাহাকে তুমি মাটি হইতে তৈয়ারী করিয়াছ ? (ইব্‌লীছ আমাদের দিকে ইশারা করিয়া খোদাকে) বলিতে লাগিল যে (হে খোদা,) তুমি দেখিতেছ কি এই-ই সেই ব্যক্তি যাহাকে

كَرَّمْتَ عَلَىَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَـٰمَةِ

কার্‌রাম্‌তা আলায়্য়া লাএন্‌ আখ্‌খার্‌তানে এলা- য়্যাওমেল্‌ কেয়্যা-মাতে

তুমি শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছ আমার উপরে যদি তুমি আমাকে অবকাশ দান কর কেয়ামতের দিবস পর্য্যন্তের

لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُۥٓ إِلَّا قَلِيلًا ۝ قَالَ اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ

লাআহ্‌তানেকান্‌না জোর্‌রীয়্যাতাহূ— ইল্‌লা- ক্বালীলা। ক্বা-লাজ্‌হাব্‌ ফামান্‌ তাবেআকা

তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি ইহার বংশবালার মূল কাটিয়া দিব অতি সামান্য (সংখ্যক) ছাড়া (তখন) আল্লাহ্‌ ফরমাইলেন যা (দূরহ,) যে কেহ তোর অনুসরণ করিবে

مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُورًا ۝ وَاسْتَفْزِزْ

মেন্‌হুম্‌ ফাইন্‌না জ্বাহান্নামা জ্বাযা—য়োকুম্‌ জ্বাযা—আম্‌ মাওফূরা-। অছ্‌তাফ্‌যেয্‌

ইহাদের (অর্থাৎ আদম-সন্তানের) মধ্য হইতে তাহা হইলে (রে ইব্‌লীছ !) তোমাদের সকলের শাস্তি (হইতেছে) জাহান্নাম (আর) পূর্ণ শাস্তি। আর (হে ইব্‌লীছ) তুই ফুসলাইতে থাক্‌ (তাহাকে)

مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ

মানেছ্‌তাতা'-তা মেন্‌হুম্‌ বেছাওতেকা অ-আজ্‌লেব্‌ 'আলায়্‌হিম্‌ বেখায়্‌লেকা

যাহাকে তোর নিজের (চাকচিক্য) কথার দ্বারা (ফুস্‌লানো) হইয়া উঠে ইহাদের মধ্য হইতে আর তুই (চড়াও ভাবে) টানিয়া লইয়া আয় ইহাদের প্রতি নিজের আরোহী

وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِى الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ ط

অরাজ্বেলেকা অশা-রেক্‌ হুম্‌ ফেল্‌-আম্‌ওয়া-লে অল্‌-আওলা-দে অএদ্‌ হুম্‌,

ও নিজের পদাতিক(শয়তানী সৈন্য)দিগকে আর তুই শরীক হইয়া যা উহাদের ধন ও সন্তানে আর তুই উহাদের সাথে (মিথ্যা মিথ্যা) ওয়াদা(ও) কর্‌,

وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَـٰنُ إِلَّا غُرُورًا ۝ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ

অমা- য়্যাএদোহোমোশ্‌শায়্‌তা-নো ইল্‌লা- গোরূরা-। ইন্‌না এবা-দী লায়্‌ছা লাকা

আর শয়তান তো ইহাদের সাথে যত ওয়াদাই করিয়া থাকে তৎসমস্ত ধোকায়ই পর্য্যবসিত হয়। (২২) নিশ্চয়ই (যে কেহ) আমার (সত্য) বান্দা নাই তোর

(২২) শয়তানের সৈন্য অর্থে শয়তানের সাহায্যকারী। من الجنة والناس "মেনাল্‌ জেন্‌নাতে অন্‌না-ছ" অর্থাৎ "জেন ও মানুষ হইতে"। মর্ম্ম এই যে, উহাদিগের ফুস্‌লানীর মধ্যে নিজের পূর্ণ

عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ ۗ وَكَفٰى بِرَبِّكَ وَكِيْلًا ۝ رَبُّكُمُ الَّذِيْ

আলায়্হিম্ ছোর্তা-নোন্, অকাফা- বেরাব্বেকা অকীলা। রাব্বোকোমোল্লাজী

তাহাদের উপর কোনও প্রকারের ক্ষমতা, আর (হে নবি !) তোমার পালনকারী (নিজের বান্দাগণের) যথেষ্ট কারছাজ। (হে লোক সকল !) তোমাদের পালনকারী (সেই সর্ব্বশক্তিমানই) যিনি

يُزْجِيْ لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ ۗ اِنَّهٗ

ইয়োয্‌জী লাকোমোল্ ফোল্‌কা ফেল্-বাহ্‌রে লেতাব্‌তাগু মেন্ ফাদ্‌লেহী, ইন্নাহূ

চালনা করিয়া থাকেন তোমাদের জন্য জলযানগুলিকে সমুদ্রে যাহাতে তোমরা অন্বেষণ কর (সহজ ভাবে) তাঁহার অনুগ্রহ (অর্থাৎ নিজেদের আহার্য্য বস্তু), নিঃসন্দেহ তিনি

كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۝ وَاِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ

কা-না বেকুম্ রাহীমা-। অএজা- মাছ্‌ছাকোমোদ্দোর্‌রো ফেল্-বাহ্‌রে দাল্লা মান্

তোমাদের প্রতি (পরম) দয়ালু। আর যখন সমুদ্রে তোমাদের (কোন প্রকার) কষ্ট উপস্থিত হয় (তখন) ভুলিয়া যাওয়া হয় (তাহাদিগকে) যাহাদিগকে

تَدْعُوْنَ اِلَّآ اِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا نَجّٰكُمْ اِلَى الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ ۗ

তাদ্‌উনা ইল্লা— য়ীয়্যা-হো, ফালাম্মা- নাজ্জা-কুম্ এলাল্ বার্রে আ'-রাদ্‌তুম্,

তোমরা (মা'বুদ জ্ঞানে) ডাকিয়া থাক কিন্তু কেবল মাত্র তিনিই (অর্থাৎ সেই অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌ই তোমাদের স্মরণ-পথে উদিৎ হয়), তারপর (খোদা) যখন তোমাদিগকে (সমুদ্র হইতে) স্থলপথের দিকে বাহির করিয়া আনেন তখন (তাঁহা হইতে) তোমরা ঘুরিয়া দাঁড়াও,

وَكَانَ الْاِنْسَانُ كَفُوْرًا ۝ اَفَاَمِنْتُمْ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ

অকা-নাল্ এন্‌ছা-নো কাফূরা-। আফা আমেন্‌তুম্ আই-য়্যাখ্‌ছেফা বেকুম্ জা-নেবাল্

আর মানুষ খুবই অকৃতজ্ঞ। তবে কি তোমরা (এ-বিষয়ে) নিশ্চিন্ত হইয়া গিয়াছ যে তিনি তোমাদিগকে (মাটিতে) ধসাইয়া দেন স্থল পথের

শক্তি প্রয়োগ কর আর তোমার ধনুকের কোন তীর (যেন) ব্যর্থ না যায়। আর মাল ও আওলাদের মধ্যে অংশ গ্রহণের মর্ম্ম এই যে, দুনিয়ায় মাল এবং আওলাদ এই দুইটাই হইতেছে প্রধান বস্তু। এতদুভয়েরই কারণে অধিকাংশ লোক গোনায় লিপ্ত হয়। এতদুভয়ের চিন্তায় লোক ধর্ম্মকার্য্যে শৈথিল্য করে, আর এতদুভয়ের জন্যই দুনিয়ায় বহু অশান্তির সৃষ্টি হয়। মাল এবং আওলাদকে শরিয়তের খেলাফ, সীমার অতিরিক্ত ভালবাসা শয়তানী মূলক কার্য্য, ইহাকেই "শয়তানের অংশ গ্রহণ" বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়। আর মাল ও আওলাদের মধ্যে শয়তানের অংশ গ্রহণের বহু পথ রহিয়াছে। তৎসমুদয় ছাড়া একটী পথ এই যে, মালকে শরিয়তের খেলাফ অযথা ব্যয় করা। যথা—গায়রোল্লার নজর নেয়াজে অথবা অন্য কোন অযথা কার্য্যে ব্যয় করা। পক্ষান্তরে শরিয়ত সম্মত ব্যয়ে কৃপণতা করা। অনুরূপ আওলাদকে কদাচার বিশিষ্ট রূপে গড়িয়া তোলা, যৎফলে দীনদারীর সহিত তাহার কিছুই সম্বন্ধ না থাকে। কিম্বা তাহার জন্য এরূপ না-জায়েজ টোট্‌কা-টুট্‌কীতে ঢলিয়া পড়া যাহাতে মোশ্‌রেকে গণ্য হইতে হয়।

الْبَرِّ اَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوْا لَكُمْ وَكِيْلًا ۙ

বারে আও, ইয়্যোর্‌ছেলা আলায়্‌কুম্ হা-ছেবান্ ছোম্মা লা- আজ্বেদূলাকুম্ অকীলা-;—

দিকে (লইয়া গিয়া) কিম্বা তোমাদের প্রতি পাথর-বৃষ্টি পাঠান আর তখন তোমরা (কাহাকেও) নিজেদের সাহায্যকারী প্রাপ্ত না হও ;—

اَمْ اَمِنْتُمْ اَنْ يُّعِيْدَكُمْ فِيْهِ تَارَةً اُخْرٰى فَيُرْسِلَ

আম্ আমেন্তুম্ আই- ইয়্যোয়ীদাকুম্ ফী-হে তা-রাতান্ ওখ্‌রা- ফাইয়্যোর্‌ছেলা

অথবা তোমরা কি এ-বিষয়ে নিশ্চিত হইয়া গিয়াছ যে আল্লাহ্ তোমাদিগকে ঘুরাইয়া পুনরায় ঐ সমুদ্রে লইয়া যান আর (সমুদ্রে লইয়া যাওয়ার পরে) তোমাদের প্রতি প্রেরণ করেন

عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيْحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ۙ ثُمَّ

আলায়্‌কুম্ ক্বা-ছেফাম্ মেনার্‌রীহে ফাইয়্যোগ্‌রেক্বাকুম্ বেমা- কাফার্‌তুম্, ছোম্মা

মহা ঝটিকা তৎপর তোমাদের অকৃতজ্ঞতার শাস্তি স্বরূপ তোমাদিগকে (সমুদ্রে) ডুবাইয়া দেন, তৎপর

لَا تَجِدُوْا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهٖ تَبِيْعًا ○ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ

লা-তাজ্বেদূ লাকুম্ আলায়্‌না- বেহী তাবীআ-। অলাকাদ্ কার্‌রাম্‌না- বানী—আ-দামা

তোমাদের (এরূপ সাহায্যকারী) কেহ না মেলে যে ব্যক্তি এ-বিষয়ে আমার পশ্চাতে লাগিয়া যায়। আর অবশ্য নিশ্চয়ই আমি আদম-সন্তানকে সম্মান প্রদান করিয়াছি

وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ

অহামাল্‌না- হুম্ ফেল্-বার্‌রে অল্-বাহ্‌রে অরাযাক্ব্‌না- হুম্ মেনাত্তায়্যেবা-তে

আর আমি (নৌকা ও জানোয়ারের উপর) তাহাদিগকে ছওয়ার করাইছি স্থলে ও জলে আর আমি উত্তম (উত্তম) বস্তু তাহাদিগকে (খাইতে) দিয়াছি

وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا ع يَوْمَ

অফাদ্দাল্‌না- হুম্ আলা- কাছীরেম্ মেম্মান্ খালাক্ব্‌না- তাফ্‌দীলা-। ع য়্যাওমা

আর আমি তাহাদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছি যতকিছু আমি সৃষ্টি করিয়াছি তাহাদের অধিকাংশের উপর—শ্রেষ্ঠত্ব দানের মত। যে-দিবস

ع ৭/৭ রুকু

نَدْعُوْا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ ۚ فَمَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ

নাদ্‌উ ওকোল্লা না-ছেম্ বেএমা--মেহিম্, ফামান্ উতেয়্যা কেতা-বাহু বেয়্যামীনেহী

আমি ডাক দিব সমস্ত লোককে তাহাদের অগ্রণীগণ সমেত, তখন যাহার (আমল-)নামা তাহার দক্ষিণ হস্তে প্রদত্ত হইল

فَاُولٰٓئِكَ يَقْرَءُوْنَ كِتٰبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ۝ وَمَنْ

ফাউলা—একা য়্যাক্‌রাউনা কেতা-বাহুম্ অলা-ইয়্যাজ্‌লামূনা ফাতীলা-। অমান্
তখন সেই ব্যক্তি (খুশীর সহিত) নিজের (আমল-)নামা (কৃতজ্ঞতা সহকারে) পড়িতে লাগিবে আর তাহার প্রতি এক সুতা পরিমাণও জুলুম করা হইবে না। আর যে ব্যক্তি

كَانَ فِيْ هٰذِهٖٓ اَعْمٰى فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَاَضَلُّ سَبِيْلًا ۝

কা-না ফী হা-জেহী— আ'-মা- ফাহোওয়া ফেল্-আ-খেরাতে আ'-মা- অআদাল্লা ছাবীলা-।
এইখানে (অর্থাৎ দুনিয়ায়) অন্ধ (সাজিয়া) রহিল তবে সেই ব্যক্তি পরকালেও অন্ধ হইবে আর (সেই ব্যক্তি মুক্তির) পথ হইতে বহু দূরে বিভ্রষ্ট। (২৩)

وَاِنْ كَادُوْا لَيَفْتِنُوْنَكَ عَنِ الَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ

অইন্ কা-দূ লায়্যাফ্‌তেনূনাকা আনেল্‌লাজী— আও্‌হায়্‌না— এলায়্‌কা
আর (হে নবি! কোরআন) যাহা আমি অহীর দ্বারা তোমার নিকটে পাঠাইয়াছি লোকেরা ত তোমাকে উহা হইতে পিছ্‌লাইতেই লাগিয়া ছিল

لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهٗ ۖ وَاِذًا لَّاتَّخَذُوْكَ خَلِيْلًا ۝

লেতাফ্‌তারেয়া আলায়্‌না- গায়্‌রাহূ, অএজাল্ লাত্তাখাজুকা খালীলা-।
যাহাতে উহার (অর্থাৎ কোরআনের) ছাড়া তুমি মিথ্যা মিথ্যা (অন্যান্য) কথা আমার দিকে সম্বন্ধ কর আর (তুমি যদি এমনই সাহস করিতে তাহা হইলে) নিশ্চয় তখন ইহারা তোমাকে (সত্য) বন্ধু বানাইয়া লইত।

وَلَوْلَآ اَنْ ثَبَّتْنٰكَ لَقَدْ كِدْتَّ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ شَيْـًٔا

অলাও্‌লা— আন্ ছাব্বাৎনা-কা লাক্বাদ্ কেৎতা তার্‌কানো এলায়্‌হিম্ শায়্‌আন্
আর (হে নবি) আমি যদি তোমাকে ঠিক না রাখিতাম তাহা হইলে নিশ্চয়ই তুমি ত ইহাদের দিকে ঝুকিয়াই গিয়া ছিলে কিছু

قَلِيْلًا ۙ اِذًا لَّاَذَقْنٰكَ ضِعْفَ الْحَيٰوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ

কালীলা-। এজাল্‌লাআজাক্ব্‌না-কা দে'-ফাল্ হায়্যা-তে অদে'-ফাল্ মামা-তে ছোম্মা
না কিছু ;—(যদি) এরূপ হইত তাহা হইলে আমি তোমাকে জীবিত ও মৃত অবস্থায় দ্বিগুণ (দ্বিগুণ) শাস্তির আস্বাদ নিশ্চয়ই গ্রহণ করাইয়া দিতাম তারপর

لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا ۝ وَاِنْ كَادُوْا لَيَسْتَفِزُّوْنَكَ

লা- তাজেদো লাকা আলায়্‌না- নাছীরা-। অইন্ কা-দূ লায়্যাছ্‌তাফেয্‌যূনাকা
আমার মোকাবেলায় তোমার কোন সাহায্যকারীও মিলিত না। আর ইহারা ত তোমার মন উড়ো উড়ো করিয়াই দিয়াছিল

(২৩) ইহ ও পরকালের দৃষ্টিহীনতা অর্থে প্রকাশ্য দৃষ্টি নহে ; বরং ইহলোকের অন্ধ বলিতে সত্য পথ না দেখা, আর পরকালের অন্ধ বলিতে বেহেশ্‌ত গমনের পথ দেখিতে না পাওয়া।

مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ۖ وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلٰفَكَ إِلَّا

মেনাল্ আর্‌দে লেইয়োখ্‌রেজূকা মেন্‌হা-, অএজাল্ লা- য়্যাল্‌বাছুনা খেলা-ফাকা ইল্‌লা-

(মক্কার) মাটি হইতে যাহাতে তোমাকে তথা হইতে বহির্গত করিয়া দেয়, আর এরূপ হইলে তোমার (চলিয়া যাওয়ার) পশ্চাতে ইহারাও কিছুদিনের বেশী

قَلِيلًا ۝ سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلَا

কালীলা-। ছোন্নাতা মান্ ক্বাদ্ আর্‌ছল্‌না- ক্বাব্‌লাকা মের্রোছোলেনা- অলা-

(শান্তির সহিত নিজ নিজ গৃহে) থাকিতে পারিত না। (হে নবি!) যত রছুল আমি প্রেরণ করিয়াছি তোমার অগ্রে তাহাদের (সকলেরই) এই নিয়ম ছিল আর তুমি কখনও

تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ۝ ع أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ع ৮/৮ রুকু

তাজেদো লেছোন্নাতেনা- তাহ্‌ভীলা-। ع আক্বেমেছ্‌ছালা-তা লেদোলূকেশ্‌শাম্‌ছে

দেখিবে না আমার নিয়মে পরিবর্ত্তন-পরিবর্জ্জন হইতে। (২৪) (হে নবি!) তুমি (জোহর, আছর, মগ্‌রেবের ও এশার) নামাজ পড়িবে সূর্য্য চলিয়া পড়ার সময় হইতে

إِلَىٰ غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ

এলা- গাছাক্বেল্‌লায়্‌লে অক্বোর্‌আ-নাল্ ফাজ্‌রে, ইন্‌না ক্বোর্‌আ-নাল্ ফাজ্‌রে

রাত্রের অন্ধকার সময় পর্য্যন্ত আর ফজরের নামাজ (ও পড়িবে), কারণ ফজর কালীনের নামাজ

كَانَ مَشْهُودًا ۝ وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ ۖ عَسَىٰ أَنْ

কা-না মাশ্‌হূদা-। অমেনাল্‌লায়্‌লে ফাতাহাজ্‌জাদ্ বেহী না-ফেলাতাল্‌লাক্, আছা— আই-

নূর জাহের হওয়ার সময়। (২৫) আর রাত্রের এক অংশে তুমি তাহাজ্জদ্(-এর নামাজও) পড়িবে (অন্যান্য নামাজ ত ফরজ আর এই:তাহাজ্জদ্ নামাজ) তোমার নফল, অসম্ভব নহে যে (ইহার বরকতে)

(২৪) মর্ম্ম এই যে, যখনই কোনও ওম্মত নিজেদের পায়গাম্বরকে কষ্ট দিয়াছে, তখনই সেই ওম্মতকে গৃহছাড়া করা হইয়াছে। তদবস্থায় সেই ওম্মতও আজাব হইতে নিস্তার পায় নাই। এই অবস্থা মক্কাবাসীদেরও।

(২৫) ভাষ্যকারগণ "মশহূদ" শব্দের বহু অর্থ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, দুনিয়ার কার্য্য-নিয়ন্ত্রণের জন্য যে-ফেরেশ্‌তা আগমন করিয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে দিনের ফেরেশ্‌তা পৃথক এবং রাত্রের ফেরেশ্‌তা পৃথক। রাত্র আগমনের সময় ইহারা বদ্‌লী হইয়া থাকে। আর কেহ কেহ বলেন, ফজরের নামাজে বহু নামাজী জড় হইয়া থাকে। আর কেহ কেহ বলেন, ফজরের নামাজের সময় কারণ ঐ সময়ের নামাজে খুবই মন বসিয়া থাকে। ইহা ছাড়া, আরও বহু "কওল" রহিয়াছে। ফলকথা ভাষ্যকারগণের সমষ্টি অভিমতের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া আমি এস্থলের অনুবাদ নিরূপণ করিয়াছি। আর "ক্বোর্‌আ-নাল ফজ্‌রে"-এর অর্থ ত প্রকাশ্য দৃষ্টিতে "তুই ফজরের কোরআন"। কিন্তু ইহার মর্ম্ম হইতেছে—ফজরের নামাজ।

يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ۝ وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ

য়্যাব্‌আছাকা রাব্বোকা মাক্কা-মাম্ মাহ্‌মূদা-। অক্কোর্‌রাব্বে আদ্‌খেল্‌নী মোদ্‌খালা

তোমার পালনকারী (কেয়ামত-দিবসে) তোমাকে মাকাম মাহ্‌মুদে পৌছান। (২৬) আর (তুমি এই) দোআ প্রার্থনা করিতে থাকিবে যে হে আমার পালনকারী (অবশেষ ত আমাকে মক্কা ত্যাগ করিয়া কোনও স্থানে যাইয়া বসবাস করিতে হইবে অতএব) আপনি (যে স্থানে) আমাকে (লইয়া) পৌছাইবেন (কল্যাণের সাথে)

صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّىْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا

ছেদ্‌কেঙ্‌ অ-আখ্‌রেজ্‌নী মোখ্‌রাজ্জা ছেদ্‌কেঙ্‌ অজ্‌আল্‌নী মেল্‌লাদোন্‌কা ছোল্‌তা-নান্

উত্তম ভাবে পৌছাইবেন আর (যখন) আপনি আমাকে (কাফেরদিগের শত্রুতার কারণে মক্কা হইতে) বাহির করিবেন (তখন কল্যাণের সাথে) উত্তমভাবে বাহির করিবেন আর (আপনি) আমাকে প্রভাব দান করিবেন শত্রুর প্রতি) আপনার নিকট হইতে

نَّصِيْرًا ۝ وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ط اِنَّ الْبَاطِلَ

নাছীরা-। অকোল্ জ্বা—আল্ হাক্‌কো অযাহাকাল্ বা-তেল্, ইন্‌নাল্ বা-তেলা

বিজয় সহকারে। আর (হে নবি ! লোকদিগকে) বলিয়া দাও যে হক (দীন) আসিয়াছে আর বাতীলিক (দীন) বিলুপ্ত হইয়াছে, নিশ্চয় বাতীল (দীন)ত

كَانَ زَهُوْقًا ۝ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ

কা-না যাহূক্কা-। অনোনায্‌যেলো মেনাল্ কোর্‌আ-নে মা-হোওয়া শেফা—ওঙ্

বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল। আর আমি কোরআনে এরূপ এরূপ বিষয় অবতরণ করিয়া থাকি যাহা (আধ্যাত্ম) রোগের সুচিকিৎসা

وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا ۝

অরাহ্‌মাতোল্‌লেল্-মো'-মেনীনা, অলা- য়্যাযীদোজ্জা-লেমীনা ইল্‌লা- খাছা-রা-।

এবং রহ্‌মত (স্বরূপ) মোমেনদিগের জন্য, আর উহাতে (অর্থাৎ কোরআনে) ত (উল্টা) বৃদ্ধি করিয়া দেয় অবাধ্যগণের ক্ষতিই।

(২৬) "মাকাম মাহ্‌মূদ"-এর শব্দগত অর্থ হইতেছে—"প্রসংস্থিত স্থল", আর ছহী হাদীছ হইতে সাব্যস্ত হইয়াছে যে, মাকাম মাহ্‌মুদ সম্বন্ধে হজরত রছুলে-খোদার সহিত আল্লার যে, ওয়াদা রহিয়াছে, তাহা হজরত রছুলে-খোদার শাফাআতেরই সম্মান-বৈশিষ্ট্যতা। কারণ কেয়ামত-দিবসে সমস্ত লোক হয়রাণ হইয়া অগ্রবর্ত্তী নবীদিগের দ্বারা নিজ নিজ গোনাহের ছোপারেশ করাইবার মনন করিবে, কিন্তু যেহেতু নবীগণও মানুষ ছিলেন, তজ্জন্য সকল নবীরই দ্বারা কিছু না কিছু দোষ নিশ্চয়ই ঘটিয়া গিয়াছে; তজ্জন্য তাঁহারা নিজ নিজ দোশের কথা স্মরণ করিয়া শাফাআত করিতে সাহসী হইবেন না। অবশেষে আমাদের নবীয়ে আখেরোজ্জামান এ-বোঝা নিজের উপর গ্রহণ করিবেন। অর্থাৎ আল্লার তরফ হইতে হজরত নবীয়ে করীমের প্রতি সমস্ত লোকের শাফাআতের অনুমতি প্রদত্ত হইবে। আর আ'ম ও সাধারণ রহমত এ-সম্বন্ধে প্রাকাশ পাইবে যে, আমার প্রিয় হাবীব সকলের ছোপারেশ করেন এবং আল্লার দরগাহে তাঁহার ছোপারেশ কবুল হয়।

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ ۚ وَإِذَا

অএজা— আন্‌আম্‌না- আলাল্‌-এন্‌ছা-নে আ,- রাদা অনাআ- বেজা- নেবেহ্‌, অএজা-
আর যখন আমি কোন নেয়ামত দান করি মানুষকে তখন (উল্টা আমার দিক হইতে) মুখ ফিরিয়া লয় এবং নিজের পার্শ্বে খালি করিয়া থাকে আর যখন

مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا ۝ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ط

মাছ্‌ছাহোশ্‌শার্‌রো কা-না য়্যাউছা-। কোল্‌ কোল্লোই য়্যা'-মালো আলা- শা-কেলাতেহ্‌,
তাহাকে (কোন) কষ্ট স্পর্শ করে তখন আশা ত্যাগ করিয়া বসে। (হে নবি ! ইহাদিগকে) বল যে সকলেই আমল করিয়া থাকে নিজের (নিজের) রীতি অনুযায়ী,

فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ۝ وَيَسْأَلُونَكَ

ফারাব্বোকুম্‌ আ'লামো বেমান্‌ হোওয়া আহ্‌দা- ছাবীলা। ঌ অয়্যাছ্‌আলূনাকা
অপিচ তোমাদের পালনকারী বিশেষরূপ জানেন (সেই ব্যক্তিকে তোমাদের মধ্যকার) যে ব্যক্তি ঠিক সোজা পথের উপর রহিয়াছেন। (২৭) আর (হে নবি !) তোমার কাছে (লোক) জিজ্ঞাসা করিতেছে ع ৯/৯ রুকু

عَنِ الرُّوحِ ط قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ

আনের্‌রূহ্‌, কোলের্‌রূহো মেন্‌ আম্‌রে রাব্বী অমা— উতীতুম্‌ মেনাল্‌ এল্‌মে
জীবনের তাৎপর্য্য বিষয়ে, তুমি (উহাদিকে) বল জীবন আমার পালনকারীর একটি নির্দ্দেশ মাত্র আর তোমাদিগকে প্রদত্ত হইয়ছে (আল্লার ভেদ সম্বন্ধীয়) জ্ঞান

إِلَّا قَلِيلًا ۝ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا

ইল্‌লা- ক্বালীলা-। অলাএন্‌ শে'-না- লানাজ্‌হাবান্না বেল্‌লাজী— আও্‌হায়্‌না—
সামান্যই। আর (হে নবি !) যদি আমি ইচ্ছা করি (তাহা হইলে) নিশ্চয়ই আমি উঠাইয়া লইতে পারি যাহা (অর্থাৎ যে কোরআন আমি অহীর দ্বারায় প্রেরণ করিয়াছি

إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ۝ إِلَّا رَحْمَةً

এলায়্‌কা ছোম্মা লা- তাজ্জেদো লাকা বেহী আলায়্‌না- অকীলা- ;—ইল্‌লা-রাহ্‌মাতাম্‌
তোমার দিকে তারপর তোমার কোন সাহায্যকারীও মিলে না তাহাতে আমার মোকাবেলার ;—কিন্তু (ইহা কেবলমাত্র) দয়া

(২৭) ধর্ম্ম বিষয়ক তর্কালোচনার একটী প্রণালী ইহাও যে, অধিকতর কথাবার্ত্তা বলা হইলে প্রতিপক্ষের প্রতি উহা আদৌ ক্রিয়া করে না। তদ্রূপ অবস্থায় সেই তর্কলোচনাকে আল্লার হাওয়ালা করিয়া দেওয়া হয়। কারণ আল্লাহ্‌ই সকলের ভেদতত্ত্ব জানেন, কেয়ামত-দিবসে সত্যকে সত্য আর মিথ্যাকে মিথ্যা তিনিই করিয়া দেখাইবেন।

مِّنْ رَّبِّكَ ۭ اِنَّ فَضْلَهٗ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيْرًا ○ قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ

মেরাব্বেকা, ইন্না ফাদ্‌লাহু কা-না আলায়্‌কা কাবীরা-। কোল্ লাএনেজ্ তামাআতেল্

তোমার পালনকারীর (যে তিনি এরূপ করেন না), নিঃসন্দেহ তোমার প্রতি তাঁহার মহা করুণা রহিয়াছে। (হে নবি ! ইহাদিগকে) বল যদি জড় হয়

الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ

এন্‌ছো অল্‌-জেন্নো আলা— আই-য়্যা'-তু বেমেছ্‌লে হা-জাল্ কোর আ-নে লা য়্যা'তূনা

সমস্ত) মানুষ ও (সমস্ত) জেন এই বিষয়ের উপর যে উহারা (তৈয়ারী করিয়া) লইয়া আইসে এই কোরআনের অনুরূপ (কালাম) তত্রচও সক্ষম নহে

بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا ○ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا

বেমেছ্‌লেহী অলাও কা-না বা'-দোহুম্ লেবা'- দেন্ জাহীরা। অলাকাদ্ ছার্রাফ্‌না-

ইহার মত (তৈয়ারী করিয়া) লইয়া আসিতে যদিওচ উহাদের কেহ কেহ কাহারও কাহারও সাহয্যকারীও হয়। আর যদিওচ আমি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছি

لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۡ فَاَبٰٓى اَكْثَرُ النَّاسِ

লেন্না-ছে ফী হা-জাল্ কোর্‌আ-নে মেন্ কুল্লে মাছালেন্, ফাআবা— আক্‌ছারোন্না-ছে

লোকদিগের (বুঝিবার) জন্য এই কোরআনের মধ্যে সকল (প্রকার) মেছাল, কিন্তু (তত্রাচ) অধিকাংশ লোক নহে

اِلَّا كُفُوْرًا ○ وَقَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ

ইল্লা- কোফুরা। অকা-লূ লান্ নো'-মেনা লাকা হাৎতা- তাফ্‌জোরা লানা- মেনাল্

এন্‌কার করা ছাড়া। আর (হে নবি ! মক্কার কাফেরগণ তোমাকে বলে যে আমরা কখনই তোমার প্রতি ঈমান আনিব না যে পর্য্যন্ত (না) তুমি আমাদের জন্য বাহির কর (কোন প্রবাহমান) ঝরণা

الْاَرْضِ يَنْۢبُوْعًا ۙ اَوْ تَكُوْنَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّعِنَبٍ

আর্‌দে য়্যাম্‌বুআ- ;—আও তাকূনা লাকা জান্নাতোম্ মেন্ নাখীলেও অএনাবেন্

মৃত্তিকা হইতে ;—কিম্বা তোমার খেজুরের ও আঙ্গুরের কোন বাগান হয়

فَتُفَجِّرَ الْاَنْهٰرَ خِلٰلَهَا تَفْجِيْرًا ۙ اَوْ تُسْقِطَ السَّمَآءَ

ফাতোফাজ্জেরাল্ আন্‌হা-রা খেলা-লাহা- তাফ্‌জীরা- ;—আও তোছ্‌কেতাছ্‌ছামা—আ

আর তুমি প্রবাহিত করিয়া দেখাও সেই বাগানের মধ্যে মধ্যে বহু প্রণালী প্রবাহিত করার মত,— অথবা তুমি ফেলিয়া দাও আছমানের খণ্ড

كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا اَوْ تَاْتِىَ بِاللهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ

কামা- যাআম্‌তা আলায়্‌না- কেছাফান্ আও্‌ তা'-তেয়্যা বেল্‌লা-হে অল্‌-মালা—একাতে
আমাদের প্রতি যদ্রূপ তুমি বলিতেছ কিম্বা তুমি খোদা ও ফেরেশ্‌তাগণকে (আমাদের) সম্মুখে আনিয়া

قَبِيْلًا ۙ اَوْ يَكُوْنَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ اَوْ تَرْقٰى

ক্বাবীলা- ;— আও্‌ য়্যাকূ্না লাকা বায়্‌তোম্ মেন্ যোখ্‌রোফেন্ আও্‌ তার্‌ক্বা-
দাঁড় করাও ;—অথবা তোমার (বসবাসের জন্য) কোন কারুকার্য্য বিশিষ্ট বাড়ী হয় কিম্বা তুমি আরোহণ কর

فِى السَّمَآءِ ط وَلَنْ نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتّٰى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا

ফেছ্‌ছামা—এ, অলান্ নো'-মেনা লেরোক্বীয়্যেকা হাৎতা- তোনায্‌যেলা আলায়্‌না-
আছমানের উপর, আর কখনই আমরা বিশ্বাস করিব না তোমার (আছমানে) আরোহণ করার যে পর্য্যন্ত (না) তুমি নামাইয়া লইয়া আইস আমাদের প্রতি

كِتٰبًا نَّقْرَؤُهٗ ط قُلْ سُبْحَانَ رَبِّىْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا

কেতা-বান্ নাক্‌রাওহূ, ক্বোল্ ছোব্‌হা-না রাব্বী হাল্ কোন্তো ইল্‌লা- বাশারার্
(আল্লার নিকট হইতে একখানি) গ্রন্থ যে তাহা আমরা নিজেরা পড়িয়া লই, (হে নবি ! লোকদিগকে) বল ছোব্‌হা-নাল্লা-হ্ (আল্লাহ্ পবিত্র) আমি ত (এমনই) একজন (আল্লার বান্দা) মানুষ

رَّسُوْلًا ع وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْٓا اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰى ৫ ১০ ১০ রুকু

রাছুলা- । ع অমা- মানাআন্‌না-ছা আই-ইয়্যো'-মেনূ— এজ্ জ্বা—আ হোমোল্ হেদা—
(আল্লার) প্রেরিত । (২৮) আর লোকদিগের প্রতিবন্ধক দাঁড়ায় নাই ঈমান আনাতে (ইহার ছাড়া আর কোনও কিছু) যে যখন (আল্লার তরফ হইতে) আসিয়া চুকিয়াছিল লোকদিগের নিকটে হেদায়েত

اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَبَعَثَ اللهُ بَشَرًا رَّسُوْلًا ۝ قُلْ لَّوْ كَانَ

ইল্‌লা— আন্ ক্বা-লূ— আবাআছান্‌লা-হো বাশারার্ রাছূলা- । ক্বোল্ লাও্‌ কা-না
কিন্তু এই যে উহারা বলিতে লাগিয়া গিয়াছিল যে আল্লাহ্ কি মানুষ(কে) পয়গাম্বর (করিয়া) পাঠাইয়াছেন ? (হে নবি ! তুমি ইহাদিগকে (বল যে যদি হইত

(২৮) কোরআনে سبحان ربي "ছোব্‌হা-না রাব্বী" রহিয়াছে, উহার শাব্দিক অর্থ হইতেছে—"আমার পালনকারী পবিত্র", আর আমি (অনুবাদক) নিজেদের প্রচলিত কথা অনুযায়ী سبحان الله "ছোবহা-নাল্‌লা-হে" অর্থাৎ "আল্লাহ্ পবিত্র" অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, কারণ বিস্ময়াকর ক্ষেত্রে আমরা "ছোবনাল্‌লা-হ্"ই বলিয়া থাকে। "ছোবহা-না রাব্বী" এবং "ছোবহা-নাল্‌লা-হে" এই উভয় শব্দের অর্থ প্রায়ই এক।

فِي الْأَرْضِ مَلٰٓئِكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ

ফেল্-আর্দে মালা—একাতোই য়াম্শূনা মোৎমাএন্নীনা লানায্যাল্না- আলায়্হিম্

ভূ জগতে ফেরেশ্তা(রে বসবাস অর্থাৎ ইহারা ভূ-জগতে) শান্তির সহিত চলা-ফেরা করিতে (তাহা হইলে) নিশ্চয়ই আমি উহাদের প্রতি পাঠাইতাম

مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا ○ قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا بَيْنِيْ

মেনাছ্ছামা—এ মালাকার্ রাছূলা-। কোল্ কাফা- বেল্লা-হে শাহীদাম্ বায়্নী

আছমান হইতে ফেরেশ্তাকেই পয়গাম্বর (করিয়া)। (হে নবি ! ইহাদিগকে) বল আল্লাহ্ই যথেষ্ট সাক্ষী আমার

وَبَيْنَكُمْ ط إِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًا بَصِيْرًا ○ وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ

অবায়্নাকুম্, ইন্নাহূ কা-না বেএবা-দেহী খাবীরাম্ বাছীরা-। অমাই-য়্যাহ্দেল্লা-হো

ও তোমাদের মধ্যখানে, নিশ্চয় তিনি নিজের বান্দাগণের (অবস্থা) বিষয়ে অবহিত (আর তাহাদের কার্য্যাবলী তিনি) দেখিতেছেন। আর আল্লাহ্ যাহাকে হেদায়েত দান করেন

فَهُوَ الْمُهْتَدِ ج وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَآءَ

ফহোঅল্ মোহ্তাদে, অমাই-ইয়োদ্লেল্ ফালান্ তাজ্বেদা লাহুম্ আও্লেয়্যা—আ

সেই ব্যক্তিই ঠিক পথ পায়, আর যাহাকে (তিনি) পথভ্রষ্ট করেন তবে (হে নবি !) এরূপ পথভ্রষ্টগণের জন্য তুমি (অন্য কোন) সহায্যকারী(ও) প্রাপ্ত হইবে না

مِنْ دُوْنِهٖ ط وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا

মেন্ দূনেহী, অনাহ্শোরোহুম্ য়্যাও্মাল্ ক্বেয়্যা-মাতে আলা- ভোজূহেহিম্ ওম্য়্যাঙ্

আল্লার ছাড়া, আর আমি উহাদিগকে উঠাইব কেয়ামত-দিবসে (পায়ের দ্বারা নহে) উহাদের মুখের দ্বারা (২৯) অন্ধ অবস্থায়

وَّبُكْمًا وَّصُمًّا ط مَأْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ط كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنٰهُمْ

অবোক্মাঙ্ অছোম্মান্, মা'-ওয়া হুম্ জ্বাহান্নাম্, কোল্লামা- খাবাৎ যেদ্না-হুম্

ও গোঙ্গা অবস্থায় ও বধির অবস্থায়, উহাদের (শেষ) ঠিকানা দোজখ, যখন নিভিবার উপক্রম হইবে আমি উহাদের জন্য আরও:বেশী তেজ করিয়া দিব

(২৯) মানব-দেহে আল্লাহ্ যে-অঙ্গ যে-কার্য্যের জন্য সৃজন করিয়াছেন, সেই কার্য্য সেই অঙ্গেরই দ্বারা যথারীতি সম্পন্ন হইয়া থাকে। "মুখের দ্বারা উঠানো যাওয়া"র মর্ম্ম হইতেছে এই যে, দোজখী লোক মুখের দ্বারা পায়ের কাজ লইবে। অর্থাৎ দোজখীরা মুখের সাহায্যে ঘিস্ড়াইতে থাকিবে। ইহা ঘোরতর আজাব। মানবদেহে মানুষের শ্রেষ্ঠতর অঙ্গ হইতেছে—তাহার মুখ, আর নিকৃষ্টতর অঙ্গ হইতেছে—তাহার পা। কাজেই যখন পায়ের কাজ মুখের দ্বারা লওয়া হইবে, তখন তাহা শেষ শ্রেণীরই অপদস্থতা দাঁড়াইল।

النصف

سَعِيْرًا ۝ ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا وَقَالُوْا

ছায়ীরা-। জা-লেকা জাযা—ওহুম্ বেআন্নাহুম্ কাফারু বেআ-য়্যা-তেনা-- অক্বা-লূ—

দোজখের আগুনকে। ইহা (অর্থাৎ জাহান্নাম) উহাদের শাস্তি এজন্য যে উহারা আমার আয়তগুলিকে এনকার করিত আর (কেয়ামত হওয়ার কথা শুনিয়া) বলিত যে

ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا ۝

আএজা- কোন্না- এজা-মাণ্ড্ অরোফা-তান্ আইন্না-লামাব্উছুনা খাল্ক্বান্ জ্বাদীদা-।

যখন কি আমরা (মৃত্যুর পরে পচিয়া গলিয়া) হাড় ও টুকরা টুকরা হইয়া যাইব অদবস্থায়ও কি আমাদিগকে (আবার) নূতন সৃষ্টি করিয়া উঠাইয়া দাঁড় করানো হইবে।

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

আওয়া লাম্ য়্যারাও্ আন্নাল্লা-হাল্লাজী খালাক্বাছ্ছামা-ওয়া-তে অল্-আর্দে

ইহারা কি এ-বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করে নাই যে আল্লাহ্ যিনি আছমান ও জমীনকে সৃজন করিয়াছেন,

قَادِرٌ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ اَجَلًا لَّا رَيْبَ

ক্বা-দেরোন্ আলা— আই-য়াখলোকা মেছ্লাহুম্ অজ্বাআলা লাহুম্ আজ্বালাল্ লা- রায়্বা

(তিনি) এ-বিষয়েও ক্ষমাতাবান যে উহাদেরই মত (মানুষ পুনর্ব্বার) সৃজন করেন আর তিনি উহাদের (পুনঃ সৃজিত হওয়ার) জন্য এক নির্দ্দিষ্ট সময় ধার্য্য করেন কোনই সন্দেহ নাই

فِيْهِ ط فَاَبَى الظّٰلِمُوْنَ اِلَّا كُفُوْرًا ۝ قُلْ لَّوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ

ফী-হে, ফাআবাজ্জা-লেমূনা ইল্লা- কোফূরা-। কোল্ লাও্ আন্তুম্ তাম্লেকূনা

ইহাতে, ইহা সত্বে(ও এই) জালেমেরা কুফরীভাবের এন্কার ছাড়া থাকে নাই। (হে নবি ! ইহাদিগকে) বল যে যদি তোমাদের এখতিয়ারে থাকিত

خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَبِّيْٓ اِذًا لَّاَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْاِنْفَاقِ ط

খাযা—এনা রাহ্মাতে রাব্বী— এজাল্ লাআম্ছাক্তুম্ খাশ্য়্যাতাল্ এন্ফা-ক্ব্,

আমার পালনকারীর দয়ার ভাণ্ডার তাহা হইলে তোমরা (উহাকে) বন্ধ রাখিতে ব্যয়িত হইয়া যাওয়ার আশঙ্কায়,

وَكَانَ الْاِنْسَانُ قَتُوْرًا ع وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍ ع

অকা-নাল্ এন্সা-নো ক্বাতূরা-। ع অলাক্বাদ্ আ-তায়না- মূছা- তেছ্আ আ-য়্যা-তেম্ ১১/১১

আর মানুষ খুবই ক্ষুদ্র অন্তঃকরণের। (৩০) আর নিশ্চয়ই আমি মূছাকে নয়টী মো'-জেযাহ্ দান করিয়াছি রুকু

(৩০) য়িহুদীগণ, বিশেষ করিয়া আর আর মোশ্রেকগণও এই বিষয়ের হিংসা পোষণ করিত যে আল্লাহ্ কেন মোহাম্মদকে পয়গাম্বরীর জন্য নির্ব্বাচিত করিলেন, কেন মোহাম্মদের প্রতি কোরআন নাজেল হইল। কোরআনে এই ভাবের কথার আরও কয়েক স্থানে উল্লেখ রহিয়াছে। আর এস্থলেও ইহারি দিকে ইঙ্গিত বলিয়া মনে হইতেছে।

بَيِّنٰتٍ فَسْـَٔلْ بَنِىٓ اِسْرَآءِيْلَ اِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهٗ

বায়্যেনা-তেন্ ফাছ্আল্ বানী—এছ্রা—য়ীলা এজ্ জা—আহুম্ ফাক্বা-লা লাহু

সুস্পষ্ট (৩১) অতএব (হে নবি ! তুমি) বানী-এছরায়ীলকে(ও) জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ যে যখন মুছা বানী-এছরায়ীলের নিকটে আগমন করিয়াছিল তখন মুছাকে বলিয়াছিল

فِرْعَوْنُ اِنِّىْ لَاَظُنُّكَ يٰمُوْسٰى مَسْحُوْرًا ۝ قَالَ لَقَدْ

ফের্ আওনো ইন্নী লাআজোন্নোকা ইয়্যা- মূছা- মাছ্হূরা-। ক্বা-লা লাক্বাদ্

ফেরাউন যে, হে মুছা আমি ত তোমার সম্বন্ধে (এইরূপ) অনুমান করিতেছি যে কেহ তোমার উপর যাদু করিয়া (তোমাকে পাগল করিয়া) দিয়াছে। (ইহা শ্রবণ করতঃ মুছা) বলিল যে অপনি * (এতটুকু কথা) নিশ্চয়ই

عَلِمْتَ مَآ اَنْزَلَ هٰٓؤُلَآءِ اِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

আলেম্তা মা— আন্যালা হা—উলা— এ ইল্লা- রাব্বোছ্ছামা-ওয়া-তে অল্-আর্দে

জানেন যে আছমান ও জমীনের প্রভুই এই সমস্ত (মো'-জেযাহ) অবতরণ করিয়াছেন

بَصَآئِرَ ۚ وَاِنِّىْ لَاَظُنُّكَ يٰفِرْعَوْنُ مَثْبُوْرًا ۝ فَاَرَادَ

বাছা—এর্, অইন্নী লাআজোন্নোকা ইয়্যা- ফের্আও্নো মাছ্বূরা-। ফাআরা-দা

দেখাইবার জন্য (যে এ সকল দেখিয়া তাহারা আল্লাহকে চিনে), আর হে ফেরাউন (আপনি আমার উপর যাদুর অনুমান করিয়াছেন) আপনার সম্বন্ধে আমার অনুমান ত এই যে আপনার ধ্বংস-কাল উপস্থিত হইয়াছে। অনন্তর (ফেরাউন) মনন করিল

اَنْ يَّسْتَفِزَّهُمْ مِّنَ الْاَرْضِ فَاَغْرَقْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ جَمِيْعًا ۙ

আই-য়াছ্তাফেয্ যাহুম্ মেনাল্ আর্দে ফাআগ্ রাক্ না-হো অমাম্ মাআহূ জামীআঙ্;—

যে বানী-এছরায়ীলকে (যে কোন প্রকারে হউক) দেশ হইতে দূর করিয়া দেয় তখন আমি তাহাকে (নীলনদে) ডুবাইয়া দিলাম আর যাহারা ফেরাউনের সঙ্গে ছিল সকলকে(ই ডুবাইয়া দিলাম),—

(৩১) হজরত মুছা(আঃ ছাঃ)কে আল্লাহ যে নয়টী মো'-জেযাহ দান করিয়াছিলেন, নবম পারার ষষ্ঠ রুকুতে তাহার বর্ণনা রহিয়াছে, তথায় দ্রষ্টব্য।

* যেহেতু হজরত মুছা (আঃ) ফেরাউনের কাছে প্রতিপালিত হইয়া ছিল, আর ফেরাউন তৎসময়ের বাদশাহ ছিল এবং আল্লাহ্ হজরত মুছাকে নির্দ্দেশও দিয়াছেন যে, তুমি ফেরাউনকে সরলভাবে বুঝাইবে, এই সমস্ত কারণে আমি (অর্থাৎ অনুবাদক) ফেরাউনের প্রতি সম্মানজনক শব্দের প্রয়োগ করিয়াছি।

وَقُلْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ لِبَنِىٓ اِسْرَآءِيْلَ اسْكُنُوا الْاَرْضَ فَاِذَا جَآءَ

আক্কোল্‌না- মেম্‌বা-দেহী লেবানী—এছ্‌রা—য়ীলাছ্‌কোনোল্‌ আর্‌দা ফাএজা-জ্বা—আ

আর ফেরাউনের নিমর্জ্জনের পরে আমি বানী-এছরীলকে বলিলাম যে (এক্ষণ এই) দেশে তোমরা(ই) বসবাস কর তারপর যখন আসিয়া উপস্থিত হইবে

وَعْدُ الْاٰخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيْفًا ؕ وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ

অ'-দোল্‌ আ-খেরাতে জ্বে'-না- বেকুম্‌ লাফীফা-। অবেল্‌ হাক্‌কে আন্‌যাল্‌না-হো

আখেরাতের ওয়াদা (তখন) আমি তোমাদের(সকল)কে (নিজের নিকটে) আনিয়া উপস্থিত করিব সংকুচিত করিয়া। আর (হে নবি!) আমি সত্যের সহিত নাজেল করিয়াছি কোরআনকে

وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ؕ وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا

অবেল্‌ হাক্‌কে নাযালা, অমা— আর্‌ছাল্‌না-কা ইল্‌লা- মোবাশ্‌শেরাঙ্‌ অনাজীরা-।

আর সত্যেরই সহিত উহা নাজেল হইয়াছে, (৩২) আর আমি ত তোমাকে প্রেরণ করিয়াছি (পুণ্যাতাগণকে আল্লার সন্তুষ্টির) সুসংবাদদাতা এবং) পাপাত্মাগণকে আল্লার শাস্তির) ভয়প্রদর্শক করিয়া।

وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ

অক্কোর্‌আ-নান্‌ ফারাক্‌না-হো লেতাক্‌রাআহূ আলান্না-ছে আলা- মোক্‌ছেঙ্‌

আর কোরআনকে আমি সামান্য সামান্য করিয়া (এ-উদ্দেশ্যে) নাজেল করিয়াছি যাহাতে তুমি উহা পড়িয়া শুনাও লোকদিগকে (সময় সুযোগমত) ফোরছৎ মোতাবেক

وَّنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلًا ۝ قُلْ اٰمِنُوْا بِهٖٓ اَوْ لَا تُؤْمِنُوْا ؕ

অনায্‌যাল্‌না-হো তান্‌জীলা-। ক্কোল্‌ আ-মেনূ বেহী— আও্‌লা- তো'-মেনূ,

আর (এই উদ্দেশ্যে) আমি উহা নাজেল করিয়াছি ক্রমে ক্রমে। (হে নবি! ইহাদিগকে) বল যে তোমরা কোরআনকে মান্য কর অথবা অমান্য কর, (৩৩)

اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖٓ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ

ইন্নাল্লাজীনা উনোল্‌ এল্‌মা মেন্‌ ক্বাব্‌লেহী— এজা- ইয়্যাৎলা আলায়্‌হিম্‌

যাহাদিগকে প্রদত্ত হইয়াছে (আছমানী কেতাবের) এলম্‌ কোরআনের অগ্রে (তাহাদের অবস্থা ত এই যে) যখন তাহাদের সম্মুখে পঠিত হয়

(৩২) অর্থাৎ—কোরআনের যত কিছু কথা, সমস্তই সম্পূর্ণ ঠিক ও সত্য। কোরআন এরূপ গ্রন্থ যে, ইহাতে কোনও কথা বেঠিক নাই—আল্লাহ্‌ এ-ভাবেরই কোরআন প্রেরণ করিয়াছেন। আর তিনি যে-ভাবেরই প্রেরণ করিয়াছেন, সেই ভাবেরই বিনা কমী-বেশীতে ইহা দুনিয়ায় নাজেল হইয়াছে। অর্থাৎ মধ্যখানে কে ইহাতে কোন প্রকারের হস্তক্ষেপ করে নাই।

(৩৩) অর্থাৎ—কোরআন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ব্ববর্ত্তী আছমানী কেতাবগুলিতে মওজুদ ছিল। আর আহলে-কেতাব অর্থাৎ গ্রন্থধারীগণ কোরআন এবং শেষ নবীর প্রতীক্ষায় ছিল। ফলতঃ যাহারা সত্যাগ্রহী তাহারা ত কোরআন শ্রবণে বুঝতে পারিয়াছিল যে, ইহা সেই পূর্ব্ব ওয়াদারই পূরণ, আর সেই সাথে সাথে তাহারা ঈমানও আনিয়া ছিল।

ফরজ ছেজদাহ

يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا ۙ وَّيَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنْ

য়্যাখের্‌রূনা লেল্‌-আজ্‌কা-নে ছোজ্জাদাও,—অয়্যাকূলূনা ছেব্‌হা-না রাব্বেনা— ইন্‌

তখন অধঃ-সংযোগে ছেজ্‌দায় পড়িয়া যায়,—আর: বলিতে থাকে যে আমাদের পালনকারী পবিত্র নিশ্চয়ই

كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا ○ وَيَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ

কা-না অ'-দো রাব্বেনা- লামাফ্‌উলা- । অয়্যাখের্‌রূনা লেল্‌-আজ্‌কা-নে য়্যাব্‌কূনা

আমাদের পালনকারীর ওয়াদা পূর্ণ হওয়ারই ছিল। আর অধঃ-সংযোগে পড়িয়া যায় (ছেজ্‌দায়) ক্রন্দন করিতে করিতে

وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا ○ قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ۭ اَيًّا مَّا تَدْعُوْا

অয়্যাযীদোহুম্‌ খোশূআ-। কোলেদ্‌ওল্লা-হা আফেদ্‌ওর্‌রাহ্‌মা-ন, আয়য়্যাম্‌ মা- তাদ্‌উ

আর (কোরআনের দরুণ আরও) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তাহাদের বিনয়ভাব। (হে নবি! তুমি ইহাদিগকে বল যে তোমরা (খোদাকে) আল্লাহ্‌ (বলিয়া) ডাক কিম্বা রাহ্‌মান (বলিয়া) ডাক, যাহাতেই (অর্থাৎ যে নামেই) ডাকিবে

فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۚ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ

ফালাহোল্‌ আছ্‌মা— ওল্‌ হোছ্‌না- অলা- তাজ্‌হার্‌ বেছালা-তেকা অলা- তোখা-ফেৎ

তবে তাঁহার সকল নাম(ই) উত্তম, আর (হে নবি!) তুমি নিজের নামাজ চেঁচাইয়াও পড়িও না আর (অধিক) নিঃশব্দে(ও) পড়িও না।

بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ○ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ

বেহা- অব্‌তাগে বায়্‌না জা-লেকা ছাবীলা-। অকোলেল্‌ হাম্‌দো লেল্‌লা-হেল্‌লাজী

উহাকে বরং ইহার (অর্থাৎ এ-দুইয়ের) মধ্যে (মধ্যে এক মধ্যম) পন্থা অবলম্বন করিও। আর তুমি বল সকল প্রকার প্রশংসা আল্লারই (উপযুক্ত) যিনি

لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ

লাম্‌ য়্যাত্তাখেজ্‌ অলাদাও, অলাম্‌ য়্যাকোঁল্‌লাহু শারীকোন্‌ ফেল্‌-মোল্‌কে অলাম্‌

না-ত সন্তান রাখেন আর না তাঁহার কেহ শরীক আছে (দুই জাহানের) বাদশাহীতে, আর না

يَكُنْ لَّهٗ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا ع

য়্যাকোঁ লল্লাহু অলীয়্যোম্‌ মেনাজ্জোল্লে অকাব্বের্‌হো তাক্‌বীরা-। ع

কেহ রহিয়াছে তাঁহার সাহায্যকারী (তাঁহার) দুর্ব্বলতার জন্য আর তুমি (যখন তখন) তাঁহার গর্ব্ব করিতে থাকিও।

৫ ১২ ১২ রুকু ১০১

ছুরা—কাহ্ফ্ মক্কায় অবতীর্ণ।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ বিছ্মিল্লা-হির্রাহ্মা-নির্রাহীম্। অতি দয়াবান পরম কৃপালু আল্লা'র নামে।	এই ছুরায় ১২ রুকু ১৮শ ছুরা ও ১১০ আয়ত।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ

আল্-হাম্দো লেল্লা-হেল্লাজী— আন্যালা আলা- আব্দেহেল্ কেতা-বা অলাম্
সর্ব্বপ্রকারের প্রশংসা আল্লারই (উপযুক্ত) যিনি নিজের বান্দার (অর্থাৎ মোহাম্মদের) উপর কোরআন নাজেল করিয়াছেন আর উহাতে (অর্থাৎ কোরআনে কোনও প্রকারের)

يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا ۜ قَيِّمًا لِّيُنْذِرَ بَاْسًا شَدِيْدًا

য়্যাজ্আল্ লাহু এওজা- । ক্বায়্যেমাল্ লেইয়্যোন্জেরা বা'-ছান্ শাদীদাম্
প্যাচকোঁচ লাগাইয়া রাখেন নাই। এ-অবস্থায় যে সঠিক রাখে দীনকে যাহাতে ভয় প্রদর্শন করে যে-কঠোর শাস্তি

مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ

মেঁল্লাদোন্হো অইয়্যোবাশ্শেরাল্ মো'-মেনীনাল্লাজীনা য়্যা'-মালুনাছ্ছা-লেহা-তে
আল্লার নিকট হইতে (কাফেরদিগের প্রতি আসিতেছে লোকদিগকে তাহা হইতে) আর সুসংবাদ দান করে মোমেনদিগকে যাহারা সৎকার্য্য করিয়া থাকে

اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا ۙ مّٰكِثِيْنَ فِيْهِ اَبَدًا ۙ وَّيُنْذِرَ

আন্না লাহুম্ আজ্রান্ হাছানাম্,— মা-কেছীনা ফী-হে আবাদাও,— অইয়্যোন্জেরাল্-
এই বিষয়ের যে তাহাদের জন্য (আল্লার নিকট অতি) উত্তম পুরস্কার রহিয়াছে (অর্থাৎ বেহেশ্ত),— তাহাতে তাহারা (চির) চিরকাল থাকিবে,—আর ভয় প্রদর্শন করে

الَّذِيْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۙ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ

লাজীনা ক্বা-লোত্তাখাজাল্লা-হো অলাদা-। মা- লাহুম্ বেহী মেন্ এল্মেঙ্
(আল্লার আজাব হইতে) তাহাদিগকে যাহারা বলে যে আল্লাহ্ সন্তান রাখেন। না ইহাদেরই ইহার (অর্থাৎ এ-বিষয়ের) কিছু তাহকীক আছে

وَّلَا لِاٰبَآئِهِمْ ۗ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ۗ

অলা- লেআ-বা—এহিম্' কাবোরাৎ কালেমাতান্ তাখ্রোজো মেন্ আফ্ওয়া-হেহিম্,
আর না ইহাদের পিতৃপুরুষগণের (ছিল), বিষম (কঠিন) কথা যাহা ইহাদের মুখ হইতে বাহির হয়,

اِنْ يَّقُوْلُوْنَ اِلَّا كَذِبًا ۝ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰٓى

ইই-য়্যাকূলূনা ইল্লা- কাজেবা-। ফালাআল্লাকা বা-খেওন্ নাফ্ছাকা আলা—

ইহারা ভারি মিথ্যা বলিয়া থাকে। অপিচ (হে নবি!) সম্ভবতঃ তুমি নিজের জান হালাক করিয়া বসিবে ইহা-

اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا ۝ اِنَّا جَعَلْنَا

আ-ছা-রেহিম্ ইয়্যো'-মেনূ বেহা-জাল্ হাদীছে আছাফা-। ইন্না- জ্বাআল্না-

দের পশ্চাতে যদি ইহারা অমান্য করে এই কথাকে আক্ষেপের বশে। নিশ্চয় আমি (তাহাকে) করিয়াছি

مَا عَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۝

মা- আলাল্ আর্‌দে যীনাতাল্লাহা- লেনাব্‌লোওহুম্ আয়্যোহুম্ আহ্ছানো আমালা-।

ভূ-জগতের শোভন যাহা কিছু ভূ-জগতে রহিয়াছে যাহাতে আমি লোকদিগকে পরীক্ষা করি যে উহাদের কে উত্তম কার্য্যের দিক দিয়া।

وَاِنَّا لَجٰعِلُوْنَ مَا عَلَيْهَا صَعِيْدًا جُرُزًا ۝ۭ اَمْ حَسِبْتَ اَنَّ

অইন্না- লাজ্বা-এলূনা মা- আলায়্‌হা- ছায়ীদান্ জোরোযা-। আম্ হাছেব্‌তা আন্না

আর নিশ্চয় (এক দিবস) আমি ভূমিকে বিলুপ্ত করিয়া) খোলা মাঠ বানাইয়া দিব (উহার সমস্ত জিনিষকে) যাহা (কিছু) ভূমিতে রহিয়াছে। (হে নবি!) তুমি কি (এরূপ) খেয়াল করিয়া থাক যে

اَصْحٰبَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيْمِ كَانُوْا مِنْ اٰيٰتِنَا عَجَبًا ۝ اِذْ اَوَى

আছ্‌হা-বাল্ কাহ্‌ফে অর্রাকীমে কা-নূ মেন্ আ-য়্যা-তেনা- আজ্বাবা-। এজ্ আওল্

গর্ত্তে অবস্থানকারী ও খোদিত (অর্থাৎ আছহাবে-কাহফ) আমার (কোদরতের) নিদর্শনাবলীর মধ্য হইতে (এক) আশ্চর্য্যজনক (নিদর্শন) ছিল? (১) যখন আশ্রয় গ্রহণ করে

(১) 'আছহাবে-কাহ্ফ্-এর মোটামুটি ঘটনা জনসাধারণের মধ্যে মশহূর রহিয়াছে। উহার বিস্তারিত অবস্থা জানিবার উপায় নাই। কিছু কিছু তথ্য ইতিহাস-সাহায্য আর কিছু কিছু আছমানী কেতাব হইতে সংগ্রহ করা যায়। কোরআনে আল্লাহ্ ইহাকে "আছ্‌হা-বোল্ কাহ্‌ফে অর্রাকীম" ফর্ম্মিয়াছেন। 'কাহ্ফ'-এর অর্থ—গর্ত্ত, আর "রাকীম"-এর অর্থ—আমি "খোদিত" গ্রহণ করিয়াছি। কারণ আছ্‌হাবে-কাহ্‌ফের কথা স্মরণ রাখিবার জন্য লোক হয় ত প্রাচিরগাত্রে খোদাইয়া দিয়াছিল, অথবা পৃথক পাথর খোদাইয়া গর্ত্তের মুখে স্থাপন করিয়াছিল। আছ্‌হাবে-কাহ্‌ফ্‌কে 'গর্ত্তের' দিক দিয়া "আছ্‌হাবে-কাহ্‌ফ" আর 'খোদনের' দিক দিয়া "আছ্‌হাবোর্রাকীম" বলা হইয়াছে। অতঃপর বলা হইয়াছে,—আছ্‌হাবে-কাহ্‌ফ্-এর অবস্থা আমার কোদরতের নিদর্শন সমূহের মধ্যে ত নিশ্চয়ই, কিন্তু উহাকেই আশ্চর্য্যের মনে করা উচিত নহে। কারণ দুনিয়ার সমস্ত সাধারণ ঘটনা এবং সমস্ত সৃষ্টি—সব হইতেই আল্লার কোদরত প্রকাশ পাইতেছে। পারস্য কবি কি সুন্দর কথাই বলিয়াছেন :—

برگ درختان سبز در نظر هوشیار – هر ورقے دفتریست معرفت کردگار

অর্থ—শ্যামল বৃক্ষের পত্রে কর তুমি নিরীক্ষণ,
প্রতি পত্রে পাবে বহু মহিমা'র নিদর্শন।•

الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً

ফেৎয়্যাতো এলাল্ কাহ্‌ফে ফাকা-লু রাব্বানা— আ-তেনা- মেঁল্‌লাদোন্‌কা রাহ্‌মাতাঙ্

কতিপয় জওয়ান গর্ত্তে তখন তাহার দোআ করে যে হে আমাদের পালনকারী আমাদের প্রতি নিজ দরবার হইতে রহমত নাজেল করুন

وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۝ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ

অহায়্যেয়্'- লানা- মেন্ আম্‌রেনা- রাশাদা- । ফাদারাব্‌না- আলা— আ-জা-নেহিম্

আর আমাদের এই কার্য্যের সফলতা(র সম্বল) মওজুদ করুন। তখন আমি উহাদের কর্ণগুলিকে বন্ধ করিয়া দিই

فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۝ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ

ফেল্-কাহ্‌ফে ছেনীনা আদাদান্,—ছোম্মা বাআছ্‌না-হুম্ লেনা'-লামা আয়্যুইয়োল্

গর্ত্তে (অর্থাৎ উহারা গর্ত্তে ঘুমাইয়া পড়ে) কতিপয় বৎসরের জন্য। তারপর আমি উহাদিগকে (ঘুম হইতে জাগাইয়া) উঠাই যাহাতে আমি প্রকাশ করি যে দুই দলের

الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ۝ نَّحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ

হেয্‌বায়্‌নে আহ্‌ছা- লেমা- লাবেছূ— আমাদা- ৫ নাহ্‌নো নাকোছ্‌ছো আলায়্‌কা

কোন্‌টার (গর্ত্তে) অবস্থিতি-কাল ভালরূপ স্মরণ আছে। (২) (হে নবি!) আমিই (এক্ষণ) তোমাদের নিকট বর্ণনা করিতেছি

৫ ১ ১৩ রুকু

نَبَأَهُم بِالْحَقِّ ۚ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ

নাবাআহুম্ বেল্-হাক্‌কে ইন্নাহুম্ ফেৎয়্যাতোন্ আ-মানু বেরাব্বেহিম্ অযেদ্‌না-হুম্

উহাদের কেচ্ছা যথাযথ রূপে, উহারা কতিপয় জওয়ান ছিল উহারা তাহাদের পালনকারীর প্রতি ঈমান আনিয়া ছিল আর (প্রতিদিন) আমি উহাদিগের অধিকই করিয়া দিতে ছিলাম

هُدًى ۝ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا

হোদাঙ্,— অরাবাত্‌না- আলা- কোলুবেহিম্ এজ্-কা-মূ ফাকা-লূ রাব্বোনা-

হেদায়েত;—আর আমি উহাদের অন্তঃকরণে (নিবিষ্টতর) গিয়া বাঁধিয়া দিয়াছিলাম যখন (উহাদের তৎসময়ের বাদশাহ বোৎ-পোরস্তীর প্রতি বাধ্য করিয়াছিল তখন) উহারা উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছিল এবং বলিয়া উঠিয়া ছিল যে আমাদের প্রভু (ত তিনিই যিনি)

---

(২) আছ্‌হাবে-কাহ্‌ফ্ নিদ্রা হইতে জাগিয়া এই কথায় তর্ক শুরু করিয়াছিল যে, তাহারা কত সময় নিদ্রিত ছিল। এই লইয়া উহাদের মধ্যে দুই দলের সৃষ্টি হয়। কোরআনে ত এক দলের উক্তি কিঞ্চিৎ অগ্রে যাইয়া বর্ণনা হইয়াছে যে, আমরা এক দিবস অথবা ইহা অপেক্ষাও কম সময় নিদ্রিত ছিলাম। আর অন্য দলের কি উক্তি ছিল, তাহার কোন উল্লেখ নাই। তাহারা অন্য কিছু বলিয়া থাকিবে।

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَنْ نَّدْعُوَا مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلٰهًا

রাব্বোছ্‌ছামা-ওয়া-তে অল্‌-আরদে লান্‌ মাদ্‌য়ো- মেন্‌ দূনেহী— এলা-হাল্‌

আছমান জমীনের প্রভু আমরা ত কখনই ডাকিবনা তাঁহার ছাড়া (নিজেদের হাজত-রওয়াঈর জন্য) কোনও (মিথ্যা) মা'বুদকে

لَّقَدْ قُلْنَآ اِذًا شَطَطًا ۝ هٰٓؤُلَآءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ

লাকাদ্‌ কোল্‌না—এজান্‌ শাতাতা-। হা—উলা—এ কাওমোনাত্তাখাজু মেন্‌ দূনেহী—

যদি আমরা এরূপ করি তাহা হইলে আমরা খুবই অন্যায় কথা বলিলাম। ইহারাই আমাদের কওম(-এর লোক) ইহারা ধরিয়া রহিয়াছে আল্লার ছাড়া

اٰلِهَةً ط لَوْلَا يَاْتُوْنَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطٰنٍۢ بَيِّنٍ ط فَمَنْ

আ-লেহাহ্‌, লাও্‌ লা- য়্যা'-তূনা আলায়্‌হিম্‌ বেছোল্‌তা-নেম্‌ বায়্‌য়েনেন্‌, ফামান্‌

(অন্য অন্য) মা'বুদ. ইহারা কেন পেশ করেনা উহাদের (মা'বুদ হওয়ার) উপর সুস্পষ্ট ছনদ, অতএব কে

اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۝ وَاِذِ اعْتَزَلْتُمُوْهُمْ

আজ্‌লামো মেম্‌মানেফ্‌তারা- আলাল্‌লা-হে কাজেবা-। অএজে'-আযাল্‌তোমূহুম্‌

বড় জালেম তাহা অপেক্ষা যে-ব্যক্তি আল্লার প্রতি মিথ্যা দোষ চাপায়। আর (পুনর্ব্বার একে অন্যের সহিত বলিতে লাগিল যে) যখন তোমরা দূরে সরিয়াছ নিজেদের লোক হইতে

وَمَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ فَاْوٗٓا اِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ

অমা-য়্যা'-বোদূনা ইল্‌লাল্‌লা-হা ফা'-ভূ— এলাল্‌ কাহ্‌ফে য়্যান্‌শোর্‌ লাকুম্‌ রাব্বোকুম্‌

আর আল্লার ছাড়া যাহাদের (অর্থাৎ যে সকল মিথ্যা মা'বুদের) ইহারা পূজা করিয়া থাকে তাহাদের হইতে তখন (চল অমুক) গর্ত্তে গিয়া ব'সো তোমাদের প্রভু তোমাদের জন্য প্রশস্ত করিবেন,

مِّنْ رَّحْمَتِهٖ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِّنْ اَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا ۝ وَتَرَى الشَّمْسَ

মেরাহ্‌মাতেহী অইয়োহায়্‌য়ো'- লাকুম্‌ মেন্‌ আম্‌রেকুম্‌ মের্‌ফাকা-। অতারাশ্‌শাম্‌ছা

নিজের রহমত(-এর ছায়া) আর তোমাদের এই কার্য্যে তোমাদের আরামের সম্বল মওজুদ করিবেন। (ফলকথা, উহারা গর্ত্তে এরূপ স্থানে যাইয়া লুকাইল যে, সম্বোলিত !) তখন তুমি দেখিবে সূর্য্যকে) অস্তগমন

اِذَا طَلَعَتْ تَّزٰوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَاِذَا غَرَبَتْ

এজা- তালাআৎ তাযা-অরো আন্‌ কাহ্‌ফেহিম্‌ জা-তাল্‌ য়্যামীনে অএজা- গ্বারাবাৎ-

যখন উদিত হয় (তখন) ঝুকিয়া পড়ে উহাদের গর্ত্ত হইতে দক্ষিণ দিকে আর যখন (সূর্য্য) অস্তগমন করিতে থাকে

تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ط ذٰلِكَ

তাক্‌রেদোহুম্ জা-তাশ্‌শেমা-লে অহুম্ ফী ফাজ্‌অতেম্ মেন্‌হো, জা-লেকা

তখন তাহাদের হই.ত বাম দিকে কৰ্ত্তিত হইয়া থাকে আর (ইহা গর্ত্তের সঙ্কোচনের জন্য নহে বরং) উহারা গর্ত্তে অতি প্রশস্ত স্থানে (ছায়ায় আরামে শুইয়া রহিয়াছে, ইহা(ও)

مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ ط مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ج وَمَنْ يُّضْلِلْ

মেন্ আ-য়্যা-তেল্‌লা-হে, মাই-য়্যাহ্‌দেল্‌লা-হো ফাহোওয়াল্ মোহ্‌তাদে, অমাই-ইয়োদ্‌লেল্

আল্লার (কোদ্‌রতের-) নিদর্শনাবলী(র একটী নিদর্শন), (৩) আল্লাহ্ যাহাকে হেদায়েত দান করেন সেই ব্যক্তিই ঠিক পথের উপর, আর তিনি যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন

فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ع وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاظًا وَّهُمْ

ফালান্ তাজেদা লাহূ অলীয়্যাম্ মোর্‌শেদা। ৪ অতাহ্‌ছাবোহুম্ আয়্‌কা-জাঙ, অহুম্ ৪ ২ — ১৪ রুকু

তবে (হে নবি !) তুমি তাহার কোন কারছাজ পথ প্রদর্শক প্রাপ্ত হইবে না। (হে সম্বোধিত !) তুমি ইহাদিগকে মনে করিয়াছ যে জাগিতেছে উহারা ত

رُقُوْدٌ صلے وَّنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَذَاتَ الشِّمَالِ صلے وَكَلْبُهُمْ

রোকূদোঙ, অনোকাল্লেবোহুম্ জা-তাল্ য়্যামীনে অজা-তাশ্‌শেমা-লে, অকাল্‌বোহুম্

ঘুমাইতেছে, আর আমি ডাহিন দিকে ও বাম দিকে উহাদের পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়া থাকি, আর উহাদের (একটী) কুকুর(ও রহিয়াছে সেই সেই কুকুর)

بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ ط لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ

বা-ছেতোন্ জেরা-আয়্‌হে বেল্-অছীদে, লাভেত্তালা'-তা আলায়্‌হিম্ লাঅল্লায়্‌তা

চৌ-পায়ার উপর নিজের হস্ত বিছাইয়া রহিয়াছে, (হে সম্বোধিত !) যদি তুমি উহাদিগকে (এই অবস্থার উপর হইতে) উঁকি মারিয়া দেখ তবে নিশ্চয়ই তুমি উহাদের হইতে পিঠ ফিরিয়া পালাইতে উদ্যত হইবে

مِنْهُمْ فِرَارًا وَّلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ٥ وَكَذٰلِكَ بَعَثْنٰهُمْ

মেন্‌হুম্ ফেরা-রাঙ, অলামোলে'-তা মেন্‌হুম্ রো'-বা-। অকাজা-লেকা বাআছ্‌না-হুম্

আর (উহাদের অবস্থা দর্শন করিলে) উহাদের হইতে নিশ্চয় তোমার মধ্যে ত্রাস সান্ধাইয়া যাইবে আর (যদ্রূপ আমি নিজের কোদ্‌রতে উহাদিগকে নিদ্রাভিভূত করিয়া দিয়াছিলাম) অনুরূপই আমি উহাদিগকে (নিজের কোদ্‌রতে জাগ্রত করিয়াও) তুলিয়াছিলাম

(৩) পাহাড়ে গর্ত্তের হওয়া, শুধু হওয়া নহে—প্রশস্ত হওয়া আর এ-ভাবের হওয়া যে, সূর্য্যোদয়কালে দক্ষিণ দিকে গর্ত্তে বিছাইয়া থাকে আর মধ্যাহ্নের পর বাম দিকে কাটিতে কাটিতে অস্ত যাওয়া—এ-সমস্ত আল্লারই অপার মহিমা। ভাষ্যকারগণ গর্ত্তের স্থল স্থিরীকরণার্থ অর্থাৎ উহা কি ঢপের ছিল যে, সূর্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত উভয় সময়ে ইহা হইতে পৃথক থাকিত ইত্যাদি. বহু রকমের গবেষণা করিয়াছেন। আমি (অনুবাদক) সেগুলিকে আবশ্যক বিবেচনা করি নাই। আছহাবে-কাহফের সংখ্যা সম্বন্ধে অধিক খোঁজ লওয়া আল্লাহ্ আবশ্যক মনে করেন নাই এবং অগ্রে যাইয়া পয়গাম্বর (দঃ)কে ফর্ম্মাইলেন যে, ইহাতে অধিক মাথা ঘামাইলে কোন ফল নাই।

لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا

লেয়্যাতাছা—আলু বায়্নাহুম্, ক্বা-লা ক্বা—এলোম্ মেন্হুম্ কাম্ লাবেছ্তুম্, ক্বা-লূ
যাহাতে উহারা নিজেরা পরস্পরের জিজ্ঞাসাবাদ করিতে থাকে, উহাদের জনৈক কথক কহিল (বল ত এই গর্ত্তে) তোমরা কত সময় অবস্থিতি করিয়াছ, উহারা বলিল

لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا

লাবেছ্না- য়্যাও্মান্ আও্ বা'-দা য়্যাও্ম্, ক্বা-লূ রাব্বোকুম্ আ'-লামো বেমা-
আমরা অবস্থিতি করিয়াছি এক দিবস অথবা এক দিবসেরও কম (সময়), (অবশেষ) সকলে বলিয়া উঠিল তোমাদের পালনকারীই বিশেষরূপ জানেন যত সময়

لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ

লাবেছ্তুম্ ফাব্আছূ— আহাদাকুম্ বেঅরেক্বেকুম্ হা-জেহী— এলাল্ মাদীনাতে
তোমরা (গর্ত্তে) অবস্থান করিয়াছ, অতএব (এক্ষণ) তোমরা প্রেরণ কর নিজেদের এক ব্যক্তিকে নিজেদের এই মুদ্রাসহ শহরেরদিকে

فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ

ফাল্য়্যান্জোর্ আয়্ইয়োহা— আয্কা- তাআ-মান্ ফাল্য়্যা'-তেকুম্ বেরেয্কেম্ মেন্হো
যাহাতে সেই ব্যক্তি (যাইয়া) দেখে যে উহাতে কোন্ বিশুদ্ধ খাদ্য সামগ্রী রহিয়াছে তাহা হইলে উহা হইতে (আবশ্যক পরিমাণ) খাদ্য-সামগ্রী তোমাদের নিকটে লইয়া আসিবে

وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ○ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا

অল্-য়্যাতালাত্তাফ্ অলা- ইয়োশ্এরান্না- বেকুম্ আহাদা-। ইন্না-হুম্ ইই-য়্যাজ্হারূ
আর (যেন) ঠাণ্ডাভাবে কথা বলে এবং তোমাদের খবর কাহারও না জানায়। কারণ, যদি উহারা জানিতে পারে

عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا

আলায়্কুম্ য়্যার্জোমূকুম্ আও্ ইয়োয়ীদূকুম্ ফী মেল্লাতেহিম্ অলান্ তোফ্লেহূ—
তোমাদের বিষয় (তাহা হইলে উহারা এখানে আসিয়া) তোমাদিগকে ছঙ্গছার করিবে অথবা তোমাদিগকে উল্টা আবার তাহাদের দীনের মধ্যে করিয়া লইবে আর (যদি) এরূপ হয় তোমাদের নাজাত নাই

إِذًا أَبَدًا ○ وَكَذَٰلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ

এজান্ আবাদা-। অকাজা-লেকা আ'-ছার্না- আলায়্হিম্ লেয়্যা'-লামূ— আন্না
তাহা হইলে কখনই। আর (যদ্রূপ আমি নিজের কোদ্রতে উহাদিগকে নিদ্রিত করিতে ছিলাম এবং নিজের কোদ্রতে জাগাইয়াছিলাম) তদ্রূপই আমি উহাদিগকে (ইহাদের সম্বন্ধে) জানাইয়া দিয়াছিলাম যাহাতে (লোক) জানিয়া লয় যে

وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّاَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيْهَا ۚ اِذْ يَتَنَازَعُوْنَ

অ'-দাল্‌লা-হে হাক্‌কোঙ্‌ অআন্‌নাছ্‌ছা-আতা লা- রায়্‌বা ফী-হা-, এজ্‌ য়্যাতানা-যাউনা

আল্লার ওয়াদা সত্য আর কেয়ামত(এর আসার) মধ্যে কিছুই সন্দেহ নাই, (৪) (খবর জানিতে পারার পর) যখন লোক কলহ করিতে লাগিল

بَيْنَهُمْ اَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوْا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا ؕ رَبُّهُمْ اَعْلَمُ

বায়্‌নাহুম্‌ আম্‌রাহুম্‌ ফাক্বা-লোবনূ আলায়্‌হিম্‌ বোন্‌য়্যা-না-, রাব্বোহুম্‌ আ'-লামো

আপোষে নিজেদের করণীয় লইয়া তখন (উহাদের) কেহ কেহ বলিল আছহাবে-কাহ্‌ফ্‌ (-এর শয়ন স্থল)-এর উপর (স্মৃতি চিহ্নস্বরূপ) একটী গৃহ নির্ম্মাণ কর (আর উহাদের অবস্থা সম্বন্ধে বেশী খোঁজ খবর লইও না), উহাদের প্রভু(ই) বিশেষ রূপ জানেন

بِهِمْ ؕ قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلٰٓى اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ

বেহিম, ক্বা-লাল্‌লাজীনা গ্বালাবূ আলা— আম্‌রেহিম লানাত্তাখেজান্‌না আলায়্‌হিম

উহাদিগকে, যাহাদের অভিমত (অন্যান্যের উপর) বলবৎ দাঁড়াইয়া ছিল তাহারা বলিল আমরা ত উহাদের (শয়ন-স্থলের উপর তৈয়ারী করিব

مَّسْجِدًا ۝ سَيَقُوْلُوْنَ ثَلٰثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ

মাছ্‌জেদা-। ছায়্যাকূলূনা ছালা-ছাতোর্‌ রা-বেয়োহুম কাল্‌বোহুম, অয়্যাকূলূনা

একটী মছজেদ। (কেহ কেহ ত) বলে যে (আছহাবে-কাহ্‌ফ) তিন (ব্যক্তি) ছিল উহাদের চতুর্থ (হইতেছে) উহাদের কুকুর, আর (কেহ কেহ) বলে যে

(৪) কথা হইতেছে এই যে, তৎকালে জনৈক বোৎ-পোরস্ত রাজা ছিল, আর সেই রাজা নিজের বোৎ-পোরস্তী মজহাবে এরূপ আসক্ত ছিল যে, সে তাহার প্রজাগণকে বোৎ-পোরস্তীতে বাধ্য করিত। সে এই আছহাবে-কাহাফকেও নিজের স্বভাব অনুযায়ী বোৎ-পোরস্তীতে বাধ্য করিতে ইচ্ছা করিলে, ইহাদিগকে আল্লাহ্‌ সাহস দেন, তৎফলে ইহারা বোৎ-পোরস্তী হইতে এন্‌কার করতঃ তথা হইতে পালাইয়া এক পাহাড়ের গর্ত্তে যাইয়া লুকায়। গর্ত্তে আশ্রয় লইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহারা নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে এবং একাধিক্রমে ইহারা সেই গর্ত্তে তিন শত নয় বৎসর নিদ্রিত থাকে; এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে তদ্দেশীয় সকল কিছুরই পরিবর্ত্তন ঘটে। তিন শত নয় বৎসরের পরে যখন ইহারা নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠে, তখন না-ছিল সেই বোৎ-পোরস্ত রাজা, আর না ছিল তাহার বোৎ-পোরস্ত প্রজাগণ, আর না ছিল বোৎ-পোরস্তীর তোড়জোড়। আর এ সময়ে রাজা ছিল যে ব্যক্তি, সে নিজে ও তাহার প্রজাগণ সকলেই ছিল খৃষ্টভক্ত।

আছহাবেকাহ্‌ফ এর ঘুম ভাঙ্গিতেই তাহারা ক্ষুধায় অস্থির হইয়া পড়িল। তখন তাহারা তাহাদের একজনকে কিছু খাদ্য সামগ্রীর জন্য কোন এক গ্রামে প্রেরণ করিল। যাহাকে প্রেরণ করা হইয়াছিল, একাদিক্রমে তিন শত নয় বৎসরের উপর গর্ত্তে অবস্থিতির ফলে তাহার আকৃতির বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়া যায়। আর তিন শত নয় বৎসর পূর্ব্বেকার বোৎ-পোরস্ত রাজার আমলের মুদ্রা—যাহার বিনিময়ে সেই ব্যক্তি খাদ্য সামগ্রী আনিতে গিয়াছিল, সে মুদ্রা তখন অচল।

গ্রামে উপস্থিত হইতেই গ্রামস্থ বহুলোক উহার নিকটে উপস্থিত হইয়া নানাপ্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিল। সেই ব্যক্তি সমস্ত অবস্থা তাহাদের কাছে বিবৃত করিল। উহার কথা দ্বারা খৃষ্টভক্ত গ্রামবাসী গণের মনে কেয়ামত বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়া গেল। তাহারা তখন মনে মনে বিচার করিতে লাগিল যে, যে খোদা মানুষকে তিন শত নয় বৎসর পর্য্যন্ত নিদ্রিত অবস্থায় জীবিত রাখিতে পারেন, তিনি মৃত্যুর পর মানুষকে পুনর্জ্জীবিত করিতে নিশ্চয়ই সক্ষম।

خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ ۚ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ

খাম্‌ছাতোন্ ছা-দেছোহুম্ কাল্‌বোহুম্ রাজ্‌মাম্ বেল্‌-গায়্‌বে, অয়্যাক্‌লুনা ছাব্‌আতোঙ্,
(আছ্‌হাবে-কহ্‌ফ্) পাচ (ব্যক্তি) ছিল উহাদের ষষ্ঠ হইতেছে) উহাদের কুকুর (এই সমস্ত) গোপন বিষয়ে আঁকড়(-এর মাকু) চালাইয়া থাকে, আর (কেহ কেহ) বলে যে (আছ্‌হাবে-কাহ্‌ফ্ সাত (ব্যক্তি) ছিল

وَّثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ قُلْ رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ

অতা-মেনোহুম্ কাল্‌বোহুম্, কোর্ রাব্বী আ'-লামো বেএদ্দাতেহিম্ মা- য়্যা'-লামোহুম্
আর উহাদের অষ্টম (হইতেছে) উহাদের কুকুর, (হে নবি! লোকদিগকে) বল যে উহাদের সংখ্যা আমার প্রভুই বিশেষ রূপ জানেন উহাদের (প্রকৃত সংখ্যা) জানে

إِلَّا قَلِيلٌ ۗ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا ۖ وَلَا

ইল্‌লা কালীল, ফালা- তোমা-রে ফী-হিম্ ইল্‌লা- মেরা—আন্ জা-হেরাঙ্, অলা-
খুব কম লোক)ই, অতএব (হে নবি!) আছ্‌হাবে-কাহ্‌ফ্ সম্বন্ধে (লোকদিগের সহিত) তুমি (মোটেই) কলহ করিও না কিন্তু উপর-উপরি রকমের কলহ (করা হইলে বিশেষ কিছু ক্ষতি নাই), আর তুমি

৪ تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا ۝ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي

৩ তাছ্‌তাফ্‌তে ফী-হিম্ মেন্‌হুম্ আহাদা- । ৪ অলা- তাক্বূলান্‌না লেশা-এন্ ইন্‌নী

১৫ জিজ্ঞাসাবাদ(ও) করিও না আছ্‌হাবে-কাহ্‌ফ্ সম্বন্ধে ইহাদের কাহারও। আর তুমি কখনই কোন

রুকু কিছুর সম্বন্ধে (ইহা) বলিও না যে আমি

فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ۝ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ۚ وَاذْكُر رَّبَّكَ

ফা-এলোন্ জা-লেকা গ্বাদান্,— ইল্‌লা— আই-য়্যাশা—আল্‌লা-হো, অজ্‌কোর্ রাব্বাকা
ইহাকে (আগামী) কল্য করিব ;—কিন্তু (অবশ্য এরূপ বলিবে যে) আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তবে (এ-কাজ কল্য করিব), আর তুমি নিজের প্রভুকে স্মরণ করিবে

إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا

এজা- নাছীতা অকোল্ আ-ছা— আই-য়্যাহ্‌দেয়্যানে রাব্বী লেআক্‌রাবা মেন্ হা-জা-
যদি (ইন্‌শা আল্লাহ্ বলিতে কখনও) তুমি ভুলিয়া যাও (তাহা হইলে যখনই স্মরণ করিবে ইন্‌শা আল্লাহ্ বলিবে (আর বলিবে আশা আছে যে আমার প্রভু আমাকে ইহা অপেক্ষা অধিকতর কল্যানের দিকে

رَشَدًا ۝ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ۝

রাশাদা-। অলাবেছু ফী কাহ্‌ফেহিম্ ছালা-ছা মেআতেন্ ছেনীনা অয্‌দা-দূ তেছ্‌আ-।
পথ দেখাইবেন, (৫) আর আছ্‌হাবে-কাহ্‌ফ্ নিজেদের গর্ত্তে তিনশত বৎসর আর নয় (বৎসর উহার উপর) বেশী ছিল।

(৫) অর্থাৎ যাহারা তোমাকে পরীক্ষা ভাবে আছ্‌হাবে-কাহ্‌ফ্-এর অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতেছে, হে নবি! তুমি তাহাদিগকে বল যে, আছ্‌হাবে-কাহ্‌ফ্-এর সম্বন্ধে ত আমি অহী দ্বারা এই টুকুই

قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا ۚ لَهٗ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ

কোলেল্লা-হো আ'-লামো বেমা- লাবেছু, লাহু গায়্‌বোছ্‌ছামা-ওয়া-তে অল্‌-আর্‌দে,

(হে নবি! এতদ্‌সত্ত্বেও লোক এই সংখ্যা-সময়কে যদি স্বীকার না করে তাহা হইলে ইহাদিগকে) বল যে যতকাল (পর্য্যন্ত আছ্‌হাবে-কাহ্‌ফ্‌ গর্ত্তে) ছিল আল্লাহ্‌) তোমাদের অপেক্ষা) ভালরূপ জানেন, তাঁহারই রহিয়াছে আছমান ও জমীনের গোপন (বিদ্যা),

اَبْصِرْ بِهٖ وَاَسْمِعْ ؕ مَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ ۚ وَّلَا يُشْرِكُ

আব্‌ছের্‌ বেহী অআছ্‌মে'-, মা- লাহুম্‌ মেন্‌ দূনেহী মেঙ্‌ অলীয়েঙ্‌, অলা- ইয়োশ্‌রেকো

(তিনি) কীই-দর্শন কারী এবং কী-ই শ্রবনকারী, তাঁহার ছাড়া লোকদিগের কোনও কারছাজ নাই, আর না-ত তিনি শরীক রাখেন

فِيْ حُكْمِهٖٓ اَحَدًا ۝ وَاتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ؕ

ফী হোক্‌মেহী— আহাদা-। অৎলো মা— উহেয়্যা এলায়্‌কা মেন্‌ কেতা-বে রাব্বেক্‌,

নিজ হুকুমের মধ্যে কাহাকেও। (৬) আর (হে নবি!) তোমার প্রভুর গ্রন্থ যাহা অহী দ্বারা তোমার প্রতি নাজেল হইয়াছে তাহা (তুমি) পড়িতে (পড়াইতে) থাকিবে,

জানিতে পারিয়াছি। আশা আছে যে, আগামীতে ইহার ছাড়া আরও অধিক হেদায়েতের বিষয় আমি জানিতে পারিব।

(৬) হজরত নবীয়ে আখেরোজ্জামান (দঃ) যখন লোকদিগকে এছলামের দিকে আহ্বান করিতে আরম্ভ করেন, তখন মোশরেক, বোৎ-পোরস্ত, অগ্নি-পূজক, তারকা-পূজক নাস্তিক, কেয়ামতে অবিশ্বাসী ফেরেশ্‌তাগণকে আল্লার কন্যা মান্যকারী এবং খৃষ্টান ও য়িহুদী ও বিভিন্ন মত-পোষণকারী লোকে সমস্ত আরব উপদ্বীপ ভর্ত্তি ছিল। হজরত রছুলুল্লাকে আল্লাহ এ-জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন যে, সমস্ত বাতীল মজহাবের বিলোপ ঘটাইবা মাত্র অদ্বিতীয় আল্লারই পূজা পাঠের প্রতিষ্ঠা করেন। কাজেই তৎকালে যতপ্রকার বাতীল ধর্ম্মমত প্রচলিত ছিল, হজরত রছুলে-খোদার সহিত সবগুলির ভক্ত অনুরক্তগণেরই অল্প-বিস্তর বিরুদ্ধতা দেখা দেয়। আর যেহেতু ইহা মজহাবী বিরুদ্ধতা ছিল, তন্নিমিত্ত দিন দিন আরবের প্রতি গৃহের দ্বার ও প্রাচীর পর্য্যন্ত হজরত রছুলে-খোদার শক্র জাগাইয়া উঠিতেছিল হজরত রছুলে-খোদার শক্রগণের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর শক্র য়িহুদী, তৎপরে মোশ্‌রেকগণের শক্রতা হজরত রছুলুল্লার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কষ্টদায়ক ছিল। মোশ্‌রেকগণ ত হজরত রছুলে-খোদার ও এছলামের মূলচ্ছেদে কোনও প্রকার চেষ্টার ত্রুটী করে নাই। য়িহুদীগণের শত শয়তানীর মধ্যে এক শয়তানী ইহাও ছিল যে, উহারা এমন এমন বেয়াড়া প্রশ্ন করিত, যাহাতে হুজুর (দঃ) তাহার সন্তোষজনক উত্তর দিতে সক্ষম না হন। ইহাদের এই ভাবেরই এক বেয়াড়া প্রশ্ন ছিল আছ্‌হাবে-কাহ্‌ফ্‌-এর প্রশ্ন ইহাদের প্রশ্নের উত্তরে রছুলে-খোদা হুজরত জেব্রাইলের অহী আনয়নের অপেক্ষায় বলিয়াছিলেন,— "কাল ইহার উত্তর দিব," এ-কথা বলার সহিত "ইন্‌শা-আল্লাহ্‌" বলিতে হুজুরের বিস্মৃতি ঘটে। পয়গাম্বরের বিস্মৃতি!—ঘোর মারাত্মক। কাজেই জেব্রাইল আসিলেন, অহীও আসিল, কিন্তু বিলম্বে। "কাল ইহার উত্তর দিব" হুজুরের এই যে পয়গাম্বরী ওয়াদা, সে ওয়াদা খেলাপ হইয়া গেল।

এই বর্ণনার শানে-নযুল হইতে আমরা হজরত রছুলে-খোদার সত্যতার এক উত্তম দলীলের সন্ধান প্রাপ্ত হইতেছি এই যে, সে-য়িহুদী হজরত রছুলে-খোদাকে আছ্‌হাবে-কাহ্‌ফ-এর বিষয় প্রশ্ন করিয়াছিল,

لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ج وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا ۝

লা- মোবাদ্দেলা লেকালেমা-তেহী, অলান্ তাজেদা মেন্ দূনেহী মোল্‌তাহাদা- ।

কেহই পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম নহে তাঁহার কথাকে, আর তুমি কোথাও আশ্রয়ও পাইবে না তাঁহার ছাড়া।

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ

অছ্‌বের্ নাফ্‌ছাকা মাআল্‌লাজীনা য়্যাদ্‌উনা রাব্বাহুম্ বেল্‌-গাদা-অতে অল্‌-আশীয়্যে

আর (হে নবি !) তুমি নিজের নফ্‌ছকে বাধ্য কর তাহাদের সাথে (উঠিতে বসিতে) যাহারা স্মরণ করিয়া থাকে নিজেদের প্রভুকে সকাল ও সন্ধ্যায়

يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَلَا تَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ ج تُرِيْدُ زِيْنَةَ

ইয়্যোরীদূনা অজ্‌হাহূ অলা- তা'দো আয়্‌না-কা আন্‌হুম্' তোরীদো যীনাতাল্

(আর) উহারা তাঁহারই সন্তুষ্টি কামনা করে, আর তোমার (স্নেহ) দৃষ্টি (যেন) সরিতে না পারে তাহাদের উপর হইতে যে, তুমি লাগিয়া যাও সাজ-পাটের প্রতি

الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا

হায়্যা-তেদ্দোন্‌য়্যা-, অলা- তোতে'- মান্ আগ্‌ফাল্‌না- কাল্‌বাহূ আন্ জেক্‌রেনা-

পার্থিব জীবনের, আর এরূপ লোকের কথা তুমি কখনই মানিবে না যাহার মনকে আমি আমার জেকের হইতে ভুলাইয়া দিয়াছি

وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا ۝ وَقُلِ الْحَقُّ

অত্তাবাআ হাওয়া-হো অকা-না আম্‌রোহূ ফোরোতা- । অকোলেল্ হাক্‌কো

আর সেই ব্যক্তি নিজের কু-ইচ্ছার পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে আর তাহার কার্য্য সীমা অতিক্রম করিয়াছে। আর (হে নবি ! ইহাদিগকে) বল (যে এই কোরআন) বরহক

مِنْ رَّبِّكُمْ قف فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ

মের্‌রাব্বেকুম্, ফামান্ শা—আ ফাল্‌-ইয়্যো'-মেন্, অমান্ শা—আ ফাল্‌-য়্যাক্‌ফোর্,

তোমাদের প্রভুর দিক হইতে নাজেল হইয়াছে, অতএব যে কেহ ইচ্ছা মান্য করে, আর যে কেহ ইচ্ছা মান্য না করে

নিশ্চয়ই তাহাদের জানা ছিল যে, আছ্‌হাবে-কাহ্‌ফ-এর ঘটনাবলী তাহাদের আছমানী ছহীফাগুলিতে লিখিত রহিয়াছে। কিন্তু য়িহুদীগণ মনে করিয়াছিল যে, মোহাম্মদ (দঃ) না-ত লেখা পড়া জানে, আর না কোন আহ্‌লে-কেতাবের সহিত মোহাম্মদের (দঃ) মেলামেশা আছে। ফলকথা, আছ্‌হাবে-কাহ্‌ফ-এর ঘটনা কোন সূত্রেই মোহাম্মদ (দঃ) অবগত নহে, অতএব ইহার উত্তর মোহাম্মদ (দঃ) কিছুতেই দিতে সক্ষম হইবে না। আর যদি য়িহুদীগণের অণুমাত্রও ধারণা থাকিত যে, আছ্‌হাবে-কাহ্‌ফ-এর ঘটনাবলী হজরত রছুলে খোদার কাণে পৌঁছিয়াছে কিম্বা এক্ষণ পৌঁছিতে পারে, তবে কখনই উহারা এরূপ প্রশ্ন করিত না। কিন্তু উহারা যদ্রূপ প্রশ্ন করিয়াছিল, তাহার তদ্রূপ বিস্তারিত উত্তরও পাইয়াছিল। এই উত্তর ইহারই দলীল হইতেছে যে, হজরত রছুলে-খোদার প্রতি অহী নাজেল হইয়া ছিল। কারণ অহী ছাড়া আর কোনও সূত্রে যে এ ঘটনার কথা জানিবার উপায় ছিল না,— বিপক্ষ পার্টি ও ইহা মানিত।

إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ؕ

ইন্না— আ'-তাদ্না- লেজ্জা-লেমীনা না-রান্ আহা-তা বেহিম্ ছোরা-দেক্বোহা-,
নিশ্চয়ই মোন্‌কেরদিগের জন্য অমি এরূপ আগুন তৈয়ারী করিয়া রাখিয়াছি যাহাতে (অর্থাৎ যে-আগুনের) কানাতগুলি উহাদিগকে চারি দিক হইতে ঘিরিয়া লইবে, (৭)

وَإِنْ يَّسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ؕ

অইই-য়্যাছ্‌তাগীছু ইয়োগা-ছু বেমা—এন্ কাল্-মোহ্‌লে য়্যাশ্‌ভেল্‌ভোজুহো,
আর যদি উহারা ফরিয়াদ করিবে তখন (যে-) পানি দ্বারা উহাদের ফরিয়াদরছী করা হইবে (তাহা এ-পরিমাণ গরম হইবে) যথা গলিত তাঁমা (আর) উহা মুখকে ভাঙ্গিয়া দিবে

بِئْسَ الشَّرَابُ ؕ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا

বে'-ছাশ্‌শারা-বো' অছা—আৎ কোর্‌তাফাকা-। ইন্নাল্লাজীনা আ-মানু
(কী-ই) জঘন্যতর পানি, আর (দোজখ) কী-ই কদর্য্য স্থান। নিঃসন্দেহ যাহারা ঈমান আনিয়াছে

وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ۝

অআমেলোছ্‌ছা-লেহা-তে ইন্না- লা- নোদীয়ো আজ্‌রা মান্ আহ্‌ছানা আমালা।
আর তাহারা সৎকার্য্যও করিয়াছে (পরকালে তাহাদের জন্য খুবই-মজা রহিয়াছে,) যে, ব্যক্তি সৎকার্য্য করিবে কখনই আমি তাহার পারিশ্রমিককে নষ্ট হইতে দিই না।

أُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهٰرُ

উলা—একা লাহুম্ জান্না-তো আদ্‌নেন্ তাজ্‌রী মেন্ তাহ্‌তেহেমোল্ আন্‌হা-রো
ইহারাই যাহাদের বসবাসের জন্য (বেহেশ্‌তে) চিরকালের বাগান রহিয়াছে ইহাদের (গৃহগুলির) নিম্নদেশে নদী সকল বহিতে থাকিবে

يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّيَلْبَسُونَ ثِيَابًا

ইয়োহাল্‌লাওনা ফী-হা- মেন্ আছা-ভেরা মেন্ জাহাবেঙ্ অয়্যাল্‌বাছুনা ছেয়্যা-বান্
ইহাদিগকে তথায় স্বর্ণের কাঙ্গণ পরানো হইবে (৮) আর ইহারা কাপড় পরিধান করিবে মিহি ও খাপী

(৭) আরবের লোক তৎকালে প্রায়ই তাঁবুতে বাস করিত। আর তাহাদের বাড়ী ঘরের দ্বার ও প্রাচীর ত্রিপলের (অর্থাৎ কানাতের) হইত। তজ্জন্যই দোজখীদিগের সম্বন্ধে আল্লাহ্ ফর্ম্মিয়াছেন যে, "ইহাদের দোজখস্থ তাঁবুর কানাত আগুনের হইবে"। অর্থাৎ দোজখের বাড়ী ঘর আগুনের হইবে।

(৮) স্বর্ণ-কাঙ্গণ ব্যবহার সম্মান ও স্বচ্ছল অবস্থারই পরিচায়ক। এখনও ধনীলোকেরা শোভনভাবে স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহার করে, যাহা পুরুষের পক্ষে ঘোরতর নিষিদ্ধ।

خُضْرًا مِّنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا عَلَى

খোদ্‌রাম্ মেন্ ছোন্দোছেঙ্, অএছ্‌তাব্‌রাকেম্ মোত্তাকেয়ীনা ফী-হা- আলাল্

সবুজ রেশমের (আর) তথায় বালিশে ঠেস দিয়া (বসিয়া) থাকিবে তখতের

الْاَرَآئِكِ ؕ نِعْمَ الثَّوَابُ ؕ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ۝ وَاضْرِبْ لَهُمْ

ع
৪
১৬
রুকু

আরা—একে, নে'-মাছ্‌ছাওয়া-ব্, অহাছোনাৎ মোর্‌তাফাক্কা-। ع অদ্‌রেব্ লাহুম্

উপরে, (কী-ই) উত্তম বিনিময় আর (বেহেশ্‌ত) আরামের (কী) উত্তম স্থান। আর (হে নবি !) তুমি বর্ণনা কর ইহাদিগকে

مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِاَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ اَعْنَابٍ

মাছালার্‌রাজোলায়নে জাআল্‌না- লে-আহাদেহেমা- জান্নাতায়নে মেন্ আ,-না-বেঙ্

মেছাল সেই দুই ব্যক্তির যাহাদের একজনকে আমি আঙ্গুরের দুইটি বাগান দিয়াছিলাম

وَّحَفَفْنٰهُمَا بِنَخْلٍ وَّجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ۝ كِلْتَا

অহাফাফ্‌না হোমা- বেনাখ্‌লেঙ্ অজাআল্‌না- বায়্‌নাহোমা- যার্‌আ-। কেল্‌তাল্

আর আমি সেই দুই বাগানের পাশে পাশে খেজুর গাছ লাগাইয়া রাখিয়া ছিলাম আর আমি উভয় বাগানের মাঝে মাঝে (অন্য) ফসল(ও) লাগাইয়া রাখিয়া ছিলাম। উভয়

الْجَنَّتَيْنِ اٰتَتْ اُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِّنْهُ شَيْئًا وَّفَجَّرْنَا

জান্নাতায়নে আ-তাৎ ওকোলাহা- অলাম্ তাজ্‌লেম্ মেন্‌হো শায়আঙ্ অফাজ্জার্‌না

বাগানই ফলে পরিপূর্ণ ছিল আর ফলে (অর্থাৎ ফল দিতে) কোন প্রকার কম করে নাই আর আমি প্রবাহিত করিয়া রাখিয়া ছিলাম

خِلٰلَهُمَا نَهَرًا ۝ وَّكَانَ لَهٗ ثَمَرٌ ۚ فَقَالَ لِصَاحِبِهٖ

খেলা-লাহোমা- নাহারাঙ্,—অকা-না লাহু ছামারোন্, ফাকা-লা হেছা-হেবেহী

উভয়(বাগান)-এর মধ্যস্থলে নদী(ও),—আর বাগানের মালিকের নিকটে (সকল সময়ে রকম রকমের) ফল মওজুদ থাকিত, অনন্তর (এক দিবস এই ব্যক্তি কথা প্রসঙ্গে) নিজের বন্ধুকে বলিল

وَهُوَ يُحَاوِرُهٗۤ اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَّاَعَزُّ

অহোওয়া ইয়োহা-ভেরোহু— আনা- আক্‌ছারো মেন্‌কা মা-লাঙ্ অ আআয্‌যো

আর সে ছওয়াল-জওয়াব করিতে ছিল বন্ধুর সাথে যে আমি তোমাপেক্ষা অধিক ধনবান আর খুব বেশী আমার

نَفَرًا ○ وَدَخَلَ جَنَّتَهٗ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۚ قَالَ

নাফারা- । অদাখালা জান্নাতাহূ অহোওয়া জা-লেমোল্ লেনাফ্ছেহ্, কা-লা

জনবল। আর সেই ব্যক্তি (এই কথা বলিতে বলিতে) নিজের বাগানে গমন করিল আর সেই ব্যক্তি (অহঙ্কার ও আল্লার না-শোক্‌রী করার কারণে) নিজের জানের প্রতি নিজেই জুলুম করিতেছিল, সেই ব্যক্তি বলিতে লাগিল যে

مَآ اَظُنُّ اَنْ تَبِيْدَ هٰذِهٖٓ اَبَدًا ۙ وَّمَآ اَظُنُّ السَّاعَةَ

মা-- আজোন্‌নো আন্ তাবীদা হা-জেহী— আবাদাঙ,— অমা-- আজোন্‌নোছ্‌ছা-আতা

আমি ত মনে করি না যে ইহা (অর্থাৎ এই বাগান) কখন(ও) বিনষ্ট হইবে,—আর আমি (ইহাও) মনে করি না যে কেয়ামত

قَآئِمَةً وَّلَئِنْ رُّدِدْتُّ اِلٰى رَبِّىْ لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا

কা—এমাতাঙ্ অলাএর্‌রোদেৎতো এলা-.রাব্বী লাআজেদান্‌না খায়্‌রাম্ মেন্‌হা-

উপস্থিত হইবে আর যদিওচ (উপস্থিত হয় ও তবে যখন) আমি আমার প্রভুর দিকে প্রত্যাবৃত্ত হই তবে যে স্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইব (নিশ্চয়ই) উত্তমই প্রাপ্ত হইব এই স্থান (অর্থাৎ এই দুনিয়া) হইতে (ত,

مُنْقَلَبًا ○ قَالَ لَهٗ صَاحِبُهٗ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗٓ اَكَفَرْتَ

মোন্‌কালাবা-। কা-লা লাহূ ছা-হেবোহূ অহোওয়া ইয়োহা-ভেরোহূ— আকাফার্‌তা

সেই স্থানকে)। উহার বন্ধু (যে-ব্যক্তি বাগান পর্য্যন্ত গিয়াছিল) উহার সহিত কথা কহিতে কহিতে (সেই ব্যক্তি) উহাকে বলিল যে তুমি কি আল্লার মোন্‌কের

بِالَّذِىْ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوّٰىكَ

বেল্‌লাজী খালাক্বাকা মেন্ তোরা-বেন্ ছোম্মা মেন্ নোৎফাতেন্ ছোম্মা ছাও্‌ওয়া-কা

যিনি তোমাকে স্বজন করিয়াছেন (প্রথমে) মাটি হইতে তারপর রক্ত-পিণ্ড হইতে তারপর তোমাকে সম্পূর্ণ বানাইয়াছেন

رَجُلًا ۞ لٰكِنَّا هُوَ اللّٰهُ رَبِّىْ وَلَآ اُشْرِكُ بِرَبِّىْٓ اَحَدًا ○

রাজোলা-। লা-কেন্‌না- হোওয়াল্‌লা-হো রাব্বী অলা— ওশ্‌রেকো বেরাব্বী--আহাদা-।

মানুষ। কিন্তু (আমি ত এই বিশ্বাস পোষণ করি যে) সেই আল্লাহ্‌-ই আমার প্রভু আর আমি আমার প্রভুর সহিত কাহাকেও শরীক করি না

وَلَوْلَآ اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللّٰهُ ۙ لَا قُوَّةَ

অলাও্‌লা— এজ্ দাখাল্‌তা জান্নাতাকা ক্বোল্‌তা মা- শা—আল্‌লা-হো, লা- ক্বূঅতা

আর যখন তুমি নিজের বাগানে আগমন করিলে তখন তুমি (এইরূপ) কেন না বলিলে যে ইহা (অর্থাৎ এ-সমস্তই) আল্লার ইচ্ছাতেই হইয়াছে, (নচেৎ আমাতে ত) কিছুই ক্ষমতা নাই

إِلَّا بِاللَّهِ ۚ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا ۞

ইল্লা- বেল্লা হে, ইন্ তারানে আনা- আক্কাল্লা মেন্কা মা-লাও, অওলদা-।
আল্লার সাহায্য ছাড়া, যদিও তুমি তোমা অপেক্ষা মাল ও আওলাদের দিক দিয়া আমাকে দেখিতেছ কম

فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ

ফাআছা- রাব্বী— আই-ইয়্যো'-তেয়্যানে খায়রাম্ মেন্ জান্নাতেকা অইয়্যোর্ ছলা
তবে আশ্চর্য্যের (কিছু) নহে যে আমার প্রভু তোমার বাগান অপেক্ষা(ও) উত্তম (বাগান) আমাকে দান করেন আর প্রেরণ করেন

عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ۞ أَوْ

আলায়্হা- হোছ্বা-নাম্ মেনাছ্ছামা—এ ফাতোছ্বেহা ছায়ীদান্ যালাক্কা-,—আও
তোমার বাগানে (তোমার না-শোক্রীর শাস্তি স্বরূপ) আছমান হইতে কোন (এরূপ) বলা যাহাতে উহা খোলা ময়দান হইয়া থাকিয়া যায়,—অথবা

يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ۞ وَأُحِيطَ

ইয়্যোছ্বেহা মা—ওহা- গাওরান্ ফা-লান্ তাছ্তাতীআ লাহু তালাবা-। অওহীতা
উহার পানি শুষ্ক হইয়া যায় আর তুমি উহাকে কোনও প্রকারে তলব করিতে না পার। (ফলকথা আজাব নাজেল হইল) আর (আজাবের বেড়ে পড়িল

بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا

বেছামারেহী ফাআছবাহা ইয়্যোকাল্লেবো কাফ্ফায়্হে আলা- মা— আন্ফাক্কা ফী-হা
উহার (বাগানের) উৎপন্ন ফল অপিচ সেই ব্যক্তি সকালে উঠিল হস্ত-তালু মর্দ্দন করিতে করিতে ঐ বাগানের খরচার কথা মনে করিয়া

وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ

অহেয়া খা-ভেয়্যাতোন্ আলা- ওরূশেহা- অয়্যাকূলো ইয়া-লায়্তানী লাম্ ওশ্রেক্
আর (বাগানের এ-অবস্থা হইয়া গেল যে) উহা নিজের ভারাগুলির উপর পড়িয়া ছিল, (৯) আর (বাগানের মালিক) বলিয়া বেড়াইতে ছিল যে হায় আক্ষেপ (যদি) আমি শরীক না করিতাম

(৯) যদ্রূপ বসবাসের গৃহের ছাদ (বা চাল) থাকে, তদ্রূপই আঙ্গুর ইত্যাদির বাগানে ভারা দেওয়া হইয়া থাকে, উক্ত ভারার (ফলের) লতানো গাছগুলি উঠাইয়া দেওয়া হয়। এই কারণেই "আরশ" শব্দ, 'ছাদ' ও 'ভারা' উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'গৃহের' উল্লেখ আসিলে তখন 'ছাদ', এবং বাগানের উল্লেখ আসিলে তখন আরশ শব্দের অর্থ 'ভারা'। এক্ষণ প্রশ্ন থাকিতেছে—ছাদ অথবা ভারার পতন। উহার অবস্থা হইতেছে এই যে, থাম, দেওয়াল অথবা খুঁটী দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে প্রথমতঃ ছাদ বা ভারা পড়িয়া যায়। তারপর উপর হইতে থাম বা দেওয়াল ক্রমে ক্রমে ভাঙ্গিয়া পড়িতে থাকে।

بِرَبِّيْٓ اَحَدًا ۝ وَلَمْ تَكُنْ لَّهٗ فِئَةٌ يَّنْصُرُوْنَهٗ

বেরাব্বী— আহাদা-। অলাম্ তাকো়ন্ লাহূ ফেআতোই য়্যান্ছোরূনাহূ

আমার প্রভুর সহিত কাহাকেও। আর উহার (অর্থাৎ বাগানের মালিকের) এরূপ কোনও দলবল ছিল না যে উহার সাহায্য করে

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ۝ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلّٰهِ

মেন্ দূনেল্লা-হে অমা- কা-না মোন্তাছেরা-। হোনা-লেকাল্ অলা-য়্যাতো লেল্লা-হেল্

আল্লার ছাড়া আর সেই ব্যক্তি (নিজেও) প্রতিশোধ লইতে সক্ষম হইল। ইহা হইতে (অর্থাৎ এই নকল দ্বারা) সাব্যস্ত হইল যে সকল ক্ষমতা বরহক

الْحَقِّ ؕ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ عُقْبًا ۝ وَاضْرِبْ لَهُمْ ع ৫/১৭ রুকু

হাক্কে, হোওয়া খায়্রোন্ ছাওয়া-বাঙ্ অখায়্রোন্ ওক্বাবা-। ع অদ্‌রেব্ লাহুম্

আল্লারই রহিয়াছে, তিনিই উত্তম পুণ্যদাতা আর (তিনিই অবশেষে) উত্তম বিনিময়দাতা। আর (হে নবি !) তুমি ইহাদের সহিত (একটী মেছাল ইহাও) বর্ণনা কর যে

مَّثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ

মাছালাল্ হায়্যা-তেদ্দোন্‌য়্যা- কামা—এন্ আন্‌যাল্‌না-হো মেনাছ্‌ছামা—এ

পার্থিব জীবনের তুলনা পানিরই ন্যায় যে-পানি আমি আছমান হইতে বর্ষাইয়াছি

فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ الرِّيٰحُ ؕ

ফাখ্‌তালাতা বেহী নাবা-তোল্ আর্‌দে ফাআছ্‌বাহা হাশীমান্ তাজ্‌রূহোর্‌রেয়্যা-হো,

অনন্তর মৃত্তিকার গাছপালা পানির সাথে মিলিয়া গেল (এভাবে যে পানিকে শুষিয়া লইয়া আর খুবই ফল্-ফুল দিল) তারপর (অবশেষে) চূর্ণ (অর্থাৎ ভূষি) হইয়া রহিয়া গেল যাহাকে বাতাস উড়াইয়া উড়াইয়া বেড়ায়,

وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۝ اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ

অকা-নাল্লা-হো আলা- কুল্লে শায়্‌এম্ মোক্‌তাদেরা-। আল্-মা-লো অল্-বানূনা

আর আল্লাহ্ সমস্ত জিনিষের উপর ক্ষমতাবান। (হে নবি !) মাল ও আওলাদ

زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ

যীনাতোল্ হায়্যা-তেদ্দোন্‌য়্যা-, অল্-বা-কেয়া-তোছ্‌ছা-লেহা-তো খায়্‌রোন্ এন্দা

পার্থিব জীবনের শোভন, আর নেক আমল (অর্থাৎ সৎকার্য্য) যাহার ক্রিয়া বহু সময়ব্যাপী বাকী (থাকে) তোমার প্রভুর

رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا ۝ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ

রাব্বেকা ছাওয়া-বাঙ্‌ অখায়্‌রোন্‌ আমালা-। অয়্যাওমা নোছায়্যেরোল্‌ জেবা-লা

নিকটে পুণ্যের দিক দিয়া উত্তম আর (ভবিষ্যত) আশার দিক দিয়াও উত্তম। (১০) আর (হে লোক সকল! সে দিনের চিন্তা হইতে ভুলিয়া রহিও না) যে দিন আমি চালাইব পাহাড়গুলিকে (নিজ নিজ স্থান হইতে) (১১)

وَتَرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً ۙ وَّحَشَرْنٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا ۝

অতারাল্‌ আরদা বা-রেযাতাঙ্‌, অহাশারনা-হুম্‌ ফালাম্‌ নোগা-দের্‌ মেন্‌হুম্‌ আহাদা-।

আর (হে নবি) তুমি জমীনকে দেখিবে (যে পাহাড়, ঘরবাড়ী ও বাগানাদির বিলুপ্ত ঘটিয়া) খোলা অবস্থায় (পড়িয়া আছে), আর আমি লোকদিগকে জড় করিব উহাদের কাহাকে(ও) আমি ছাড়িব না।

وَعُرِضُوْا عَلٰى رَبِّكَ صَفًّا ؕ لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا كَمَا خَلَقْنٰكُمْ

অওরেদ্‌ আলা- রাব্বেকা ছাফ্‌ফান্‌, লাক্বাদ্‌ জে'-তোমুনা- কামা- খালাক্ব্‌না-কুম্‌

আর (সকলকেই) সারিবদ্ধ ভাবে তোমার প্রতিপালকের সম্মুখে হাজীর করানো হইবে, (আর আমি তখন বলিব যে অবশেষে তদ্রূপই) তোমরা আমার হুজুরে উপস্থিত হইয়াছ যদ্রূপ আমি তোমাদিগকে সৃজন করিয়াছিলাম

اَوَّلَ مَرَّةٍ ۢ بَلْ زَعَمْتُمْ اَلَّنْ نَّجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا ۝

আওআলা মার্রাতেম্‌ বাল্‌ যাআম্‌তুম্‌ আল্লান্‌ নাজ্‌আলা লাকুম্‌ মাওএদা-।

প্রথমবার, (১২) বরং তোমরা (এই) খেয়াল করিয়াছিলে যে আমি তোমাদের (পুনর্ব্বার জীবিত করিবার) জন্য কোন ওয়াদা-স্থল করিব না।

وَوُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ

অভোদেআল্‌ কেতা-বো ফাতারাল্‌ মোজ্‌রেমীনা মোশ্‌ফেক্বীনা মেম্মা- ফী-হে

আর (সম্মুখে) আনিয়া রাখা হইবে (লোকদিগের কার্য্যবলীর) রেজিষ্ট্রী বহি তখন (হে নবি!) তুমি পাপীগণকে দেখিবে যে যাহা কিছু রেজিষ্ট্রী বহিতে (লিখিত) রহিয়াছে (সে সমস্ত দেখিয়া) তাহা(র নিকাশ দান) হইতে ভয় পাইতেছে

(১০) যথা:—সুসন্তান, কিম্বা যথা—কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করতঃ মরিয়া গেল, এবং উহার দ্বারা লোক উপকার পাইতে থাকিল। পুল, মছ্‌জেদ, পাতকুয়া, অতিথিশালা ইত্যাদি ছাদকায়ে-জারীয়ার অন্তর্ভুক্ত।

(১১) স্থান হইতে চালাইয়া দেওয়ার মর্ম্ম এই যে, উড়ো উড়ো ফিরিতে থাকিবে—যদ্রূপ আর কয়েক স্থানে ইহার খোলাসা রহিয়াছে।

(১২) মর্ম্ম হইতেছে এই যে, যদ্রূপ দুনিয়ায় নিঃসম্বল অবস্থায় পাঠান হইয়াছিল, তদ্রূপই (সমস্ত ছাড়িয়া ছুড়িয়া) নিঃসম্বল অবস্থায় আমার দরবারে আসিয়া উপস্থিত হইবে।

وَيَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ

অয়্যাকূলূনা ইয়্যা-অয়্লাতানা- মা-লে হা-জাল্ কেতা-বে লা- ইয়্যোগা-দেরো
আর বলিবে যে হায় আমাদের দুর্ভাগ্য ইহা কি ভাবের রেজেষ্ট্রী বহি যে ছাড়া হয় নাই

صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّآ اَحْصٰهَا ۚ وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا ط

ছাগীরাতাঙ্ অলা- কাবীরাতান্ ইল্লা— আহ্ছা-হা-, অঅজ্বাদূ মা- আমেলু হা-জেরান্,
কোন ক্ষুদ্র(গোনাহ্)কে আর না হয় বড়(গোনাহ্)কে কিন্তু তাহাকে গণিয়া লইয়াছে, আর (উহারা লিখিত) মওজুদ (দেখিতে) পাইবে (আমলের রেজিষ্ট্রী বহিতে) যাহা কিছু উহারা (দুনিয়ার) করিয়াছিল

وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا ؏ وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا ع ৬ ১৮

অলা- য়্যাজ্লেমো রাব্বোকা আহাদা- । ؏ অএজ্ ক্বোল্না- লেল্-মালা—একাতেছ্জ্বোদূ
আর (হে নবি !) তোমার প্রভু (আদৌ) জুলুম করেন না কাহারও প্রতি। আর (সেই এক সময় ছিল) যখন আমি হুকুম করিয়াছিলাম ফেরেশ্তাদিগকে যে তোমরা ছেজ্দাহ্ কর রুকু

لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ط كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ

লেআ-দামা ফাছাজ্বাদূ— ইল্লা— এব্লীছ, কা-না মেনাল্ জ্বেননে ফাফাছাক্বা আন্ আম্‌রে
আমাদের সম্মুখে তখন সকলেই ছেজদাহ করিল ইবলীছ ছাড়া, (এই ইবলীছ যেহেতু) জেনজাতীয় ছিল তজ্জন্য বাহির হইয়া পালাইয়াছিল নির্দ্দেশ হইতে

رَبِّهٖ ط اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَذُرِّيَّتَهٗٓ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِيْ وَهُمْ

রাব্বেহী, আফাতাত্তাখেজুনাহূ অজোর্রীয়াতাহূ— আও্লেয়্যা—আ মেন্ দূনী অহুম্
তাহার প্রভুর অতএব (হে লোক সকল !) তোমরা কি গ্রহণ করিতেছ ইবলীছকে ও তাহার বংশধরকে (নিজেদের) বন্ধু আমাকে ছাড়িয়া অথচ উহারা ত

لَكُمْ عَدُوٌّ ط بِئْسَ لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَلًا ۝ مَآ اَشْهَدْتُّهُمْ

লাকুম্ আদূভোন্, বে'-ছা লেজ্জা-লেমীনা বাদালা- । মা— আশ্‌হাত্তোহুম্
তোমাদের (প্রাচীন) শত্রু, জালেমগণ (যাহারা আল্লার পরিবর্ত্তে শয়তানকে ধরিয়াছে সেই জালেমগণ)-এর পক্ষে বিনিময় (খুবই) খারাব। আমি (নিজের সাহায্যার্থ) আহ্বান করি,নাই শয়তানগণকে

خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَا خَلْقَ اَنْفُسِهِمْ ص وَمَا كُنْتُ

খাল্ক্বাছছামা-ওয়া-তে অল্-আর্‌দে অলা- খাল্ক্বা আন্‌ফোছেহিম্, অমা- কোন্তো
আছমান ও জমীনের সৃষ্টি করা কালে আর (আহ্বান করি নাই) শয়তানগণের সৃষ্টি করা কালেও আর আমি (এরূপ) ছিলাম না যে

مُتَّخِذَ الْمُضِلِّيْنَ عَضُدًا ۝ وَيَوْمَ يَقُوْلُ نَادُوْا شُرَكَآءِيَ

মোত্তাখেজাল্ মোদেল্লীনা আদোদা-। অয়্যাওমা য়্যাকুলো না-দূ শোরাকা—এয়্যাল্

গোম্‌রাহ কারীদিগকে (নিজের) বাহু (বল) গ্রহণ করিতাম। আর (হে লোক সকল! সে দিনের ভাবনা হইতে নিশ্চিন্ত থাকিও না) যেদিন আল্লাহ (মোশরেকগণকে) হুকুম করিবেন যে তোমরা ডাক দাও (তাহাদিগকে)

الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَجَعَلْنَا

লাজীনা যাআম্‌তুম্ ফাদাআও্‌হুম্ ফালাম্ য়্যাছ্‌তাজ্বীবু লাহুম্ অজাআল্‌না-

যাহাদিগকে তোমরা নিজেদের খেয়ালে আমার শরীক জ্ঞান করিতে যখন উহারা তাহাদিগকে ডাক দিবে—কিন্তু তাহারা উহাদিগকে উত্তরই দিবে না আর আমি করিয়া দিব

بَيْنَهُمْ مَّوْبِقًا ۝ وَرَاَ الْمُجْرِمُوْنَ النَّارَ فَظَنُّوْا اَنَّهُمْ

বায়্‌নাহুম্ মাও্‌বেকা-। অরাআল্ মোজ্‌রেমূনান্‌না-রা ফাজান্নূ— আন্‌নাহুম

উহাদের (উভয়ের) মধ্যখানে (একটী) ধ্বংসকারক স্থল। (১৩) আর (যখন) দেখিবে পাপীগণ দোজখের আগুন বুঝিয়া লইবে যে তাহারা

مُّوَاقِعُوْهَا وَلَمْ يَجِدُوْا عَنْهَا مَصْرِفًا ع وَلَقَدْ صَرَّفْنَا

ع ৭ মোওয়া-কেউহা- অলাম্ য়্যাজ্বেদূ আন্‌হা- মাছরেফা- ع অলাকাদ্ ছার্‌রাফ্‌না-

১৯ উহাতে নিক্ষিপ্ত হইতে চলিয়াছে, আর তাহাদের উহা হইতে পালাইবার কোন পথ মিলিবে না। আর

রুকু অবশ্য নিশ্চয়ই আমি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বর্ণনা করিয়াছি

فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ط وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ

ফী হা-জাল্ কোর্‌আ-নে লেন্‌না-ছে মেন্ কুল্লে মাছালেন্, অকা-নাল্ এন্‌ছা-নো আক্‌ছারা

এই কোরআনে লোকদিগের (বুঝাইবার) জন্য প্রত্যেক প্রকারের মেছাল, কিন্তু মানুষ সমস্ত

شَيْءٍ جَدَلًا ۝ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا اِذْ جَآءَهُمُ

শায়্‌এন জ্বাদালা-। অমা- মানাআন্‌না-ছা আই-ইয়ো'-মেনূ—এজ্‌জ্বা—আ হোমোল্

সৃষ্টি অপেক্ষা (অধিক) কলহকারী। আর কিসের প্রতিবন্ধক থাকিতে পারে লোকদিগের ঈমান লইয়া আসাতে যখন আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহাদের কাছে

الْهُدٰى وَيَسْتَغْفِرُوْا رَبَّهُمْ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمْ سُنَّةُ

হোদা- অয়্যাছ্‌তাগ্‌ফেরূ রাব্বাহুম্ ইল্‌লা— আন্ তা'-তে-য়্যাহুম্ ছোন্‌নাতোল্

হেদায়েত আর (কিসের প্রতিবন্ধক থাকিতে পারে) তাহাদের ক্ষমা প্রার্থনা করিতে তাহাদের প্রভু সকাশে কিন্তু এই যে আইসে তাহাদের সম্মুখে মাজেরা

(১৩) অর্থাৎ যথা—কোন গর্ত্ত প্রতিবন্ধক দাঁড়াইবে আর সেই গর্ত্ত আগুনে ভর্ত্তি থাকিবে। অর্থাৎ যে কেহ উহা টপকাইয়া যাইতে ইচ্ছা করিবে, সেই-ই পুড়িয়া ভস্মীভূত হইবে।

ٱلْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ۝ وَمَا نُرْسِلُ

আও্অলীনা আও্য়্যা'-তেয়্যাহোমোল্ আজা-বো কোবোলা-। অমা- নোর্‌ছেলোল্

পূর্ব্ববর্ত্তী লোকদিগের (মত) কিম্বা আসিয়া মওজুদ হয় উহাদের সম্মুখে (আমার) আজাব। আর আমি (কেবলমাত্র) এই জন্য পাঠাইয়া থাকি

ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۚ وَيُجَٰدِلُ ٱلَّذِينَ

মোর্‌ছালীনা ইল্‌লা- মোবাশ্‌শেরীনা অমোন্‌জেরীনা, অইয়োজা-দেলোল্‌লাজীনা

পয়গাম্বরগণকে যে (পুণ্যাত্মাগণকে মুক্তির) সুসংবাদ শুনায় আর (পাপাত্মাগণকে আজাব হইতে) ভয় দেখায়, আর ঝগড়া করিয়া থাকে (তাহারা) যাহারা

كَفَرُوا۟ بِٱلْبَٰطِلِ لِيُدْحِضُوا۟ بِهِ ٱلْحَقَّ ۖ وَٱتَّخَذُوٓا۟ ءَايَٰتِى

কাফারূ বেল্-বা-তেলে বেইয়োদ্‌হেদু বেহেল্ হাক্‌কা অত্তাখাজূ— আ-য়্যা-তী

মোন্‌কের (মিথ্যা) মিথ্যা বিষয়ের ছনদ ধরিয়া যাহাতে উহারা (অযথা) ঝগড়া দ্বারা যথাকে (নিজ স্থান হইতে) সরাইয়া দেয় আর উহারা বানাইয়া রাখিয়াছে আমার আয়তগুলিকে

وَمَآ أُنذِرُوا۟ هُزُوًا ۝ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِـَٔايَٰتِ

অমা— উন্‌জেরূ হোযোওয়া-। অমান্ আজ্‌লামো মেম্মান্ জোক্কেরা বেআ-য়্যা-তে

আর (আমার আজাবকে) যাহা হইতে উহাদিগকে ভয় দেখানো যাইতেছে হাসি তামাসা। আর তাহা অপেক্ষা বড় জালেম (আর) কে, যাহাকে স্মরণ করিয়া দেওয়া হয় আয়তগুলি

رَبِّهِۦ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِىَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ۚ إِنَّا جَعَلْنَا

রাব্বেহী ফাআ'-রাদা আন্‌হা- অনাছেয়া মা- ক্বাদ্দামাৎ য়্যাদা-হো, ইন্না- জাআল্‌না-

তাহার প্রভুর আর সেই ব্যক্তি তাহা হইতে মুখ ফিরিয়া লয় এবং ভুলিয়া যায় নিজের পূর্ব্বকার্য্য-কলাপ, (১৪) (কথা হইতেছে এই যে) নিশ্চয় আমি করিয়া রাখিয়াছি

عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِىٓ ءَاذَانِهِمْ وَقْرًا ۖ

আলা- কোলুবেহিম্ আকেন্নাতান্ আই-য়্যাফ্‌ক্বাহুহো অফী— আ-জা-নেহিম্ অক্‌রা-'

উহাদের অন্তঃকরণের উপর পর্দ্দা নিক্ষেপ যাহাতে (যথা কথাও) বুঝিতে পারে আর উহাদের কর্ণগুলিতে (এক প্রকারের) বোঝা (সৃষ্টি করিয়াছি যাহাতে ন্যায়-কথা শুনিতে না পায়),

(১৪) মর্ম্ম উপলব্ধিকরণার্থ আমি (অনুবাদক) মূল শব্দগুলি হইতে (অর্থের দিক দিয়া) দূরে যাইয়া পড়িয়াছি। নচেৎ শাব্দিক অর্থ ত এইরূপ হইত:—"সেই (আমল)গুলিকে ভুলিয়া যাইবে যেগুলিকে উহার হস্ত অগ্র হইতে (পরকালের সম্বল) বানাইয়া পাঠাইয়াছে।" আমলের সম্বন্ধ হস্তের সহিত এ-জন্য যে, লোক অধিকাংশ আমলই হস্ত-সাহায্যে করিয়া থাকে। আসল কথা দাঁড়াইতেছে এই যে, আল্লার আয়তগুলিকে মিথ্যা জানিতে থাকে এবং নিজের আমলের কোনই পরোয়া করে না যে, যাহা কিছু করিতেছি, তাহা আল্লার দরবারে কবুল হইবে, না-কি অগ্রাহ্য হইবে।

وَاِنْ تَدْعُهُمْ اِلَى الْهُدٰى فَلَنْ يَّهْتَدُوْٓا اِذًا اَبَدًا ۝ وَرَبُّكَ

অইন্ তাদ্‌ওহুম্ এলাল্ হোদা- ফালাই-য়্যাহ্‌তাদূ— এজান্ আবাদা-। অরাব্বোকাল্

আর (হে নবি !) তুমি যদি উহাদিগকে সোজা পথের দিকে আহ্বান কর তত্রাচ উহারা কখনও সোজা পথে আসিবে না। আর (হে নবি !) তোমার প্রভু

الْغَفُوْرُ ذُو الرَّحْمَةِ ؕ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوْا لَعَجَّلَ لَهُمُ

গাফুরো জোর্‌রাহ্‌মাতে, লাও ইয়োআ-খেজোহুম্ বেমা- কাছাবু লাআজ্জালা লাহোমোল্

নিরতিশয় ক্ষমাকারী দয়ালু, যদি (তিনি) উহাদের কার্য্যাবলীর দরুণ উহাদিগকে পাকড়াও করিতে চাহিতেন তাহা হইলে ত্বরিতই উহাদের প্রতি

الْعَذَابَ ؕ بَلْ لَّهُمْ مَّوْعِدٌ لَّنْ يَّجِدُوْا مِنْ دُوْنِهٖ مَوْئِلًا ۝

আজা-বা, বাল্ লাহুম্ মাওএদোল্ লাই-য়্যাজেদূ মেন্ দূনেহী মাওএলা-।

আজাব নাজেল করিতেন কিন্তু উহাদের জন্য ওয়াদা রহিয়াছে উহারা কোথাও আশ্রয় পাইবে না তাঁহার ছাড়া। (১৫)

وَتِلْكَ الْقُرٰٓى اَهْلَكْنٰهُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ

অতেল্‌কাল্ কোরা— আহ্‌লাক্‌না-হুম্ লাম্মা- জালামূ অজ্জাআল্‌না- লেমাহ্‌লেকেহিম্

আর (আদ ও ছমুদের) গ্রামগুলি (হে আরববাসী ! তোমরা শাম দেশে যাওয়ার রাস্তায় বিরাণ অবস্থায় দেখিতে পাও, তখনই) আমি ইহাদিগকে ধ্বংস করিয়া মারিয়াছি যখন ইহারা অবাধ্যতাচরণ করিয়াছিল আর আমি করিয়াছিলাম ইহাদের ধ্বংসের জন্য

৫ ৮ ২০ রুকু مَّوْعِدًا ۝ ع وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِفَتٰىهُ لَآ اَبْرَحُ حَتّٰٓى اَبْلُغَ

মাওএদা-। ৪ অএজ্ কা-লা মূছা- লেফাতা-হো লা— আব্‌রাহো হাৎতা— আব্‌লোগা

ওয়াদাফুল। আর (নবি ! সেই সময়ের কথা স্মরণ কর) যখন মূছা (খেজেরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে রওয়ানা হয় তখন মূছা) নিজের খাদেমকে বলিয়াছিল যে-পর্য্যন্ত আমি উপস্থিত না হইব

مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ اَمْضِيَ حُقُبًا ۝ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ

মাজ্‌মাআল্ বাহ্‌রায়্‌নে আও আম্‌দেয়া হোক্কোবা-। ফালাম্মা- বালাগা- মাজ্‌মাআ

উভয় সমুদ্রের সংযোগ স্থলে (সে পর্য্যন্ত নিজের অভিপ্রায় হইতে) প্রত্যাবর্ত্তন করিব না অথবা (এই প্রকারই বৎসর) বৎসর কাল চলিতে থাকিব। (১৬) তারপর যখন ইহারা উভয়ে উপনীত হইল সংযোগ স্থলে

(১৫) মর্ম্ম এই যে, কেয়ামত নিকটেই আসিতেছে এবং নির্দ্দিষ্ট দিনে উপস্থিত হইবেই। অতএব উহার উপস্থিত হওয়ার এ-দিকে অর্থাৎ পূর্ব্বে কোথাও (এমন) আশ্রয় নাই যে, লোক কোন নিরাপদ স্থানে থাকিয়া কেয়ামতের মছীবত হইতে রক্ষা পাইতে পারে।

(১৬) হাদীছ শরীফে এইরূপ আসিয়াছে :—হজরত মূছা (আঃ) ওয়াজ ফর্ম্মাইতেছিলেন, শ্রোতাগণের মধ্যেকার এক ব্যক্তি হজরত মূছাকে জিজ্ঞাসা করে যে,—"আপনার অপেক্ষা কেহ বড় বিদ্বান আছে কি ?" উত্তরে হজরত মূছা বলিলেন,—"আমি অবগত নহি।" ফলকথা, হজরত মূছার উক্তির ভাব-ধারা এ-ভাবেরই ছিল যে, তিনিই তৎকালের বড় বিদ্বান। হজরত মূছা নিশ্চয়ই দর্জ্জা ও বিদ্যার

بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوْتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ۝

বায়্নেহেমা- নাছেয়া- হূতাহোমা- ফাত্তাখাজা ছাবীলাহূ ফেল্-বাহ্রে ছারাবা-,

সেই দুই সমুদ্রের (তখন) উভয়ে উভয়ের (নাশতার ভাজা) মৎস্য(-এর কথা) ভুলিয়া গেল ওদিকে মৎস্য সমুদ্রে সুড়ঙ্গের মত নিজের পথ তৈয়ারী করিয়া লইল।

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتٰىهُ اٰتِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِيْنَا

ফালাম্মা- জ্বা-অযা- ক্বা-লা লেফাতা-হো আ-তেনা- গ্বাদা—আনা-, লাক্বাদ্ লাক্বীনা-

তারপর যখন উভয়ে (আরও) অগ্রসর হইল তখন মুছা নিজের খাদেমকে বলিল লইয়া আইস আমার নিকটে আমার নাশতা, নিশ্চয়ই আমাকে স্পর্শ করিয়াছে

مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا ۝ قَالَ اَرَءَيْتَ اِذْ اَوَيْنَآ اِلَى الصَّخْرَةِ

মেন্ ছাফারেনা- হা-জা- নাছাবা-। ক্বা-লা আরাআয়্তা এজ্ আওয়্না-- এলাছ্ছাখ্রাতে

আমার (অত্যকার) এই ছফরে খুবই ক্লান্তি। (১৭) (খাদেম) বলিল আপনি দেখিয়াছেন কি যখন আমরা (সমুদ্র-তটে) ঐ পাথরের নিকট দাঁড়াইয়া ছিলাম

فَاِنِّيْ نَسِيْتُ الْحُوْتَ ز وَمَآ اَنْسٰنِيْهُ اِلَّا الشَّيْطٰنُ اَنْ اَذْكُرَهٗ ج

ফাইন্নী নাছীতোল্ হূতা, অমা— আন্ছা-নীহো ইল্লাশ্শায়্তা-নো আন্ আজ্কোরাহূ,

তখন আমি (ঐ স্থানে) মাছ(-এর কথা) ভুলিয়া গিয়াছিলাম, আর শয়তানই আমাকে ভুলাইয়া দিয়াছিল যে আমি আপনার সহিত) উহার আলোচনা করি,

وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِي الْبَحْرِ ق عَجَبًا ۝ قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ق

অত্তাখাজা ছাবীলাহূ ফেল্-বাহ্রে আজ্বাবা-। ক্বা-লা জা-লেকা মা- কোন্না- নাব্গে,

আর মৎস্য আশ্চর্য্য রকমে সমুদ্রে নিজের (যাহার) পথ করিয়া লইয়াছিল। (মুছা! তখন) বলিল এই-ত (সেই স্থান) যাহার আমরা চেষ্টা করিতেছিলাম,

দিক দিয়া বিশেষরূপ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন, কিন্তু বান্দার বন্দেগীর অলঙ্কার ত ইহাই চায় যে বান্দা কোন অবস্থাতেই নম্রতা ও গরীমাশূন্যতা হইতে দূরে না থাকে। পয়গাম্বরগণের দ্বারা এরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভুলের প্রতিও আল্লার নিকট হইতে পাক্ড়াও হইয়া থাকে। কারণ পয়গাম্বরগণ আল্লার মনোনীত বান্দা। আর যদ্রূপ তাঁহারা আল্লার মনোনীত বান্দা, তাঁহাদের উচিৎ,—তাঁহাদেরও নৈতিক অলঙ্কারও তদ্রূপ পারিপাট্য হয়। হজরত মুছার দ্বারা সামান্য কিছু ভুল হইয়া যাওয়াতে আল্লাহ তাঁহাকে তাঁহার ভুলের জন্য এ-ভাবের সাবধান করেন যে, তাঁহাকে হজরত খেজের (আঃ) এর নিকট গমন করিতে নির্দ্দেশ করেন। আল্লাহ্ অহীর দ্বারা হজরত মুছাকে সন্ধান জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, খেজেরের সহিত সেই স্থানে সাক্ষাৎ হইবে—যে স্থানে উভয় সমুদ্র মিলিত হইয়াছে। এই উভয় সমুদ্র সম্ভবতঃ সমুদ্রের দুইটী শাখা হইবে—যাহার মিলিত হওয়ার স্থান হইতে হজরত মুছা বানী-এছরায়ীলকে লইয়া সমুদ্র পার হইয়াছিলেন। হজরত মুছাকে হজরত খেজেরের একটী ঠিকানা ইহাও প্রদত্ত হইয়াছিল যে,—"খেজেরের সহিত তোমার যে-স্থানে সাক্ষাৎকার হইবে, তথায় তোমার নাশতার ভাজা মাছ আল্লার কোদ্রতে জীবিত হইয়া সমুদ্রে চলিয়া যাইবে।" এই কেচ্ছার অবশিষ্ট অংশ কোরআনে উল্লেখ রহিয়াছে।

(১৭) বলা হয় যে, হজরত মুছা তাঁহার এই ছফরে কোন দিন ক্লান্ত হন নাই, কিন্তু যখন ইঁহার ছফর শেষ হওয়ার উপক্রম হয়, তখনই ইঁহার ক্লান্তি বোধ হয়।

فَارْتَدَّا عَلٰۤى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا ۙ فَوَجَدَا عَبْدًا

ফার্তাদ্দা- আলা— আ-ছা-রে হেমা- ক্বাছাছা-,— ফাঅজ্বাদা- আব্দাম্

তখন উভয়ে নিজেদের (পদ-) চিহ্নগুলির খোঁজ করিতে করিতে ফিরিয়া আসিল। অনন্তর (উভয় সমুদ্রের সংযোগ স্থলে পৌঁছিয়া) উহারা এক বান্দা(অর্থাৎ খেজের)কে প্রাপ্ত হইল

مِّنْ عِبَادِنَاۤ اٰتَيْنٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنٰهُ

মেন্ এবা-দেনা— আ-তায়্না-হো রাহ্মাতাম্ মেন্ এন্দেনা- অআল্লাম্না-হো

আমার বান্দগণের মধ্য হইতে যাহাকে আমি নিজের (বিশেষ) অনুগ্রহের মধ্য হইতে (একটী অংশ) দান করিয়াছিলাম আর আমি শিখাইয়া ছিলাম উহাকে (অর্থাৎ খেজেরকে)

مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ۝ قَالَ لَهٗ مُوْسٰى هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰۤى

মেঁল্লাদোন্না- এল্মা-। ক্বা-লা লাহু মূছা- হাল্ আত্তাবেওকা আলা—

নিজের পক্ষ হইতে একটা (বিশেষ রকমের) বিদ্যা। মূছা খেজেরকে কহিল আপনি যদি অনুমতি দেন তবে আমি আপনার সাথে থাকি এই শর্ত্তে

اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ۝ قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ

আন্ তোআল্লেমানে মেম্মা- ওল্লেম্তা রোশ্দা-। ক্বা-লা ইন্নাকা লান্ তাছ্তাতীআ

যে (আল্লার দিক হইতে যে (গুপ্ত) বিদ্যা আপনাকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে কিঞ্চিৎ আপনি আমাকে শিখাইয়া দেন। (১৮) (খেজের) বলিল তোমার দ্বারা কখনই

مَعِىَ صَبْرًا ۝ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰى مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا ۝

মাএয়্যা ছাব্রা-। অকায়্ফা তাছ্বেরো অলা- মা- লাম্ তোহেৎ বেহী খোব্রা-।

আমার সাথে (থাকা) সহ্য হইবে না। আর তুমি কি প্রকারে সহ্য করিতে পার তাহা যাহা তোমার সাধ্য-সীমার বাহিরে।

قَالَ سَتَجِدُنِىْۤ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَّلَاۤ اَعْصِىْ لَكَ اَمْرًا ۝

ক্বা-লা ছাতাজ্জেদোনী— ইন্শা— আল্লা-হো ছা-বেরাঙ্ অলা— আ'-ছী লাকা আম্রা-।

(মূছা) বলিল ইন্শা আল্লাহ্ আপনি আমাকে ধৈর্য্যশালী (১৯) প্রাপ্ত হইবেন আর আমি আপনার কোন হুকুমের খেলাফ (কাজ) করিব না।

(১৮) কোরআনে رشدا 'রোশদা' শব্দ রহিয়াছে, ইহার অর্থ আমি (অনুবাদক) علم لدنى "এল্মে লাদুন্নী" (অর্থাৎ গুপ্ত বিদ্যা) করিয়াছি আর ইহার আসল অর্থ হইতেছে—"কথার মূল বিষয় অবগত হওয়া।" এস্থলে মর্ম্ম হইতেছে সেই গুপ্ত বিদ্যা যাহা আল্লাহ ইহাকে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন।

(১৯) ضابط জাবেৎ-এর অর্থ হইতেছে যে, "আমি আমার ইচ্ছার উপর ক্ষমতাবান।" যথা—কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে মন চায়, অথচ উহা আমি জিজ্ঞাসা না করি।

قَالَ فَاِنِ اتَّبَعْتَنِىْ فَلَا تَسْئَلْنِىْ عَنْ شَىْءٍ حَتّٰى اُحْدِثَ

ক্বা-লা ফাএনেত্তাবা'-তানী ফালা- তাছ্আল্নী আন্ শায়্এন্ হাৎতা— ওহ্দেছা

(খেজের) বলিল যদি তোমার আমার সাথে থাকাই (মঞ্জুর) হয় তবে (সে পর্য্যন্ত) তুমি আমার কাছে তাহার সম্বন্ধে কিছুই জিজ্ঞাসা করিও না যে পর্য্যন্ত আমি (নিজে) তোমার সহিত কোন কিছুর

لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ع فَانْطَلَقَا قف حَتّٰى اِذَا رَكِبَا فِى السَّفِيْنَةِ

লাকা মেন্হো জেক্‌রা- । ع ফান্তালাক্বা-, হাৎতা— এজা- রাকেবা- ফেছ্ছাফীনাতে

আলোচনা না করি। তৎপর (মুছা ও খেজের) উভয়ে (মিলিয়া অগ্রে) অগ্রসর হইল, এ-পর্য্যন্ত যে (পথে একটা নদী দেখা দিল) যখন উভয়ে নৌকায় ছওয়ার হইয়া গেল

ع
৯ | ২১
রুকু

خَرَقَهَا ط قَالَ اَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا ج لَقَدْ جِئْتَ

খারাক্বাহা-, ক্বা-লা আখারাক্‌তাহা- লেতোগ্‌রেক্বা আহ্‌লাহা-, লাক্বাদ্ জে'-তা

(খেজের নৌকার একটা তক্তা ভাঙ্গিয়া) নৌকাটাকে ভাঙ্গিয়াদিল। (তখন মুছা) বলিল আপনি কি নৌকা এই উদ্দেশ্যে ভাঙ্গিয়া দিলেন যে নৌকার লোকদিগকে (সমূদ্রে) ডুবাইয়া দিবেন (ইহা ত) আপনি

شَيْئًا اِمْرًا ○ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا ○

শায়্আন্ এম্‌রা- । ক্বা-লা আলাম্ আকোল্ ইন্নাকা লান্ তাছ্তাতীআ মাএয়্যা ছাব্‌রা- ।

ভীষণতর (ভীতিজনক) কাজ করিলেন। (খেজের) বলিল আমি কি বলি নাই যে তোমার দ্বারা আমার সাথে থাকা (কখনই) সহ্য হইবে না।

قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِىْ بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُرْهِقْنِىْ مِنْ اَمْرِىْ عُسْرًا ○

ক্বা-লা লা- তোআখেজ্‌নী বেমা- নাছীতো অলা- তোর্‌হেক্ব্‌নী মেন্ আম্‌রী ওছ্‌রা- ।

(মুছা তখন) বলিল আপনি আমার দ্বারা অনুষ্ঠিত) আমার ভুল-চুক ধরিবেন না আর আমার (এই) ব্যাপারে আমার সহিত (এত) কঠিন পাকড়াও করিবেন না।

فَانْطَلَقَا قف حَتّٰى اِذَا لَقِيَا غُلٰمًا فَقَتَلَهٗ لا قَالَ اَقَتَلْتَ

ফান্তালাক্বা-, হাৎতা— এজা- লাক্বেয়্যা- গোলা-মান্ ফাক্বাতালাহু, ক্বা-লা আক্বাতাল্‌তা

ইহার পর উভয়ে (আরও) অগ্রে অগ্রসর হইল, এ-পর্য্যন্ত যে (পথে) একটা ছেলের সাথে দেখা হইতেই (খেজের) তাহাকে (ধরিয়া) মারিয়া ফেলিল, (মুছা) বলিল অপনি কি মারিয়া ফেলিলেন

نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ ط لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكْرًا ○

নাফ্‌ছান্ যাকীয়্যাতাম্ বেগ্বায়্‌রে নাফ্‌ছেন্, লাক্বাদ্ জে'-তা শায়্আন নোক্‌রা- ।

এক মাছুম (অর্থাৎ নিষ্পাপ) ব্যক্তিকে (আর উহাও) কাহারও (খুনের) বদলে নহে, (ইহা ত) আপনি ভীষণতর অন্যায় কাজ করিলেন।

১৫শ পারা—ছোব্‌হা-নাল্‌লাজী—

সূচী-পত্র

